অংশীদার

প্রথম সংস্করণ ১২ই পৌষ ১৩৬৮

প্রকাশক কোরক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপীঠ ২০৯ কর্নোয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬
মুদ্রাকর জিতেন্দ্রনাথ বসু দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১ মোহনবাগান লেন কলিকাতা ৪
প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট ৭।১ কর্নোয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী অনিন্দ্য বসু

দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

গঙ্গাপদ বসু

অংশীদার

গ্রন্থপীঠ
২০৯, কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বহুরূপী কর্তৃক প্রথম অভিনয়: ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

॥ রূপায়নে ॥

দশরথ	:	গঙ্গাপদ বসু
কেষ্ট	:	পরেশ ঘোষ
রতিকান্ত	:	কুমার রায়
সুবীর	:	মহঃ জ্যাকেরিয়া
নিবারণ	:	শোভেন মজুমদার
প্রশান্ত	:	অমর গাঙ্গুলী
মিঃ চ্যাটার্জী	:	নির্মল চ্যাটার্জী
সুন্দরলাল	:	অশোক মজুমদার
দ্বারোয়ান	:	সমীর মৈত্র
অন্যান্য ভূমিকায়	:	বেণীপ্রসাদ মুখার্জী, রবীন দাস, বিরিঞ্চি যশ, সুবীর, ননীবাবু, সমীর চক্রবর্তী, অনিল ব্যানার্জী, সীতাংশু মুখার্জী, কমল, রবীন, পুলিন বাবু।
সবিতা	:	তৃপ্তি মিত্র
শোভনা	:	আরতি মৈত্র
মালতী	:	অনিমা দাশগুপ্তা

আলোক: তাপস সেন। স্থান: নিউ এম্পায়ার। মঞ্চ: খালেদ চৌধুরী

এই নাটক প্রসঙ্গে :

আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এমন কিছু কিছু নাটক লেখা হয়েছে যাতে কাহিনীর চেয়ে কোনো একটা বিশেষ ভাবধারার প্রচারের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। এই সব নাটককে সমালোচকরা বলেছেন : 'Drama of Ideas.' এখানে দৃশ্যমান ঘটনা হয়ত আমাদের মনকে নাড়া দেয়—কিন্তু ঘটনার সুসমঞ্জস গতি-বিন্যাস এবং পরিণতির অনিবার্যতার চেয়ে নাট্যকারের লক্ষ্য যেন কোনো বিশেষ ভাবাদর্শ প্রচারের দিকেই বেশি।

'অংশীদার' মূলতঃ এই ধরনের 'আইডিয়া'-ধর্মী নাটক কিনা এবং যদি তা হয়ে থাকে তা হলেও এর নাট্যবস্তু একটা গল্পাংশ আশ্রয় করেই রসোত্তীর্ণ পরিণতির অনিবার্যতার দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে কি না তার বিচারের ভার শিল্পী ও শিল্প-রসিক দর্শক সমালোচক বা পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়ে এ প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে চাই যে, এর 'ফর্ম' সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা-মূলক। যে নাট্য-ঘটনা অবলম্বন করে এটা রচিত তা সোজাসুজিও বলা যেত—আগের ঘটনা পরে না দেখিয়েও। কিন্তু মঞ্চের ওপর নায়কের মনের চোখ দিয়ে দেখা তার নিজের অতীত জীবনের কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের মনকে কেমন করে নাড়া দেয় বা আদৌ দেয় কি না এবং তার পর আবার বাস্তবে ফিরে এসে তার মনের সঙ্গে আমাদের মনকে মিলিয়ে নিয়ে তাকে এবং তাকে ও অন্যান্যকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে চিত্রিত সমাজ ও তার বিশেষ সমস্যাটিকে আমরা বুঝতে পারি কিনা, এ ফর্মের এইটেই ছিল পরীক্ষা।

নতুন নাট্য আন্দোলনের আসরে আমাদের আজকের অস্থির নাট্যচিন্তা এই ফর্মের বহু-বিচিত্রতার মধ্যেই বিধৃত। কী হবে আগামী দিনের ভারতীয় থিয়েটারের রূপ? কেমন হবে তার গঠন, শিল্প-শৈলী? ভরতের নাট্যশাস্ত্র? না, যাত্রার আসর? ব্রেখ্‌ষটের এপিক থিয়েটার? না, আমেরিকার লিভিং নিউজ পেপার থিয়েটার? গর্ডন ক্রেগের Uber Marionettes? না, মায়ারহোল্ডের কনষ্ট্রাক্টিভিজম? কী হবে এদেশের থিয়েটারের বিশেষ চেহারা? থিয়েটারের শিল্প কি আধুনিক বিজ্ঞানকে বাদ দিয়েই গড়ে উঠবে, শুধু মাত্র এদেশে? তা যদি না হয় তবে নাটকের আংগিক প্রসঙ্গে এত বিতর্ক কেন? 'ফর্ম' এবং 'কনটেন্টে'র বিরোধ তো আজকের নয়। একটাকে

নস্যাৎ করে দিয়ে অপরটার প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নি, হবেও না কোনোদিন—একটা হবে অপরটার পরিপূরক ; বলা যায়, সৃষ্টির কারবারে ওরা হবে পরস্পরের অংশীদার।

এই মৌল তথ্যটা স্বীকৃত হলে সমাজ-সচেতন নাট্য আন্দোলন 'অংশীদার'কে অংশীদারিত্ব দিতে কুণ্ঠিত হবে না বলেই আশা করি। এবং তা হলেই একদা 'বহুরূপী'র অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় খানিকটা বাধ্য হয়েই যে কাজে হাত দিয়েছিলাম (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৫৫) তা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এই নাটকখানি বহুরূপীতে অভিনয়ের সময় শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র এবং শ্রীমান্ অমর গাঙ্গুলী ও কুমার রায় যে ভাবে সাহায্য করেছিলেন তার কথা আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। পরবর্তীকালে কিছু কিছু পরিবর্তন করে আরো কয়েকটি নাট্য সংস্থাকে এখানি অভিনয় করতে দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে 'রূপান্তর' 'যাত্রিক' এবং নবগঠিত নাট্য বিদ্যায়তন 'নবরূপা' বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকখানি অভিনয় করেন। গত মহালয়ার দিন থেকে সুরু করে 'নবরূপা' একটা নবনির্মিত মঞ্চে পূজার ছুটীতে প্রতিদিন এই নাটকখানি দু'বার করে মঞ্চস্থ করেন—এঁদের শেষ অভিনয় হয়, গত ৩রা ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। 'নবরূপা'র কর্তৃপরিষদের শ্রীশুভেন্দু বসু, সুনীত দে বিজয় মুখার্জী ও অন্যান্য কর্মীরা যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাটকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করেন তার জন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সুধী দর্শক সমালোচক, বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও সাহিত্য পত্রিকা এবং কলকাতার আকাশবাণী যেভাবে এই নাটকের প্রশংসা করেছেন তার জন্যেও সম্পর্কিত সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আজকের দিনের যে সমস্যাটা এই নাটকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি দেশ ও কালের গণ্ডীতে তা সীমাবদ্ধ নয় বলেই মনে করি। কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মধুরতর হোক এবং তারই ভিত্তিতে নতুন পরিবার, নতুন সমাজ, নতুন দেশ ও নতুন দুনিয়া গড়ে উঠুক—এই কামনায় যাঁরা নতুন দিনের থিয়েটারের স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের সকলের হাতে আমার 'অংশীদার' তুলে দিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ — **গঙ্গাপদ বসু**

১/২-এ, বল্লভ ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৪

মঞ্চসজ্জা প্রসঙ্গে : নাটকের মঞ্চরূপদানের অবাধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা পরিচালকের এবং তাঁর কল্পনা আশ্রয় করে মঞ্চরূপকারের। কিন্তু যাঁরা খুব সহজে অথচ সুন্দরভাবে এই নাটকটী মঞ্চস্থ করতে চান শুধু তাঁদের সুবিধার জন্যে এখানে ক'টী কথা বলে দেওয়া হচ্ছে :

এই নাটকের ছ'টী দৃশ্যের মধ্যে তিনটী দৃশ্য একটী গাছতলা। এটী, এ নাটকের বাস্তব দৃশ্য—বাকী তিনটী দৃশ্য নায়ক স্বপ্ন দেখছে। সুতরাং সেই তিনটী দৃশ্য একটী পর্দার ওপর দরজার ফ্রেম বা ঘরের আসবাবপত্র বদলে সহজেই দেখানো যায়। যেমন সুন্দরলালের ঘরে একটা দামী পর্দা দরজার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে সামনে তুখানা কুশন গোছের চেয়ার ও পাশে একটী ছোট্ট টেবিলে রেডিও রেখে দিলেই চলে—শিল্পী সুবীরের ঘরে দরজার পর্দাটা হবে খুব সাধারণ—একটা কাঠের পার্টিসন দিয়ে ঘরের আধখানা ঢেকে দিয়ে দু'একটা মোড়া এবং একটা ইজেল বসিয়ে দিলেই ঘরের চেহারা পাল্টে যাবে। ফ্যাক্টরীর দৃশ্যে দরজাটা ফটকের মতন দেখানো দরকার—তার মাথায় ফ্যাক্টরীর নাম ও পাশে নম্বরটা বসিয়ে দিলেই চলবে। গাছতলার দৃশ্যটীতে দুপাশে দু'টী গাছের গুঁড়ি দেখানো দরকার এবং পেছনে দেড় ফুট দু'ফুট উঁচু করে গোটা মঞ্চ জুড়ে গ্রামসীমারেখা-আঁকা পেষ্ট-বোর্ডের কাটআউট ব্যবহার করা যায়। গাছ দু'টী নিজেরা তৈরী করে নেওয়াই ভালো। বাঁখারীর ফ্রেম করে তার ওপর দড়মা জড়িয়ে দিয়ে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো করে সেটাকে চট দিয়ে মুড়ে দিলেই হবে—চটটা একটু রং করে নিলে ভাল হয় বা গাছের বাকলের এফেক্ট হয় এই রকম একটু রং পরে করে নিলেও চলে। একটা গাছ, একটা ছোট্ট তক্তাপোষ ঢাকা দিয়ে তার ওপর বসালে হবে—অন্যটী মাটিতে। যেটা মাটিতে থাকবে ৫ ফুট উপরে তার দুটো ডাল হবে এবং মাঝখানটায় যে ফাঁকটা হবে সেটা একটা যেকোনো রং-এর নেট দিয়ে ঢাকা থাকবে। এই নেটের পেছনে ছোট্ট আলো বসিয়ে প্রথম দৃশ্যের শেষে স্বপ্ন দেখার সুরুতে সবিতা ও শোভনাকে দাঁড় করিয়ে শুধু তাদের মুখ দুটো দেখাতে হবে। নারকোল দড়ি মোটা করে পাকিয়ে নিয়ে তার শেষ প্রান্ত একটু খুলে দিয়ে ওপর থেকে ছোট-বড় করে ঝুলিয়ে দিলেই বটের ঝুরির মতন দেখাবে গাছ দুটোর গায়ে।

চরিত্র-পরিচিতি

দশরথ	...	চায়ের দোকানদার
কেষ্ট	...	পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বালক : দশরথের সহকারী
সুখেন বিপিন রতিকান্ত	...	ফেরিওয়ালা
সুবীর	...	শিল্পী
নিবারণ	...	সুবীরের বাবা
সুন্দরলাল	...	অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী
প্রশান্ত	...	মেডিক্যাল ছাত্র : সুবীরের বন্ধু
মিঃ চ্যাটার্জী	...	ওষুধের কারখানার ম্যানেজার
ডাঃ ঘোষাল	...	দেশকর্মী চিকিৎসক : সবিতার মামা

রামবাবু, ডাঃ ঘোষ, সরকার, পুলিশ, চৌকিদার, স্ট্রেচার-বেয়ারার, ফ্যাক্টরীর শ্রমিকগণ ও ডেলি প্যাসেঞ্জারগণ

সবিতা	...	সুবীরের স্ত্রী
শোভনা	...	সুন্দরলালের মেয়ে
মাসিমা	...	ডেলি প্যাসেঞ্জার
মালতী	...	সুবীরের বিমাতা

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

হাওড়া থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট রেল স্টেশন। তারই পাশ দিয়ে গ্রামে যাবার মেঠো পথের ধারে একটি বড় বটগাছের নীচে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান। দূরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ওপারে একটা গ্রামসীমারেখা, লক্ষ্য করলে দেখা যায়। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দূর থেকে একটা ট্রেন আসবার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠলে দেখা যাবে, দোকানী দশরথ তার তোলা উনুনে প্রাণপণে হাওয়া করছে আর চীৎকার করে ডাকছে তার সহকারীকে

দশরথ ॥ কিষ্টো—আরে এ কিষ্টো—ও—ও—ও—

[চলন্ত ট্রেনের জানালার আলো পড়তে থাকে ওর মুখে। ট্রেন এসে থামে।]

আরে, ই শড়া কুথা যায়, কি করে কিছু বুঝি পারু নাই। গাড়ী অসি গলা। আরে এ কিষ্টো— ও—ও—ও—

[বালতি হাতে করে কেষ্ট আসে: রোগা-পটকা চেহারা, ল্যাংড়ার মতো চলে আর ফিক ফিক করে কারণে অকারণে হাসে]

কেষ্ট ॥ আমারে ডাকতিছেন কর্তা? এই তো আমি! বাব্বাঃ, টিউকলে যে নাইন নেগেছে! হিঁক—

দশরথ ॥ চুপ যা শড়া গদ্ধা। খালি মিছা কথা, খালি মিছা কথা। এক ঘণ্টা হেই গলা তুমার দেখা নাই। অফিস-ফিরতি

লোক্যাল আসি গলা, জড় নাই, কাপ গেরাস ধোয়া নাই—
দে, বাল্‌তি দে—

কেষ্ট ॥ জল ধরতি পারি নাই কর্তা, বাল্‌তি তো খালি। হিঁক—

[খালি বালতিটা উপুড় করে রাখলো]

দশরথ ॥ কঁড় কহিলি? জড় ধরতি পারো নাই? শড়া খালি বসি বসি ঘুগুনি সাঁটার কাম। যাও শড়া, জড় ধরি নেই আস, যাও—শড়া অকামা গন্ধা—

[বালতিটা উপুড় করে ওর মাথায় বসিয়ে দিয়ে পিঠে লাথি মারে—কেষ্ট সেই লাথির তোড়েই বেরিয়ে যায়]

বারিষ হ'ব, না কঁড়?

[ট্রেন ছেড়ে যায়। কয়েকজন ডেলি প্যাসেঞ্জার কথা বলতে বলতে আসেন]

১ম ॥ [খুব জোরে] আপনি এই ট্রেনেই এলেন নাকি?

২য় ॥ [ততোধিক জোরে] না, না। আমি এই ট্রেনে এলাম।

১ম ॥ ও তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি, আপনি এই ট্রেনে এলেন। তা আপনার ছেলেকে দেখছিনা—

২য় ॥ [হাতের বেগুনটা দেখিয়ে] এই তো, পুড়িয়ে খাব—

১ম ॥ ও তাই বলুন।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। স্টেশনের দিক থেকে মাসিমা, সুখেন ও বিপিন এসে ঢোকে]

মাসিমা ॥ যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বুঝলি? লোক দেখলেই চিনতে পারি। ও লোকটা হয় পকেটমার, নয়তো বদমাইস—

বিপিন ॥ পাগল পাগল, ব-ব-বদ্ধ পাগল—

সুখেন ॥ হ্যাঁ, আমারও সেই রকমই মনে হলো—

মাসিমা ॥ তোদের মনে হওয়ার বলিহারি বাপু। ভিড় ঠেলে একটা

গুণ্ডার মত লোক একটা মেয়েছেলের পাশে এসে বসে পড়লো আর তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি। পাগলই যদি হয় তো তাকে আটকাবি তো ?

বিপিন ॥ আমি আ-আ-আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম মাসিমা। তু-তু-তুমি দেখোনি ? পাগল বলে ছে-ছেড়ে দিলুম। তুমি দে-দে-দে-দেখনি ?

মাসিমা ॥ দে-দে-দেখেছি। কী আমার কলির ভীম রে! দূর দূর। তোদের ভরসায় কি আর একা একা পথে বেরোই ? দরকার হলে আমিই ওটাকে পিষে মারতে পারতুম। বুঝলিরে মুখপোড়া সুখমলমওয়ালা ? এই এমনি করে না ধরে—

[তোতলা লোকটার গলা চেপে ধরেন—সে আঁ-আঁ করতে থাকে—সুখেন ছাড়াতে চেষ্টা করে—রতিকান্ত ঢোকে]

সুখেন ॥ ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন মাসিমা—মরে যাবে যে—

রতিকান্ত ॥ কী, অইল কী ? মাসিমায় চ্যাৎছে ক্যান—?

মাসিমা ॥ তুমি থামো বাছা। তুমি আর সব কথাতে ফোড়ন কাটতে এসো না। বলি, তুমিও তো ছিলে গাড়ীর পা-দানীতে ঐ বদমাসটা যখন আমার পাশে এসে বস্‌লো ? মুখ দিয়ে তো রা বেরোলো না। দূর—দূর—দূর—

রতিকান্ত ॥ কার কথা কন ? হেই পাগলের মতন লুকটা ?

মাসিমা ॥ হ্যাঁ। সেই 'লুকটা'। এ গাঁটা যেন দিনকে দিন চিঁড়িয়াখানা হয়ে উঠলো গা ? নাঃ, এ দিন-কাল যা পড়লো তাতে ভদ্রলোকের মেয়েদের ডেলি প্যাসেঞ্জারি করাই দায় হয়ে উঠলো। দূর—দূর—[যেতে গিয়ে ফিরে]

বলি ওরে ও বিপ্‌নে, যাবি? না, বসে বসে উড়ের ঘুগনি সাঁটবি?

বিপিন ॥ তু-তু-তুমি এগোও মাসি। আমি গলাটা একটু ভি-ভি-ভিজিয়ে আসি—

মাসিমা ॥ তা—তাই এসো। যত হা-ঘরে হা-ভাতে মুখপোড়ার মরণ।

[বেরিয়ে যান]

রতিকান্ত ॥ বাপুস্। মাসিমা না য্যান্ দারোগাবাবু। দেহখানার মত মুখখানও আছে ভালোই। হালা মুহের জোরেই দিগ্বিজয় কইরা ফেরে—

সুখেন ॥ না, রতি-দা, মাসিমা আমাদের পয়কুম্ভং বিষমুখম্ ঝাঁজটা সুধু মুখেই—দিলটা দরাজ। দশরথ—

[ওরা বসে]

দশরথ ॥ আসুন, দন্তমঞ্জনবাউ, চা একদম রেডি। আঃ কী ফ্লিবর্—! [চা দিয়ে] আজি কিমন হেলে মঞ্জন বিক্রি?

সুখেন ॥ হলো কিছু। [চায়ে চুমুক দিয়ে] আঃ! আজ চা-টা ভালোই করেছ দশরথ—

দশরথ ॥ হঁ দন্তমঞ্জনবাউ—ই সাড়ে তিন টংকা পাউণ্ড—

রতিকান্ত ॥ অঁ? এক্কেবারে সাড়ে তিন টংকা! ব্যাটা গাঁজা-টাজা ধর্‌ছস না কি?

দশরথ ॥ হঁ, সিটকাপড়বাউ, দেখুন, আপনি পরখ করি দেখুন—[চা দেয়]

রতিকান্ত ॥ দে। নগদ চার পয়সা খরচা কইর‍্যাই ফ্যালাই। টিকিটের পয়সাটা তো বাইচ্যাই গ্যালো—

সুখেন ॥ আচ্ছা, আপনিও? [বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে] মানে, W. T.?

রতিকান্ত ॥ হ। আরে মশয়, গাড়ীখান তো আইতেই আছিল এইদিকে? আমার লাইগ্যা তো পাঁচ সের কয়লা বেশি পোড়ে নাই তাগো? আমি হালা তো হ্যাণ্ডেল ধইর‍্যা ঝোল্‌তে ঝোল্‌তে আইলাম। তো টিকিট কাটুম ক্যান? হ, যদি সিটে বইয়া আইতে পারতাম তাইলে না হয় কইতে পারতেন। অন্যায্য কাম মশয়, এই রতিকান্ত সমাদ্দারের কাছে পাইবেন না।

[সকলে হেসে ওঠে]

বিপিন ॥ এ যা ব-বলেছেন। একথা জ-জ-জজেও মানবে। কৈ হে, চা দাও দ-দ-দশরথ—

দশরথ ॥ এই যে আসুন সুখমলমবাউ, আসুন—

সুখেন ॥ না, রতিদা সীটে বসে আসতে পারলে—

বিপিন ॥ ন' আনা তিন পয়সা বাঁ-বাঁ-বাঁচাবার চে-চে-চে—

সুখেন ॥ চেষ্টা করতেন না। শুনুন, একটা গল্প বলি তাহলে—

[চায়ের ভাঁড় রেখে গলা খ্যাঁকারি দিয়ে সরু করে]

এক ভদ্রলোক—ভদ্রলোকই বলি—রাগের মাথায় এক চড়ে এক বুড়োকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। কোর্টে গিয়ে সে বল্‌লেঃ 'হুজুর, হঠাৎ যা ঘটে গেছে তাতে বুড়োটা বেঁচেই গেছে। হাঁপিকাশির রুগী, আশীর ওপর বয়েস, বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল। আমাকে নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী করে ভগবান ওকে মুক্তিই দিয়েছেন। আদালত তার যুক্তি মেনে নিয়েছিল কিনা জানিনা। তবে

লোকটার কিন্তু ফাঁসি হয়নি, ছ বছরের জেল হয়েছিল মাত্র।

রতিকান্ত ॥ আপ্‌নে তো দেহি মশয়, লুক সুবিধার না। হেই ঘটনার সাথে এই ঘটনার কোন্‌ মিল দেখলেন আপ্‌নে?

সুখেন ॥ মিল নেই?

রতিকান্ত ॥ না। নেই।

সুখেন ॥ আছে। আমি বল্‌ছিলাম, নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যে যুক্তি একটা সবাই খাড়া করে—এমন কি, যে খুন করে তারও যখন একটা যুক্তি থাকে তখন বিনা টিকিটের ডেলিপ্যাসেঞ্জারের যুক্তি থাকবে না? চোর জোচ্চোর সবাই—

রতিকান্ত ॥ আরে দূর মশয়, আপনে বড় প্যাচ মাইর‍্যা কথা কন। চুরি? চুরি করতেয়াছেন আপনারা হক্কলেই। খালি মুহে স্বীকার পাইতে চান না। নাকি? আপ্‌নে মশায়, ছাই আর নুন মিশাইয়া মাজন বানাইয়া বেচেন না, মিথ্যা কথা কইয়া? হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া, নিমভস্ম —হালা, কতই না অশ্বডিম্ব আছে ইয়ার মধ্যে—ইয়া মান্‌সেরে কন্‌ না?

বিপিন ॥ চেপে যান দাদা—চে-চে-চেপে যান—ঘরের কথা—

সুখেন ॥ বলি—বলি। কিন্তু এই যে, ট্রেনের মান্থলিটাও করেছিলাম—

রতিকান্ত ॥ হ। হ। করছিলেন। তখন দ্যাশ স্বাধীন হয় নাই। আইজ র‍্যাল কোম্পানীর মালেকই তো জনসাধারণ। কাজেই ওখান আর রিনিউ করান নাই এই চোদ্দ বছরের মধ্যে—

সুখেন ॥ না দাদা, তা নয়। আমার কথা হচ্চে, ব্যবসার ক্ষেত্রে সব সময় সত্যি কথা বল্‌লে—

রতিকান্ত ॥ এই। পথে আইসেন ভাই আমার। এই যে, আমি হালা সিট কাপড় বেচি। একটাকা গজের সিট্‌খান—হ্যার দাম চাই দুই টাকা। হ্যাযে 'হ্যান্ মালক্ষ্মী, আপনেরে খরিদ দামে দিয়া গেলাম' কইয়া ছ্যাড় টাকায় দিয়া আহি। আমি তো ইয়ার মধ্যে দোষের কিছু দেহিনা।

বিপিন ॥ কিছু না—কি-কি-কিছু না। আমিও আ-আপনার মত দাদা। ডাঃ ঘো-ঘো-ঘোষালের ফরমূলা। বিশুদ্ধ খাঁ-খাঁটি উপাদান আর খাঁ-খাঁটি মলম।

রতিকান্ত ॥ বিশুদ্ধ বরিক পাউডার আর নারকেল ত্যাল—

বিপিন ॥ এ-এ-একি দাদা—এসব কি ক-ক-কথা? দেখবেন? দে-দেখবেন ফরমূলাটা?

রতিকান্ত ॥ থাক। ওসব তর খরিদ্দারগো শুনাইস। থাক। আরে ভাই, দুনিয়াভর খালি ফাঁকি চুরি আর মিছা কথা, ইয়ারই কারবার চলতেয়াছে ফলফলাও হইয়া। আমরা তো হালা চুনাপুটি—প্যাটের দায়ে কোনো কোনোদিন র‍্যাল কোম্পানীর ন' আনা তিন পয়সা ফাঁকি দেই—কিন্তু যারা হাজার হাজার টাকা ডান হাত বাঁও হাত করতেয়াছে তাগো ফাঁকি ধরে কোন্ হালা—

বিপিন ॥ গাল দে-দেবেন না দাদা। গাল দে-দেবেন না। নি-নিজের গায়ে—

সুখেন ॥ হ্যাঁ। ও মুলো চোরও চোর আর মোহর চোরও চোর। গাল দিয়ে লাভ নেই। আমরা কেউই ঠিক পথে চল্‌ছি না।

রতিকান্ত ॥ আরে ভাই হ্যাশটাই চল্‌ছে বে-ঠিক পথে, আমরা ঠিক পথে চল্‌তে চাইলেই বা পারুম ক্যান? আরে মশায়, আপনের পাশের বাড়ী পোলাও-মাংস রুন্ধুই হইতেয়াছে—

সুখেন ॥ কোথায় দাদা?

রতিকান্ত ॥ আঃহা, ধরেন হইতেয়াছে। তা আপনার শুকনা নাক দিয়া উপাসী প্যাটে উয়ার গন্ধ যাইয়া ঢোক্‌তেয়াছে। হেই সময় পোলাপানগুলাও যখন ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদন লয় তখন ঐ পাশের বাড়ীর দিকে চাইয়া আপনের বুকখান কর্‌কর্ কইর‍্যা ওঠে না? আপনে ফাঁকিতে পরেননাই? তো তাইলে?

সুখেন ॥ তাইতো বলছি। সমাজ-ব্যবস্থার মূলেই গোলমাল। আমরা যে পাপ করছি তার মূল অন্যত্র।

রতিকান্ত ॥ এই। এই হইল গিয়া কথা। দেহেন না এই উইড়্যার-পো দশরথের দিকে চাইয়া, চায়ের নাম কইর‍্যা কী খাওয়াইতেছে হালা শাল পাতা ভিজানো জল—

দশরথ ॥ [হঠাৎ এক প্লেট ঘুগ্‌নি নিয়ে ছুটে আসে] এই যে ঘুগুনি খান সিটকাপড়বাউ, ভল ঘুগুনি। অদা, পিয়াজ, আলু, নারিকলকুঁচি—

রতিকান্ত ॥ ঘুগুনি? তর্ ঘুগুনির মধ্যে একটু ঘুঘুর মাংস দেস্ নাই, ব্যাটা রামঘুঘু? হালা কাকের মাংস কাকে খায় না, হেয়া জানো না বুঝি?

দশরথ ॥ নিন্ বাউ। মু আপনকার সব চরণের তলারে পড়ি অছি বাউ। গরীব মনুষ্য।

রতিকান্ত ॥ গরীব মনুষ্য? হালা তোমার কাছা ঝাড়া দিলে কোন্ না তিন চার শত টাকা ঝনাৎ কইর‍্যা পরবো অখনি?

[কাছা ধরে টান্ দেয়]

দশরথ ॥ [তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে] বাপলো ! তিন চারি শত টংকা থাকিলে মু গোটে নিউ গ্র্যাণ্ডো হোটেল খুলি বসিতাম ইষ্টিসনের ওপাকে। দশ আনায় ডালি ভাজা মচ্ছ কত খাবি খিয়, কতখাবি খিয়—

[ওর কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে। কেষ্ট জল নিয়ে আসে]

আরে হঁ হঁ, কিষ্ট বাউ আইলেন! কিষ্ট বাউ। বড় পরিশ্রমো হেইছে। একটু চা খিয়।

কেষ্ট ॥ পরিচ্ছেরমো ? তা হইছে। তের জনের পিছে পড়িছিলাম। এক মাগী খোট্টানী য়্যা-ব্বড় এক টাক্কি পাতিলো। সেইডে ভরতিই তো—হিঁক—

দশরথ ॥ চুপ যা শড়া গদ্ধা। খালি মিছা কথা, খালি মিছা কথা।

[ওর হাত থেকে বালতি নিয়ে নেয়। একটি লোক উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে আসে। লোকটির ডান হাত কনুই থেকে কাটা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। নাম সুবীর সেন]

সুবীর ॥ ও, এটা একটা চায়ের দোকান বুঝি ? তা দাও না ভাই এক ভাঁড় চা। না, না, দাঁড়াও। [নিজের পকেট দেখে] নাঃ, এক গ্লাস জল হবে ভাই, খাবার জল ?

দশরথ ॥ হঁ, হঁ। আরে কিষ্ট জড় দিও।

[কেষ্ট জল দেয়। সবাই ওকে বিশেষ ভাবে দেখতে থাকে। সব জলটা ও পিপাসার্তের মত খেয়ে ফেলে]

তা বাউ, চা খান না। পয়সা না হেলে পরে দিবেন—।

সুবীর ॥ ও বাবা, চেনা নেই জানা নেই, ফট করে চারটে পয়সা ধার দিয়ে দেবে? তোমার ব্যবসা তো চল্‌বেনা ভাই—

দশরথ ॥ আপনি নিন বাউ, মোরা মনুষ্য চিনি—[চা দেয়]

সুবীর ॥ দাও। চারটে পয়সা ধার রয়ে গেল তোমার কাছে। শোধ হয়ত আর—

রতিকান্ত ॥ আপনে এই গারীতেই আইলেন না?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। হঠাৎ কেন যে নেবে পড়লাম। আচ্ছা, ঐ মোটা-মতন মহিলাটী বল্‌ছিলেন পলাশপুর। কিন্তু স্টেশনটা তো দেখ্‌লাম নন্দীগ্রাম।

রতিকান্ত ॥ এই তো পলাশপুর গ্রাম। ইষ্টিসনের হেই পারডা অইল নন্দীগ্রাম। কোন্ বারী যাইবেন আপ্‌নে?

সুবীর ॥ কোন্ বাড়ী? তা তো জানি না। আপনারা সব নাবলেন—জায়গাটাও বেশ ভালো লাগলো আমার—তাই—

সুখেন ॥ ও। তা' আপনি বুঝি এই রকম বেশ ভালো ভালো জায়গা দেখে দেখে রাত্রিবেলা টুক্ করে নেবে পড়েন আর —মানে রাত্রি গভীর হলে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে বেড়ান? [হাসতে থাকে]

সুবীর ॥ [উচ্চ হাস্যে] ও চোর বলে সন্দেহ করছেন বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ—

রতিকান্ত ॥ আরে! এ কেমন কইর‍্যা হাসে? য়্যাঁ? দেখ্‌ছোনিরে ভাই, এ হাসিটা তো ভাল বইল্যা মনে হয় না?

সুখেন ॥ অপনার নামটা জান্‌তে পারি কি?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। একটু চেষ্টা করলেই পারেন।

রতিকান্ত ॥ তা কইয়াই ফ্যালান না, নামখান কী রাখ্‌ছিল বাপ মায় ?

সুবীর ॥ টম, ডিক, হ্যারি অর্থাৎ রাম শ্যাম হরির যে দেশে ছড়াছড়ি সেখানে নামের জন্যে ভাবনা ? তাছাড়া একজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বলেছেন What's in a name ? গোলাপকে যে নামেই—

রতিকান্ত ॥ অ কইবেন না ?

বিপিন ॥ তা তোমরাই বা জে-জেদাজেদি করছ কেন ? চলে এ-এ-এসো না। প-প-পয়সা নাও দশরথ—

[দশরথকে একান্তে টেনে নিয়ে যায়]

বলি এই ন-ন-নতুন আমদানী চিজটীকে ধার তো দিলে—কিন্তু ও যে টি-টি-টিকটিকি পুলিস তা জানো ?

দশরথ ॥ অঁ ?

বিপিন ॥ অঁ নয় হঁ। অ-অ-অত খাতির কোরোনা অচেনা লোককে। বলি, দো-দো-দোকানের লাইসেন্স আছে তোমার ?

দশরথ ॥ আইগা না তো ?

বিপিন ॥ তবেই ম-ম-মরেছ। [চলে যায়]

দশরথ ॥ বাউ, বাউ—বাউ—দন্তমঞ্জনবাউ, সিটকাপড়বাউ, ঐ সুখমলমবাউ, বলিল কি, এই নতুন বাবুটী নাকি পুলিসের লুক।

সুবীর ॥ ভয় পেয়ে গেলে নাকি হে দশরথ ?

দশরথ ॥ আইগা না বাউ, ভয় কিছু না—

সুবীর ॥ তা পুলিসকেই বা ভয় করবে কেন ?

দশরথ ॥ না বাউ, গরীব মনুষ্য—মিছা ঝামেলা ঝঞ্ঝটি—

সুবীর ॥ আরে না না, আমি ওসব পুলিস ফুলিস কিছু নই।

কলকাতায়—জানেন মশাই, অনেক দিন পার্কের বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। পাড়ার ছেলেরা রাত্রে হয়ত সিগ্রেট ফুঁক্‌তে টুক্‌তে আসতো, তা কাউকে যদি ডেকেছি তো সে একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতো—তারাও হয়ত আমাকে পুলিস মনে করেই—হাঃ হাঃ হাঃ।

রতিকান্ত।। [কাছে এসে] দেহেন মশয়, একটা কথা জিগাই। আপ্‌নের হ্যাড অফিসের গুলমাল কদ্দিনের ?

সুবীর ।। কি বল্‌ছেন ?

রতিকান্ত ।। না, কই বলি যে, আপনের হ্যাড অফিসের গুলমালডা কদ্দিন অয় অইছে ?

সুবীর ।। ও। হাঃ হাঃ হাঃ good—very well-said—আমি দেখেছি, ঢাকাই লোকরা বেশ রসিক হয়।

সুখেন ।। ঠিক ধরেছেন দাদা। আমাদের রতিদা একটী রসের হাঁড়ি বিশেষ।

রতিকান্ত ।। হ। তা দেইখোরে ভাই, হারি পাতিলই কও আর জালা-মাইটই কও, বেশি টোকাটুকি মারতে যাইও না—হ্যাযে হারি না ফাইট্যা রস না ছিট্‌ক্যা এক্কেবারে নাহে মুহে যাইয়া লাগ্‌বো—। তা দেহেন মশয়, কথাবার্তা শুইন্যা তো মনে হয়, লিখাপরি শিক্ষা করছিলেন, তা কাম কাজ কিছু ?

সুবীর ।। কাম কাজ ? লেখাপড়া শিখে ? এ দেশে নয়।

রতিকান্ত।। তা কথা তো কইছেন ঠিকই। তাইলেও কদ্দুর কি করছিলেন—

সুবীর ।। কাজ ? দিতে পারেন একটা ? যে কোনো কাজ ? চাকরী। আমি—আমি graduate.

রতিকান্ত ॥ ইস্-স্ !

সুখেন ॥ তাই নাকি ?

সুবীর ॥ সুধু তাই নয়। আমি—আমি—বল্‌তে মাথা হেঁট হয়ে যায়—আমি সরকারী আর্ট স্কুলেও তিন বছর—কিন্তু একটা সাইনবোর্ড লেখার কাজ করতেও কেউ ডাক্‌লো না।

সুখেন ॥ ওঃ, কি হয়েছে দেশের অবস্থা !

রতিকান্ত ॥ আর কইও না রে ভাই। বিক্রমপুরের সমাদ্দার বংশের লুক কোনোদিন কাপড়ের গাঁইটটা হাত দিয়া ছোয় নাই এমন কইর‍্যা। হেই বংশের পোলা আজ আমি হালা গাঁট্‌রী ঘাড়ে কইর‍্যা দুয়ার দুয়ার ফিরি করতেয়াছি। কোনোমতে বাঁইচা থাকা আর কি।

সুবীর ॥ লাভ কি ? লাভ কি, এমন করে কোনমতে বেঁচে থেকে ? শেষকালে দেখবেন, বাঁচা গেল না কোনোমতেই। আমরা হচ্চি ইতিহাসের বলি। নতুন সভ্যতা, নতুন সমাজ, নতুন জীবন হয়ত গড়ে উঠবে—কিন্তু সে আপনার আমার শবদেহের হাড়ের ফসিলের ওপর। নতুন যুগ হয়ত আস্‌বে—কিন্তু সে আমাদের জন্যে নয়—আমাদের কাজ সুধু মুখের রক্ত তুলে পথ করে দিয়ে যাওয়া। আমিও চেষ্টা করেছিলাম, আপনাদের মতোই কোনোমতে টিকে থাকতে। কিন্তু হোলো না, হয় না, হবেও না।

সুখেন ॥ আপনার হাত খানা ?

সুবীর ॥ মেশিনে।

রতিকান্ত ॥ কাটা পড়ছে ?

সুখেন ॥ আপনি মেশিনে কাজ করতেন ?

সুবীর ॥ দোষ কি ? হতে চেয়েছিলাম শিল্পী, পেলাম মেশিনে কুলীর কাজ। একা আমি নই। আশে পাশে তাকালেই দেখতে পাবেন মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্র পাশ করে ঠিকাদারের অফিসে কেরাণীগিরি করছে, উকীল মাষ্টারি করছে, ডাক্তার ওষুধের ক্যানভ্যাসরি করছে, নামকরা গায়ক বীমা কোম্পানীর অফিসে কলম পিষছে। এই উলট পুরাণের দেশে এইটেই তো স্বাভাবিক। [ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌তে থাকে]

রতিকান্ত ॥ ধুর। হালা লিখাপড়ির কপালে মারো পিছা। তা আপনার হাতখান কাট্‌লো ক্যাম্‌নে ?

সুবীর ॥ মেশিনে গেল তিনটে আঙুল। বন্ধুরা হাসপাতালে দিয়ে এলো। সেপ্‌টিক হলো। হাতটা কেটে ওরা আমার প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলো। কিন্তু একজন শিল্পীর ডান হাতের দাম যে তার প্রাণের দামের চেয়েও বেশি একথাটা কি কেউ বুঝলো ?

সুখেন ॥ হায় ভগবান।

সুবীর ॥ কী বল্‌লেন ?

সুখেন ॥ না। কিছু বলিনি তো।

সুবীর ॥ বল্‌বেন না, বল্‌বেন না ওসব। তাহলে আবার আমার হাসি পেয়ে যাবে। আবার—এই—রতিবাবু বল্‌বেন যে হাসিটা তো ভালো দেখা যায় না।

রতিকান্ত ॥ কপাল, মশয় কপাল। নইলে আমাগো এই দশা অইব ক্যান ? দ্যাশ ভাগ হইয়া স্বাধীন হইলাম। কিছু লোকের কপাল খুললো, বেশির ভাগ লোকের কপাল ফাট্‌লো। আগে নিজের কোঠাবাড়ীতে বইস্যা নিজের

জমির মিঠা চাউলের ভাত খাইছি—নিজের পুকুরের মাছ, নিজের গরুর দুধ খাইছি। আর অখন হালা ডাইলের জল আর শাকসেদ্ধ ভাত, হেয়াও সবদিন জোটে না। এই লাইগ্যাই কয় বলে, কপাল যায় না মইল্লে আর ইল্লৎ যায় না ধুইলে। [নিজের বোঁচকা কাঁধে তুলে নেয়]

সুবীর ॥ না। ওটা সত্যি নয়। কপালে বিধাতাপুরুষ কিছু লেখেন কিনা জানিনা। তবে আমরা নিজের হাতে নিজের কপালে যা লিখি তাই-ই ঘটে। থাক্‌গে ও তর্কের শেষ নেই।

সুখেন ॥ হ্যাঁ। চলুন এবার যাওয়া যাক।

সুবীর ॥ আপনারা যান। আমি এখানেই থাক্‌বো।

রতিকান্ত ॥ এইহানে থাক্‌বেন ?

সুবীর ॥ হ্যাঁ।

সুখেন ॥ না, না। এখানে কি করে থাক্‌বেন ? দশরথও তো চলে যাবে। ও তো দোকান গুটোতে সুরু করেছে।

দশরথ ॥ হঁ বাউ, ঘর পাকে জিব। রাতি হেই গলা। তা আপুনি ডাক্তারবাবুর ধরমশালারে যান না—

সুবীর ॥ ডাক্তারবাবু কে ?

সুখেন ॥ ও ডাক্তার ঘোষালের কথা বল্‌ছে। বড় পরোপকারী লোক। দুনিয়ায় কেউ নেই। তাই বোধ হয় দুনিয়াটাকেই আপন করে নিয়েছেন।

দশরথ ॥ হঁ বাউ, বড় ভল মনুষ্য। কত গরীবকে বাঁচাইছেন, খাওয়াইছেন, কানাখোঁড়া অন্ধা পাগল—

সুবীর ॥ ভদ্রলোকের পুরো নামটা কি ?

সুখেন ॥ ডাঃ হরিশচন্দ্র ঘোষাল।

রতিকান্ত ॥ চিনেন নাকি ? খুব নামী লোক। গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য আছিলেন। কতবার জ্যাল খাটছে, পুলিশের লাঠি, গুলী কিছুই বাদ যায় নাই। ঐ যে তোতলা মতন লোকটা ছাখ্‌লেন। খাইতে পাইত না। ডাক্তারবাবুর কাছে মলমের ফরমূলা নিছে। অখন হেই বেইচ্যা সংসার চালায়।

সুবীর ॥ তাই নাকি ?

রতিকান্ত ॥ হ। আর আমি ? আমি এইখানে আইতে আমারে দশখান টাকা ধার দিয়া কইছিল, যদি দশ দিন বাদ এই টাকা ফিরৎ দিবার পারো ব্যবসা কইর‍্যা ফির ধার দিমু। তা দিছিলাম। আজ আমার যা কিছু আয় সবই হ্যার ঐ দশটাকা মূল ধন থাইক্যা।

সুবীর ॥ লোকটা সত্যিই ভালো।

রতিকান্ত ॥ হ। আরে মশয়, এই রহম মানুষই তো চাইছিলেন গান্ধী সারা ছ্যাশে। কিন্তুক রাম রাজত্বের এমনই গুণ, পোতলেন আমের আঁটি, চারা বারাইলে ছ্যাখ্‌লেন, হালা গাবগাছ! চললাম রে ভাই, তুমি ভদ্দরলোকেরে লইয়া আইস—[চলে যায়]

সুখেন ॥ চলুন, আপনাকে ডাঃ ঘোষালের ওখানে—

সুবীর ॥ না। ধন্যবাদ।

দশরথ ॥ তাইলে বাউ, ইষ্টিসনেরে যান না—

সুখেন ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ,। ওখানে ওয়েটিং রুম বলে একটা পদার্থ আছে।

সুবীর ॥ দেখি, যদি দরকার হয় যাব। দশরথ ভাই, একটু জল যদি রেখে যাও—

দশরথ ॥ হঁ হঁ। আরে কিষ্ট, মাটির ভাঁড়েরে টিকে জড় রাখি দে—

কেষ্ট ॥ তা বাবুরি নিয়ে চলেন না কর্তা। আমাগোর ছাবড়ায় কোনমতে তিনজনের জায়গা হতি পারে। হিঁক—

দশরথ ॥ চুপ যা শড়া গন্ধা। উ ছাপড়ায় কুন ভদ্র মনুষ্য থাকিতে পারে? চুপ যা। এই যে, জড় থাকিল বাঁউ—

সুবীর ॥ অনেক ধন্যবাদ।

সুখেন ॥ চলো দশরথ, আমরা তাহলে এগোই। তোমার হ্যারিকেনটা আছে, চলো একসঙ্গেই যাই—

দশরথ ॥ হঁ বাউ। চল্‌রে কিষ্ট—[ওরা মোট ঘাট মাথায় তোলে]

সুখেন ॥ [লণ্ঠনটা নিয়ে এগোয়] বাবাঃ, একটা দিন কাটলো—

সুবীর ॥ এখনো রাতটা বাকি।

সুখেন ॥ ওটা কোথা দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবো না। শেষ রাত্রে অভ্যাসমত আপনি ঘুম ভেঙে যাবে, সুরু হবে পরের দিনের লড়াই।

সুবীর ॥ লড়াই! লড়াই-ই বটে। তা আজকের লড়াইয়ের নীট মুনাফা কত, যদি আপত্তি না থাকে?

সুখেন ॥ নীট মুনাফা? বোধ হয় এক টাকা সাড়ে তের আনা। অবশ্য ঐ টিকিটের নয় আনা তিন পয়সা যে ফাঁকি দিয়েছি সেইটা ধরে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ দাঁতের মাজনের হকার। মুনাফাটা কম কি দাদা?

সুবীর ॥ না না, যথেষ্ট, যথেষ্ট। দশরথভাই, তোমার দৈনিক আয় কি রকম হয়?

দশরথ ॥ কি করিব বাউ, লিখাপড়া জানা ভদ্র মনুষ্য আপনারা, ইমন

অবস্থায় পড়িছেন। মু গোটে মুরুখ্যু মনুষ্য। কঁড় হব? দিন গেলে টংকাটা হল তো খুব ভল হল।

কেষ্ট ॥ তার মধ্যি আবার আমার আট আনা। হিঁক।

দশরথ ॥ চুপ যা শড়া গদ্ধা, ফির খোরাকি পয়সাটা ধরিস নাই?

কেষ্ট ॥ সে আর কতই বা নাগে? দিনির বেলা তো চা খেয়েই কাটায়ে দি। রাত্তিরে এক মুঠো সেদ্ধ ভাত—হিঁক।

দশরথ ॥ হঁ হঁ। আর সকালে পকাল ভাত পিয়াজ নংকা, সাঁঝের বেলা ঘুগুনি, তুপুর টাইনে চা-বিস্কুটি, এসব অমনি আসিছে? শড়া সব তুমার বেতন থাকি কটা যাইছে, হঁ—

সুবীর ॥ হা হা হা। এমনি করেই বেঁচে আছি আমরা। আশা করছি বেঁচে থাকব। আশ্চর্য।

দশরথ ॥ হঁ বাউ, ইটাই আশ্চর্য। মোর তো মরিমরি সব সাফ হেই গলা। মু তো মরি নাই। মরিব কাঁই কি? কেত্তে কষ্ট অছে ললাট-লিখন।

সুখেন ॥ হ্যাঁ। অত সহজে মরলে আমাদের চলবে কেন? তাহলে দেশ বড় হবে কি করে?

দশরথ ॥ হঁ বাউ। আমার উড়িষ্যারে ইমন হেইছে কি ক্ষেত্রে ধান্য অছি তো কাটিবার লুক নাই। লাইসিন পারমিট চোরা-কারবার থাকি কেত্তে মন্ত্রী-অফিসরের ভাই-ব্রাদার হজারে হজারে কামাইছে; আউ পড়ালিখা-জানা সোনার চান্দ্ সব পো সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারি কাম ভি পাইছে না। ই সব দেখিশুনি বাউ, মোর শরীরে ইমন রাগ হেইছে যে ভাবি, গোটে উলুটু-পলুটু না হেলে এ দেশের বেবস্থা সব ঠিক হেবার নয়।

সুখেন ॥ নিজের ভাষায় দশরথ ঠিকই বলেছে, একটা ওলট-পালট— একটা ওলট-পালট চাই। নইলে কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা চলি দাদা। রাত হলো। ঘরের লোক আবার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে—

সুবীর ॥ য়্যাঁ? ঘরের লোক? ও। তাহলে চলে যান, আর দেরী করবেন না।

দশরথ ॥ দণ্ডবৎ বাউ। যাউছি। আপনার কষ্ট হব বাউ, আপুনি ইষ্টিসনে চলি গেলে ভল হত।

সুবীর ॥ ঠিক আছে দশরথ। তুমি যাও।

দশরথ ॥ আচ্ছা, চল্‌রে কিষ্ট। হে ভগবান, যারা রজা হেবার মত মনুষ্য তাংক পথে বসাইছ, আউ পথের মনুষ্যকে রজা করছ। তুমার লীলা তুমিই জানো।

[ওরা চলে যায়। সুবীর দোকানের বেদীটার ওপর বসে। হাই তোলে। তারপর আপন মনে বলতে থাকে—]

সুবীর ॥ কারো ঘরের লোক পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে আর কারো না আছে ঘর, না আছে ঘরের লোক। [দীর্ঘশ্বাস] কী নামটা বল্‌লে ডাক্তারের? ঘোষাল। হরিশ ঘোষাল। [চুপ করে থেকে হাই তুলে] নাঃ, মনে পড়ছে না নামটা। কিন্তু পলাশপুর। হ্যাঁ, এটা ঠিক মনে আছে: পলাশপুর, পলাশপুর।

[উঠে চোখে মুখে জল দেয়। তারপর শুয়ে শুয়ে অত্যন্ত মৃদু তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন বলতে থাকে।]

'এসো সুপ্তি, এসো শান্তি
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি
বক্ষে মোরে লহ টানি, শোয়াও যতনে
মরণ সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।'

[ঘুমিয়ে পড়ে সুবীর। অন্ধকারে একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পাওয়া যায়। বহু দূরে একটা গ্রাম্য কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। সুবীরের মাথার কাছ থেকে একটা আলো বিদ্যুৎ চমকের মত ঠিকরে পড়ে উল্টোদিকের গাছটার ওপর : আবছা একটা মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে সেখানে : জল-ভরা দু'টি চোখ মেলে সে চেয়ে থাকে সুবীরের দিকে। মেয়েটি সবিতা, সুবীরের স্ত্রী। সে মুখ ক্রমশ: মিলিয়ে যায়। আবার অন্য একটা মেয়ের মুখ ! হাসিখুশীতে উজ্জ্বল। এ মেয়ে শোভনা। সুন্দরলালের কন্যা। ক্রমে সে মুখও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়। ঘন অন্ধকারের মধ্যে দশ্য পরিবর্তন হলে এই মেয়েটাকেই দেখা যায়, চেয়ারের হাতলের ওপর বসে গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে]

—ঃ০ঃ—

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সুন্দরলালজীর বাড়ীর বাইরেকার একটা ঘর। ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা দামী পর্দা ঝুলচে। তার এক পাশে গান্ধীজীর এবং অপর পাশে রবীন্দ্রনাথের ছবি। মাঝখানে খুব হালকা ধরণের (বেতের বা অন্যকিছুর) কুশন্ চেয়ার এক সেট। পাশে রাখা একটা রেডিও এবং তার ওপর ফুলদানীতে কিছু ফুল। সুন্দরলালের মেয়ে শোভনা রেডিওর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইবার চেষ্টা করছে। ঘরটা আবছা অন্ধকার। সুন্দরলাল এসে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।]

সুন্দর ॥ আরে! অন্ধকার ঘরে একলা বসে কি করছিস?

শোভনা ॥ এতক্ষণ গান শুনছিলাম। এইবার বন্ধ করছি।

[রেডিও বন্ধ করে]

সুন্দর ॥ গান শুনছিস! তুই এখানে একলা বসে গান শুনছিস তো সুবীর কোথা?

শোভনা ॥ জানি না।

সুন্দর ॥ জানি না! আরে! সে তোর ছবি আঁকবার জন্যে ওপরে এলো। টিফিনের পরে অফিস থেকে তাকে ছেড়ে দিলুম!

শোভনা ॥ ছবিই আঁকছেন বোধ হয় ড্রয়িং রুমে বসে!

সুন্দর ॥ তা হলে তুই এখানে কেন? তোকে দেখে দেখেই তো আঁকছিল না ক'দিন? না-না শোভনা, তুই যদি এমনি করিস তা'হলে—

শোভনা ॥ তা'হলে কী করব? ওর পায়ের কাছে হাত জোড় করে বসে থাকবো?

সুন্দর ॥ কী করবি ? আরে বাবা, এক পেয়ালা চা—

শোভনা ॥ চা উনি খান না।

সুন্দর ॥ চা না খান সরবৎ তো খান ? লস্যি ? আইস্ক্রিম ? লেমনেড ? কিছু তো খান ? কিছু যদি না-ই খান তো তুই একটু ওর কাছে বসতে তো পারিস ? কিছু দরকার হতে পারে—

শোভনা ॥ কিছু দরকার নেই। যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ ছিলুম। এখন দরকার নেই, তাই চলে যেতে বল্লেন। আমিও চলে এলাম।

সুন্দর ॥ বাঃ। বাঃ। বেশ করেছ। আরে, ছেলেটা খুব লেখা-পড়া জানে, যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি ভদ্র। বসে থাকতে কষ্ট হচ্চে মনে করেই তোকে চলে যেতে বলেছে। কিন্তু তুই অমনি চলে এলি ?

শোভনা ॥ কি মুস্কিল! চলে যেতে বললেও সেখানে কি করে বসে থাকতে হয়, আমি জানিনা।

সুন্দর ॥ দেখ্ শোভনা—[হঠাৎ চুপ করে যান, তারপর কাছে গিয়ে] বাপ হয়ে সব কথা তোকে খোলাখুলি বুঝায়ে-সামঝায়ে বল্‌তে হবে ?

শোভনা ॥ কিছু সামঝাতে হবে না। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও, আমি একলাই বেশ আছি।

সুন্দর ॥ কতকাল আর এ রকম একলা থাকবি মা ? আমার যে কষ্ট হয় তোকে দেখে—তুই বুঝিস না ? ছেলেটা ভাল, খুব ভালো—তোর ওপর টান আছে। এমন ছেলে হাত ছাড়া হলে—

শোভনা ॥ তুমি থাম বাবা, শুনতে পাবেন ভদ্রলোক—

সুন্দর ॥ থাক। শুনুক। আমি আজ শুনিয়েই দেব ওকে। এর আগে তিন তিনটে ছেলে সুধু তোর বোকামির জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেল—

শোভনা ॥ বাবা –

সুন্দর ॥ আরে বাবা, টাকার লোভ কে না করে? তারা আমার টাকার লোভে এসেছিল বলে তুই তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিস—কিন্তু এর তো তা নেই, এ তো টাকাকে মাটির ঢেলার মত দেখে। এ ছেলেকে তুই—

শোভনা ॥ তুমি থামো বাবা, উনি আসছেন—

[পর্দার ওপাশ থেকে সুবীর বেরিয়ে আসে। সুন্দর চেহারা : হাতে শোভনার ছবি]

সুন্দর ॥ আরে, এসো এসো, সুবীর এসো। তোমার কথাই হচ্ছিল—

শোভনা ॥ বাবা—

সুবীর ॥ আমার কথা?

সুন্দর ॥ হাঁ হাঁ। শোভনার ছবিটা তুমি আঁকছিলে না? সেই কথা। ওটা শেষ হলো?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। শেষ। এইবার আমার ছুটী?

সুন্দর ॥ [ছবিটা হাতে নিয়ে] বাঃ বাঃ। Good—very good. না, শোভনা?

শোভনা ॥ [ছবিটা নিজের হাতে নিয়ে] সত্যি। ভারি সুন্দর হয়েছে ছবিখানা। আমাকে দেখে দেখে যখন আঁকছিলেন তখন আমার ভারি লজ্জা করছিল। মনে হচ্ছিল, আমার চেয়ে আমার ছবিখানাই বুঝি সুন্দর হলো। Lovely! Congratulations!

সুবীর ॥ ধন্যবাদ। তবে আপনার চেয়ে আপনার ছবি যদি সুন্দর হয়ে থাকে, সেটা কিন্তু আর্টিস্টের পক্ষে গৌরবের কথা নয় শোভনাদেবী। ছবিটা অবিকল আপনার মত করেই আমি—

শোভনা ॥ এটা ফটোগ্রাফ নয় সুবীরবাবু। কাজেই শিল্পীর কল্পনার রং কিছুটা তো থাকবেই। তাই সন্দেহ হয়ঃ Am I really so lovely?

সুন্দর ॥ নিশ্চয়ই। আরে, সুবীর তো তাই বলছে। বোকা মেয়ে। [শোভনা বাপের বুকে মুখ লুকোয়] লজ্জা পেয়ে গেছে। মেয়েটা আমার সত্যিই ভালো, না সুবীর?

[শোভনা সরে যায় পর্দার ওপাশে]

সুবীর ॥ হ্যাঁ। ওঁর চেহারায় একটা স্নিগ্ধতা আছে, যেটা আমার কাছে—কেন জানিনা—কিছুটা করুণ বলে মনে হয়েছে—মানুষের মনের ব্যথা তার মুখেও আঁকা থাকে—

সুন্দর ॥ ওটা হয়ত ওর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। অবাক হচ্চো? ওঁর মা ছিল বাঙালী, রূপে গুণে শিক্ষায় অপূর্ব এক বাঙালী মহিলা। তার গান শোনেনি এলাহাবাদে এরকম কোনো লোক ছিল না। অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠ ছিল তার। শোভনার গলায় আমি তার গলার আভাস পাই।

সুবীর ॥ ওঁর মা—

সুন্দর ॥ পনেরো বছর। সে চলে যাবার পর ওকে মানুষ করাই যেন আমার জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে উঠলো। চলে এলাম কলকাতায়। এখানে এই ব্যবসাটা সুরু করলাম। কিন্তু ওকে মানুষ করাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য।

বাঙালী আয়া, বাঙালী মাস্টার। গানের জন্যে আলাদা বাঙালী টিচার—এই সব রেখে ওকে সম্পূর্ণ বাঙালী আবহাওয়ায় মানুষ করতে লাগলাম—ওর মধ্যে আমি যেন সুনন্দাকে ফিরে পাবার সাধনা করতে লাগলাম।

সুবীর ॥ আশ্চর্য! আপনার জীবনের এ পরিচয় তো এতদিন পাইনি!

সুন্দর ॥ আমাকে দেখ্‌ছ একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের মালিক হিসেবে। কিন্তু বাপের অমতে পরিবারের সকলের অমতে সুনন্দা আমাকে বিয়ে করেছিল কেন জানো? আমার গানের জন্যে!

সুবীর ॥ আপনি গান করতেন? এখনো করেন?

সুন্দর ॥ না। ও যেদিন চলে গেল, সেই দিন গেয়েছিলাম শেষ গান—সারারাত।

সুবীর ॥ শোভনাদেবীকে আপনি নিজে গান শেখান না?

সুন্দর ॥ না। ও গায়, ওর মা যা গাইত—রবীন্দ্রসঙ্গীত। ও তো আমি জানিনা। একজন মহিলা ওকে শেখান। বড় মিষ্টি গলা মহিলার। ওঁর কাছেই প্রথম জানলাম, রবীন্দ্রনাথ কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও লিখেছেন। শোভনাকে শেখাতে বলেছি। আচ্ছা, তুমি বেহালা বাজাতে পারো বলেছিলে না?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। এক সময় একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম। এখন আর চর্চা নেই।

সুন্দর ॥ শেখো, শেখো, এসব চর্চা ছেড়ো না। গান বাজনা মানুষকে মহৎ করে। আচ্ছা, তোমাকে আমি একটা ভালো বেহালা present করব।

সুবীর ॥ ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজ চলি—

সুন্দর ॥ না না, বোসো। [দুজনে বসে] তোমাকে একটা কথা বলবো। [একটু থেমে] দেখো, শোভনার জন্যে আমি একজন ভালো বাঙালী ছেলে খুঁজছি। ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল—

সুবীর ॥ আচ্ছা, আমি খোঁজ করব। সন্ধান পেলে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব। আজ তাহলে চলি—

সুন্দর ॥ [অন্যমনস্কভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে] না। যেওনা। ও আসুক। ও তোমাকে নিজে বলবে। সুনন্দা গেল কোথায় ? ওঃ হো-হো—

[অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন হঠাৎ। তারপর চোখ বুজে বসে থাকেন স্তব্ধ হয়ে। সুবীর ওঁর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে : কী বল্‌বে, কী করবে ঠিক করতে পারছে না। উনি ধীরে ধীরে ডাকলেন]

শোভনা—শোভনা—[শোভনা এসে দাঁড়ায়]

শোভনা ॥ কী বলছ বাপি ?

সুন্দর ॥ ও। এসেছিস্ ? তোরা গল্প কর। [উঠে দাঁড়ান] আমি অফিস বন্ধ করে চাবিটা নিয়ে আসি নীচে থেকে। সুবীর, রাত হয়ে গেছে। তুমি এখান থেকেই খেয়ে যেও আজ। আমি আসছি এখুনি।

[বেরিয়ে যান সুন্দরলাল। সুবীর কিছু বলবার জন্যে এগিয়ে যায়—কিন্তু তার আগেই উনি বেরিয়ে যান]

সুবীর ॥ কিন্তু দেখুন—

শোভনা ॥ বসুন সুবীরবাবু। বাবা এখুনি আসবে।

সুবীর ॥ একটা কথা আপনাকে বলব শোভনাদেবী।

শোভনা ॥ একটা কেন? অনেক কথাই বলতে পারেন—অবশ্য যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তু একটু বসতে দোষ কি?

সুবীর ॥ [বসে] ধন্যবাদ। কিন্তু দেখুন, আপনারা একটা ভুল করছেন।

শোভনা ॥ ভুল? ভুল করেনি এরকম লোক আপনি দেখেছেন সুবীরবাবু? আপনি ভুল করেন নি?

সুবীর ॥ হ্যাঁ করেছি। গোড়াতেই কথাটা আপনাদের না বলে ভুল করেছি। কিন্তু আপনার বাবার firm-এর এই publicity officer-এর কাজটা অত্যন্ত বিপদের সময় আমাকে বাঁচিয়েছে। কাজেই এই চাকরীটা আমি হারাতে চাইনি কিছুতেই।

শোভনা ॥ চাকরী হারাবেন কেন? এত লোকের মধ্যে আপনি? কোনো মিথ্যা কথা তো বলেন নি?

সুবীর ॥ না। মিথ্যে কথা আমি বলি না। কিন্তু চাকরী নেবার কয়েকদিন পর থেকেই লক্ষ্য করছি, আপনার বাবা আমাকে একটু বেশি স্নেহ করছেন—

শোভনা ॥ ঠিকই ধরেছেন। আপনার সম্বন্ধে তাঁর খুব উঁচু ধারণা, আপনাকে নিয়ে তাঁর অনেক আশা—

সুবীর ॥ আর ঠিক সেইখানেই আমার ভয়।

শোভনা ॥ কেন? কেন?

সুবীর ॥ এক মাস পরেই আমার মাইনে বাড়্‌লো, একদিন কিছু ফুল কিনে আপনাকে দিয়ে আসতে বললেন—একদিন সিনেমায় নিয়ে যাবার কথা বললেন, তারপর আপনাকে দেখে দেখে আপনার ছবি আঁকা—এই সব দেখে মনে হচ্ছে—আপনারা কিছু—মানে, আমি ঠিক বলতে

পারছি না, মানে, বলাটা আমার হয়ত উচিত হবে না—
কিন্তু মনে হচ্ছে আপনারা কিছু আশা করছেন—

শোভনা ॥ আপনি ঠিকই বুঝেছেন। শুধু বাবা নয়, আমিও—প্রগল্ভতা মাফ করবেন—আমিও কিছু আশা করছি—আশা করে আছি।

সুবীর ॥ সর্বনাশ। বিশ্বাস করুন, ঘরে আমার—

শোভনা ॥ ঘরে আপনার কিছু নেই, জানি সুবীরবাবু। ঘরে কিছু থাকলে কেউ এই সামান্য মাইনের চাকরী করতে আসে না।

সুবীর ॥ না-না। আমি সে কথা বলছি না—আমি বলছি—

শোভনা ॥ আপনি যাই বলুন। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি আর পারছি না। দুঃসহ হয়ে উঠেছে এ জীবন—আপনি আমাকে বাঁচান সুবীরবাবু—

সুবীর ॥ না, না, শুনুন, আমার কথাটা শুনুন—

শোভনা ॥ একটা কথা জেনে রাখুন সুবীরবাবু, আপনি refuse করলে আমি—[ওর হাত ধরে জলভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে]

সুবীর ॥ কিন্তু অসম্ভব—আমার পক্ষে এ একেবারেই অসম্ভব—

[সুন্দরলাল ক্যাশিয়ার রামবাবুকে নিয়ে ঢোকেন]

সুন্দর ॥ হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ একটা বানানো গল্প তোমার—

সুবীর ॥ আজ্ঞে ?

সুন্দর ॥ এই রামবাবু। কাল ক্যাশ বন্ধ করে চাবিটা তোমার হাতে দিয়ে চলে গেছেন। আজ এখন বলছেন ক্যাশে কালকের ব্যালান্সে হাজার টাকা কম—

সুবীর ॥ সে কি !

সুন্দর ॥ হ্যাঁ, এখন গল্প বানাচ্ছে। বলছে, সুবীরবাবু চাবিটা ফেলে রেখে যদি অন্য কোথায়ও গিয়ে থাকেন আর সেই ফাঁকে যদি অন্য কেউ—

সুবীর ॥ না। চাবিটা তো সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সুন্দর ॥ আরে না-না, লোকটা মিছে কথা বলছে, তুমি বুঝতে পারছ না। দেখ, চোর জোচ্চোর নিমকহারাম মিথ্যেবাদী আর খুনী—এদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই সুবীর—এরা সব করতে পারে। এই লোকটার স্ত্রীর অসুখ শুনে আমি দেখতে গেছি। ওষুধ ফল কিনে দিয়েছি—৫০০৲ টাকা ওকে ধার দিয়েছি।—বেইমান।—তোমার জামিন-জমা হাজার টাকা আমি কেটে নিলুম। ঐ ৫০০৲ টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে চলে যাও। কাল থেকে আর কাজে এসো না।

রামবাবু ॥ বাবু, আমার স্ত্রী মরণাপন্ন। সেবারে আপনার দয়ায় বেঁচে ছিল—এবারে বোধহয়, আর--টি বি ধরা পড়েছে —চিকিৎসা হচ্চে না। দয়া করে আমার চাকরীটা—

সুন্দর ॥ না। কিছুতেই না। তোমার ওপর আর কোনো sympathy নেই আমার। আমি জানি, মানুষের স্ত্রীর যদি কোনো দরকার থাকে তো সে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর। কিন্তু না। তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি চোর—clear out—clear out—

রামবাবু ॥ বাবু দয়া করুন—দয়া করুন—[পায়ে পড়ে]

সুন্দর ॥ আঃ, কেন মিছে বিরক্ত করছ? চলে যাও এখান থেকে—চলে যাও বলছি—

রামবাবু ॥ হা ভগবান—[চলে যেতে থাকে]

সুন্দর ॥ ভগবান ? A devil reciting scriptures !

সুবীর ॥ না-না, দাঁড়ান রামবাবু। আমার মনে পড়েছে। আপনি ঠিকই বলেছেন। কাল পাঁচটার পর আমার এক বন্ধু এসেছিল—চাবিটা ফেলে রেখে—হ্যাঁ, তা মিনিট দশেক হবে—আমি বাইরে গিয়েছিলাম—হতে পারে, সেই ফাঁকে কেউ—

সুন্দর কী বল্ছ সুবীর ?

সুবীর হ্যাঁ, ঠিকই বল্ছি! দোষটা আমারই। চাবিটা carelessly আমিই ফেলে রেখে—আপনি আমাকে শাস্তি দিন। রামবাবু নির্দোষ—

রামবাবু ॥ না-না সুবীরবাবু—টাকাটা—

সুবীর ॥ চুপ করুন রামবাবু—

শোভনা। লোকটাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিচ্ছেন কেন সুবীরবাবু? ওকে মাফ করতে চান করুন। বাপি নিশ্চয়ই আপনাকে সে অধিকার দেবে—কিন্তু

সুবীর ধন্যবাদ শোভনা দেবী। কিন্তু কাল সত্যিই আমার মনটা বড়—বড় বিক্ষিপ্ত ছিল—ঘরে আমার অসুস্থ মেয়ে আর স্ত্রী—

শোভনা। মেয়ে আর স্ত্রী !!

সুন্দর ॥ So you are married already ?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। এই কথাটাই আপনাদের বলা হয় নি এতদিন। আজকে অবিশ্যি না বলে কিছুতেই যেতাম না।

শোভনা। কথাটা কিছুদিন আগে বললেই ভালো হতো না সুবীরবাবু ?

একটা মেয়ের জীবন নিয়ে আপনি জেনেশুনেই ছিনিমিনি খেলেছেন—

সুবীর ॥ না-না—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

সুন্দর ॥ তুমি বোকা নও সুবীর। বুঝতে তুমি ঠিকই পেরেছিলে। You are treacherous—you have wronged me and my innocent daughter—

সুবীর ॥ না-না, ওঁকে আমি নিজের বোনের মতই—

সুন্দর ॥ Shut-up. রামবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছো? যাও। চলে যাও এখান থেকে।

রামবাবু ॥ বাবু, আমার জন্যে একজন নিরপরাধ ভালোমানুষ—

সুন্দর ॥ যথেষ্ট হয়েছে। তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। যাও। কাল থেকে অফিসে এসো যেমন আসছিলে। যাও, যাও, আমাকে এইটুকু দয়া করো রামবাবু—

[রামবাবু চলে যান : সুন্দরলাল এগিয়ে আসেন সুবীরের দিকে—তাঁর চোখে মুখে আগুন জ্বলছে]

তোমাকে কী করব, আমাকে বলে দাও—

সুবীর ॥ জেলে দিন।

শোভনা ॥ [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] না—না—না। ওকে—ওকে শুধু তাড়িয়ে দাও বাপি, তাড়িয়ে দাও—

[ভেতরে চলে যায়]

সুন্দর। জেলেই তোমাকে দেওয়া উচিত। তুমি কী করেছ তা তুমি বুঝতেও পারছ না। দু-দুটো জীবন খতম হয়ে গেল তোমার জন্যে। ওঃ, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন।

পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও—just like a murderer পালিয়ে যাও—আর কক্ষনো এসো না—

সুবীর ॥ আমি বল্‌ছি—

সুন্দর ॥ No—not a word—get out, I say, please get out—

[সুবীর বেরিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। সঙ্গে সঙ্গে পরের দৃশ্য সুরু হয়]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[সুবীরের ঘর। পুরোনো দেওয়াল-খসা একটা ঘরের মাঝখানের অর্ধেকটা জায়গা একটা পুরোনো কাঠের পার্টিসন দিয়ে ঘেরা। ভেতরের দিকে যাবার একটা দরজা দেখা যায়। আর কোন দরজা জানলা নেই। একটা ছবি আঁকবার ইজেলে একখানা অর্ধ-সমাপ্ত ছবি। পার্টিসনের গায়ে স্তন্যপানরত শিশু কোলে এক মায়ের ছবি ঝোলানো। তার নীচে দুটো মোড়া: সম্ভবতঃ বাইরের লোকেরা এসে বসে। সুবীরের বাবা নিবারণবাবু পায়চারি করছেন পার্টিসনের সামনেটায়। সকাল বেলাকার রোদ এসে পড়েছে ঘরে। মা মালতী এসে ঝংকার দিয়ে উঠলেন]

মালতী ॥ বলি, এখানে পায়চারি করলে কি পেট ভরবে?

নিবারণ ॥ য়্যাঁ? ও। আচ্ছা, তুমি উনুনে আগুনটাতো দাও— আমি দেখছি—

মালতি ॥ শুধুমুধু উনুনে আগুন দিয়ে কি হবে? রাঁধবো কী? সেদ্ধ-ভাতেরও তো জোগাড় নেই। ভাঁড়ারে যে ইঁদুর মুচ্ছো যাচ্ছে।

নিবারণ ॥ হুঁ।

মালতী ॥ হুঁ কি? তোমার সঙ্গে কথা বলাও এক পাপ। শুধু হুঁ আর হাঁ।

নিবারণ ॥ আহা, চেঁচিও না। মেয়েটা জ্বরে বেহুঁস।

মালতী ॥ বেহুঁস তাতে আমার কি? মেয়ের মা-বাপের তো হুঁস

আছে। একবেলা পেটে দুটো কিছু দিতে হবে তার হুঁস আগে থাকতে করে না কেন ?

নিবারণ ॥ আহা, থামোনা একটু। মিছে চেঁচামেচি করে কোনো লাভ আছে ? এই বিপদের সময়—

মালতী ॥ কিসের বিপদ ? কার বিপদ ? সাধ করে বিপদ ডেকে আনবে আর গুষ্টিসুদ্ধুকে তার ঝক্কি পোয়াতে হবে। আমি পারবো না বাপু। যা জানো করোগে যাও—

নিবারণ ॥ [দীর্ঘশ্বাস] হুঁ—

মালতী ॥ [চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ফিরে] আবার হুঁ ? মুখে বাক্যি নেই ? ডেকে বলো না—ডেকে বলোই না দুটো কথা তোমার আদুরে ছেলে-বৌকে। বলি, আমি না হয় পেটে ধরিনি, কিন্তু তুমি তো বাপ ? তোমাকে লুকিয়ে যারা বিয়ে করতে পারলো, আলাদা বাসা কর্‌তে পারলো তারা এখন আক্কেল করে চলে যায় না কেন ? দেখ্‌তে পাচ্ছে না সংসারের হাল ? চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছে নাকি ?

[রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ভেতরে চলে যান]

নিবারণ ॥ আঃ! ভগবান, এইবার আমাকে নিষ্কৃতি দাও, আমাকে নিষ্কৃতি দাও। কত পাপ করেছিলাম আর জন্মে, তারই ফল ভোগ করছি। [একটু থেমে পার্টিসনের কাছে গিয়ে] বৌমা—বৌমা—

[পার্টিসনের ভেতর থেকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে সবিতা]

ও কি একটু চোখ মেল্‌লো মা ?

সবিতা ॥ না, বাবা, কাল রাত থেকেই এইরকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

নিবারণ ॥ হুঁ। ডাঃ ঘোষ তো কালও এলেন না। আমি একবার যাব তাঁর কাছে?

সবিতা ॥ কী হবে বাবা? টাকা পয়সা না দিতে পারলে তিনিই বা—

নিবারণ ॥ তাইত। কী করি? এদিকে ঘরে এক দানা চাল নেই, একটা পয়সা নেই। চার-চারটে প্রাণী। তারপর আমার দিদির ওষুধ পথ্যি, কি করি—কার কাছে যাই—

সবিতা ॥ বাবা—

নিবারণ ॥ কি মা?

সবিতা ॥ বলছিলাম কি, আমরা—আমরা কবিতাকে নিয়ে চলেই যাই—

নিবারণ ॥ না-না, এ সময় ওকে বিছানা থেকে নাড়ানোই যাবে না। তাছাড়া—ও, তুমি বুঝি ওর কথা শুনে—না, মা, না। তুমি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী—তোমার মা-মণির কথায় তোমার রাগ করা উচিত নয়। জানোই তো ওকে—

সবিতা ॥ উনি সত্যিই বলেছেন বাবা। আমরাই বিপদ ডেকে এনেছি আপনার। এই জন্যেই আমরা অনেক ভেবে চিন্তে আলাদা বাসা করেছিলাম। কিন্তু আপনি গিয়ে যখন আমার হাত ধরলেন তখন আর না এসে—

নিবারণ ॥ না মা, না। ছিঃ, তুমি ওরকম করলে তো হবে না মা। বিপদ দিয়ে ভগবান আমাদের পরীক্ষা করেন। এ সময় তোমাকে খুব শক্ত হতে হবে মা। তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। ওসব একদম ভেবো না। এখন

আমার দিদিকে কি করে বাঁচাবে তাই ভাবো। আজ ওষুধ দিয়েছ ? [সবিতা মুখ নীচু করে] পথ্যি কিছু ?

সবিতা ॥ বাবা—[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

নিবারণ ॥ ও। কী সর্বনাশ! কী করি ? তোমারও তো হাত গলা খালি দেখছি। ও-গুলো বুঝি আগেই শেষ করেছে। হতভাগা। হতভাগা আমাকে কিচ্ছু বলে না। আর আমিও চোখ বুজে আছি। দেখেও দেখিং না, শুনেও শুনি না। কিন্তু আর তো এভাবে—আমার দিদিকে যে বাঁচাতেই হবে। ঠিক আছে, আমি ভিক্ষেই করবো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষেই করবো—

[মালতী আবার আসেন একটা র‍্যাশন ব্যাগ নিয়ে [

মালতী ॥ বলি, যাচ্ছো কোথায় ?

নিবারণ ॥ য়্যাঁ ? যাচ্ছি ? দেখি যদি কোথাও কিছু—

মালতী ॥ পয়সা কড়ি ? রাস্তায় ছড়ানো রয়েছে ? কেন ? ছেলের রোজগার খাও, বৌ-এর রোজগার খাও। শেষ বয়সে নাকি একটু শান্তিতে সংসার করবে ? তা করো।

নিবারণ ॥ আঃ হা। কী মুস্কিল—দাও, ব্যাগটা দাও।

মালতী ॥ দাসীবৃত্তি করবার জন্যে এনেছিলে, সারাজীবন ধরে তাই-ই করে যাচ্ছি। কিন্তু দেখো, তোমার এই আঁস্তাকুড়ের পাঁশ ঘাঁট্তে আমি আর পারব না। আমাকে এখুনি বাপের বাড়িতে রেখে এসো।

নিবারণ ॥ আচ্ছা, আচ্ছা। তাই হবে। তুমি এখন থামো তো—

মালতী ॥ কেন ? থামবো কেন ? কারো খাই ? না পরি ? তুমি বলে তাই অমন ছেলে-বৌকে ঘরে এনে তুলেছিলে ? আমি হ'লে ঝেঁটিয়ে—

সবিতা ॥ মা-মণি—

নিবারণ ॥ যাও। এ ঘর থেকে চলে যাও বল্‌ছি।

মালতী ॥ অ? যাচ্ছি। এ ঘর থেকে কেন, এ বাড়ী থেকেই যাচ্ছি। তুমি তোমার আপনারজন নিয়ে সংসার করো। আমার সখ মিটেছে। য়্যা-হ্যা-হ্যা। যতই চুপ করে থাকি ততই একেবারে পেয়ে বসেছ, না? [হঠাৎ ফ্যাঁক করে কেঁদে ফেলেন] কাল রাত্তির থেকে দু-পয়সার শুক্‌নো মুড়ি খেয়ে আছি। কেন? কিসের জন্যে? আমার দাদা কি আমাকে একমুঠো ভাতও দিতে পারে না?

সবিতা ॥ মা-মণি, আপনি একটু চুপ করুন। কবিতার এই রকম অবস্থা দেখেও কি আপনার দয়া হচ্ছে না?

মালতী ॥ আহা-হা, কী কথার ছিরি দেখেছ ডাইনীর? মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন—

[র‍্যাশন ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেতরে চলে যান]

নিবারণ ॥ নাঃ, এ সংসার আর টিকোনো গেলো না। ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। [র‍্যাশন ব্যাগটা তুলে নিয়ে] সে হতভাগা গেছে কোথায়?

সবিতা ॥ ওষুধ-পথ্যির সন্ধানেই ঘুরছে বোধ হয়—

নিবারণ ॥ সে এলে তাকে বাড়ীতে থাকতে বোলো। তার সঙ্গে আমার কথা আছে। [চলে যাচ্ছিলেন]

সবিতা ॥ কিন্তু বাড়ী ফিরেই তো আবার অফিসে বেরুতে হবে—

নিবারণ ॥ অফিস! কোনো নতুন কাজ পেয়েছে?

সবিতা ॥ নতুন কাজ কেন? সেই পুরোনো অফিসেই তো—

নিবারণ ॥ হায় ভগবান। সে চাকরীতো নেই আজ প্রায় দু' মাসের

ওপর। পাওনা মাইনেটা পর্যন্ত দেয়নি। তা হতভাগা কি তোমার কাছেও সত্যি কথাটা বলে না?

সবিতা ॥ আমাকে কিছু বলেনি তো!

নিবারণ ॥ বল্‌বে কি করে? সেখানে যা সব করে এসেছে—

সবিতা ॥ কী করেছে?

নিবারণ ॥ য়্যাঁ? না মা, না। সে তুমি ওকেই জিজ্ঞাসা কোরো। আমার মুখ থেকে সে সব তোমার শোনা উচিত নয়।

সবিতা ॥ না বাবা, আপনিই বলুন-- বলুন বাবা—

নিবারণ ॥ সত্যি মিথ্যে জানিনে মা। তবে খারাপ কথাটাই তো রটে বেশি। ওর চাকরী নেই। মাইনে দেয়নি—এসব আমাকে ও নিজেই বলেছে। কিন্তু আমি অন্য লোকের কাছে শুনেছিঃ ওখানকার মালিকের মেয়ে—মেয়েটার নাম যেন কী—

সবিতা ॥ শোভনা।

নিবারণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোভনা। তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা গোপন করে তার সঙ্গে নাকি—অবশ্য এসব শত্রুপক্ষের রটনাও হতে পারে। কেন না, অফিস থেকে হাজার টাকা ক্যাশ ভেঙেছে বলে যে খবরটা রটেছে সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা। ওর হাতে টাকা থাকলে মেয়েটার ওষুধ পথ্যি জুটছে না, এ হতো না। কী বল মা? কি হলো বৌমা, কি হলো?

[সবিতা দু'হাতে মাথা চেপে ধরে একটা মোড়ার ওপর বসে পড়েছে। নিবারণবাবু তাকে ধরে তুলেলন]

সবিতা ॥ না। কিছু না। মাথাটা হঠাৎ যেন কেমন ঘুরে গেল।

নিবারণ ॥ মাথার আর দোষ কি মা? হতভাগা কি কারো মাথা ঠিক রাখতে দেবে? আমার এই ষাট বছরের জীবনে কারো কাছে কখনো মাথা হেঁট করিনি। আমার সেই উঁচু মাথা ও হেঁট করে দিয়েছে। লজ্জায় আমি কারোর সঙ্গে কথা কই না। কারো দিকে তাকাই না। ওর মা মরবার সময় আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম—না, থাক। সে সব কথা আর মনে করব না। কিন্তু হতভাগা এলে তাকে তুমি বলে দিও, তার অন্নের প্রত্যাশী আমি নই। কিন্তু এই বয়সে ভিক্ষে করে এনে সাত গুষ্টিকে খাওয়াতেও আমি পারব না। সে দূর হয়ে চলে যাক, আমি তার মুখ দেখতে চাই না—[বেরিয়ে যান]

সবিতা ॥ বাবা—বাবা—

[তাঁকে ফেরাতে যায় সবিতা। কিন্তু তিনি তখন চলে গেছেন। কাঁদতে কাঁদতে ও ফিরে এসে মোড়ায় বসে। প্রশান্ত এসে ওকে এই অবস্থায় দেখে একটু থমকে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে ডাকে]

প্রশান্ত ॥ বৌদি—

সবিতা ॥ কে? ও, তুমি [ওকে দেখে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়]

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, আপনারও শরীর খারাপ নাকি?

সবিতা ॥ না। আমি ভালোই আছি। কবিতার অসুখ খুব বেশি।

প্রশান্ত ॥ সেই খবর পেয়েই এলাম। একটু ভয়ে ভয়েই এলাম। [সবিতা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে] আমার এখানে আসাটা আপনারা হয়ত পছন্দ করবেন না, তাই—

সবিতা ॥ সে কি! ও। তুমি বুঝি সেই সব পুরোনো কথা মনে করে রেখেছ? আমার সে সব কিচ্ছু মনে নেই। জানো ঠাকুরপো, আমারই উচিত ছিল তোমাকে একটা খবর দেওয়া।

প্রশান্ত ॥ মানুষের মন বড় অদ্ভুত বৌদি। ভুল করে একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে তারপর থেকে কিছুতেই যেন সহজ হতে পারছিলাম না। আজ কবিতার অসুখের কথা শুনে কিছুতেই না এসে থাকতে পারলাম না। কেমন আছে ও? [পার্টিসনের ভেতরে যায়—তারপর বেরিয়ে এসে] এ কী চেহারা হয়েছে মেয়ের? কী অসুখ?

সবিতা ॥ টাইফয়েড। আজ একুশ দিন।

প্রশান্ত ॥ কে দেখছেন? ডাঃ ঘোষ?

সবিতা ॥ হ্যাঁ। তিনিই দেখছিলেন—

প্রশান্ত ॥ দেখছিলেন মানে? এখন—

সবিতা ॥ না। মানে তাঁকেও তো টাকা পয়সা দেওয়া যাচ্ছে না—তাই তিনিও—

প্রশান্ত ॥ ও। ক্লোরোমাইসেটিন পড়ছে?

সবিতা ॥ ফুরিয়ে গেছে। কাল থেকে কোনো ওষুধই পড়েনি, পথ্যিও—

প্রশান্ত ॥ বুঝেচি। আপনার মামাকে, মানে ডাঃ ঘোষালকেও খবর দেন নি তো?

সবিতা ॥ [যেন কোনো বিস্মৃত কথা হঠাৎ মনে পড়ে] না-তো! ঐ দেখ, বাপের বাড়ীর দিকে থাকবার মধ্যে এক মামাই তো আছেন—কিন্তু তাঁকে খবর দেবার কথাটাও আমার মনেই হয় নি।

প্রশান্ত ॥ বৌদি, আমি ডাঃ ঘোষকে নিয়ে এক্ষুনি আসছি। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। কিন্তু ওকে বোধ হয় হাসপাতালে দেওয়া দরকার হবে—হয়ত অক্সিজেন দিতে হবে। আমি টেলিফোনে সে ব্যবস্থা করে আসব কি?

সবিতা ॥ করো ভাই, করো। যা দরকার মনে হয়, করো। আমার কবিতাকে বাঁচিয়ে দাও—

প্রশান্ত ॥ আপনি ব্যস্ত হবেন না। সব ব্যবস্থা আমি এক্ষুনি করে আসছি, কিন্তু সুবীরদা কোথায়? তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা—

সবিতা ॥ কিছু দরকার নেই। তবে হাসপাতালে সব সময় আমি ওর কাছে থাকতে চাই—

প্রশান্ত ॥ নিশ্চয়ই। একটা কেবিনের ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, আমি চলি—

[খুব দ্রুত বেরিয়ে যায় প্রশান্ত। সবিতা ওর যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে: ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর ভেতরে চলে যায়। সুবীর নিঃশব্দে এসে মোড়ায় বসে: খুব ক্লান্ত দেখায় ওকে। কাঁধের থলেটা নাবিয়ে রাখে। একটু শব্দ হয়।]

সবিতা ॥ [ভেতর থেকে] কে?

সুবীর ॥ আমি। [ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়]

সবিতা ॥ [একটা কাঁচের গ্লাস ও চামচে হাতে করে বেরিয়ে আসে] দাও, গ্লুকোজটা আগে দাও। সকাল থেকে না খেয়েই মেয়েটা যেন আরো নেতিয়ে পড়েছে। কৈ, দাও—

সুবীর ॥ পাইনি। মানে, আনতে পারিনি। ডাক্তারবাবু সন্ধ্যের পর আসবেন। [সবিতার দিকে তাকাতে পারে না]

সবিতা ॥ কি হবে ডাক্তার ? কাল থেকে এক ফোঁটা ওষুধ পড়লো না—রাত্তির থেকে মেয়েটা না খেয়ে আছে। এমনি করে চোখের সামনে মেয়েটাকে তুমি মেরে ফেললে !—

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ]

সুবীর ॥ কে ? ও। বোধহয় সেই ছবিটা নিতে এসেছে। কিছু টাকা এখুনি পেয়ে যাব। তুমি একটু ওপাশে যাও সবিতা—। আসুন, আসুন, ভেতরে অসুন—

[একটি আধাবয়সী সরকার গোছের লোক আসে]

সরকার ॥ আমি কুমার গুণেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে আসছি—

সুবীর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝেছি। বসুন, বসুন। কুমার বাহাদুরের ছবি আমি শেষ করেই রেখেছি।

[লোকটি বসে : নস্যি দেয়, সুবীর ভেতরে গিয়ে ছবি নিয়ে আসে]

কুমার বাহাদুরকে বলবেন, আমি এ পর্যন্ত যা এঁকেছি তার মধ্যে এখানাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এ আমার বেচবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু উনি যখন এখানাই পছন্দ করলেন—

[ছবিখানা প্যাকেট করাই ছিল : ওর হাতে দেয় : ও বগলদাবা করে]

সরকার ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। হুজুরের আমার লজরটা খুব উঁচু। ভাল মাল লজরে পড়লে টাকা-পয়সার দিকে চান না। এই করেই না অতবড় এস্টেটটা ডকে উঠে গেল। [পা তুলে বসে] সেবারে হলো কি জানেন ? আমাদের ঐ ছ'আনির মেজ হুজুর এক মেমসায়েবকে নিয়ে এলেন ঐ ভুবনডাঙ্গার তালদীঘিতে মাছ ধরতে—[হঠাৎ পকেট ঘড়িটা বের করে] এ

হে হে একেবারে সাড়ে ন'টা! আমাকে আবার এক-জায়গায় তাগাদায় যেতে হবে। আজ তাহলে বরঞ্চ উঠি? আর একদিন এসে বরঞ্চ—য়্যাঁ? আচ্ছা, নমস্কার।

[তাড়াতাড়ি দরজার দিকে যায়]

সুবীর ॥ কিন্তু ইয়ে—মানে, আমার টাকাটা?

সরকার ॥ টাকা! কৈ টাকা-ফাকার কথা তো কিছু বলেনি। খালি বললে, অমুক ঠিকানায় অমুক আর্টিস্টের কাছে গিয়ে ছবিটা নিয়ে এসো—

সুবীর ॥ হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু টাকাটাও তো দেওয়া —মানে, আমার খুব দরকার কিছু টাকার এক্ষুনি—বাড়ীতে অসুখ কিনা—তা না হলে—

সরকার ॥ তা এখন—এক্ষুনি দরকার বললে এক্ষুনি টাকা কি পাওয়া যায়? আমার কাছে ফিরে যাবার বাসভাড়া সাকুল্যে চোদ্দ নয়ার বেশি তো নেই। যাকগে, ছবি আপনি রেখে দিন। আমি বলিগে, টাকা না হলে তিনি ছবি দেবেন না।

সুবীর ॥ না-না। ছবি আপনি নিয়ে যান। কয়েক জায়গায় বড় ঠকেছি, জানেন? একজন বেশ নামী লোক, ছবি নিয়ে দামই দিলেন না, আর একজন—তিনিও বড় জমিদার বংশের ছেলে—তিন শ' টাকার ছবি পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে নিয়ে গেলেন, আর কিছুই দিলেন না—

সরকার ॥ দেখুন, হুজুর আমার এক কথার লোক। যা দেবেন বলেছেন, তা দেবেনই। আপনাকে তাগাদা করতেই হবে না। দেখবেন হয়ত টাকাটা দেবার জন্যে উল্টে আমাকেই

আবার আপনাকে তাগাদা করতে হবে। হ্যা-হ্যা-হ্যা—
আচ্ছা, তাহলে চলি—হুগ্‌গা-হুগ্‌গা-হুগ্‌গা—

[লোকটা বেরিয়ে যায়। সুবীর সেই দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। সবিতা পার্টিসন থেকে বেরিয়ে এসে একধারে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে : তার হাতে একটা সিন্দুর কৌটা]

সুবীর ॥ নাঃ, দিলে না। দেবে কিনা তাই বা কে জানে? যাকগে, কবিতাকে দেখে যাই একটু—[ভেতরে গিয়ে বেরিয়ে আসে] ঘুমোচ্ছে বলে মনে হলো। তুমি ওর কাছে বোসো। ও জাগবার আগেই ওর গ্লুকোজটা জোগাড় করে আনতে হবে। [চলে যেতে গিয়ে দেখে সবিতার দিকে, তারপর ফিরে এসে বলে] তুমি অত ভেবো না লক্ষ্মীটি, ও ভালো হয়ে যাবে। আবার আমরা আমাদের সেই পুরোনো দিন ফিরে পাবো : সেই হাসি, গান, আবৃত্তি, সেই সুন্দর ছোট্ট ছবির মত সংসার। [ওর গায়ে হাত রাখতেই সবিতার সর্বশরীর যেন কেঁপে ওঠে : চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে] ছিঃ, চোখ মুছে ফেল, চোখ মুছে ফেল। [ওর চোখ মুছে দেয়। নিজের দিকে টেনে নেয় আদর করে] মনে আছে, আমরা একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; 'উড়াব উর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে?' আচ্ছা, তুমি এরকম করে ভেঙে পড়লে আমি জোর পাব কার কাছে?

[সবিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, তারপর কান্নার বেগ চেপে শান্ত কঠিনস্বরে বলে]

সবিতা ॥ আমাদের বিয়ের আংটিটা ছিল এর মধ্যে। কী হয়েছে, বলতে পারো? [হাত থেকে পড়ে যায় সিন্দুর কৌটা]

সুবীর ॥ ও। ঐ আংটিটা। ওটার কথা তোমাকে বলা হয় নি। গেল হপ্তায় কবিতার ওষুধ আনবার সময়—ভাবলাম, সবই যখন গেল—

সবিতা ॥ হ্যাঁ। সবই তো গেল। অবশিষ্ট তো কিছুই আর রইল না—

সুবীর ॥ তুমি দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি। অফিসের গোলমালটা মিটলে আমি সবকিছুর আগে ওইটেই তোমায় ফিরিয়ে দেব। তোমার হাত খালি, গলা খালি—তোমার দিকে আমি তাকাতে পারি না আজকাল [সবিতা ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকায়। ও যেন সহ্য করতে পারে না সে দৃষ্টি] —আমি যাই, অফিস থেকে কিছু টাকা নিয়ে— [চলে যেতে গিয়ে ফেরে] কিছু বলবে?

সবিতা ॥ না।

সুবীর ॥ তাহলে যাই?

সবিতা ॥ কোথায় যাচ্ছ?

সুবীর ॥ কেন—ইয়ে—মানে, অফিসে।

সবিতা ॥ অফিসে? কোনো নতুন কাজ পেয়েছ?

সুবীর ॥ নতুন কাজ? মানে?

সবিতা ॥ মানেটা কি বুঝিয়ে বলতে হবে?

সুবীর ॥ ও। জেনেছ। [কাছে ফিরে আসে] ভেবেছিলাম, আর একটা জোগাড় করে তারপর তোমাকে বলব।

সবিতা ॥ [রেগে] আমার কাছে এভাবে অনর্গল মিথ্যে কথা বলে তোমার কি লাভ বলতে পারো?

সুবীর ॥ লাভ? লাভটা তুমিও বুঝতে পারো না?

সবিতা ॥ পারি। লোকসানটা বাঁচানো যায়।

সুবীর ॥ মানে?

সবিতা ॥ মানে, বাড়ী থাকার দায় এড়ানো যায়, দশটায় বেরিয়ে রাত করে ফেরা যায়, আর অর্থাভাবের জন্যে অফিসের গোলমালের দোহাই দেওয়া যায়।—

সুবীর ॥ তুমিও এমনি করে আমায় ভুল বুঝবে লক্ষ্মীটি— ?

সবিতা ॥ অফিস থেকে যে হাজার টাকা ক্যাশ ভেঙেছ সে টাকাটা কোথায়?

সুবীর ॥ ক্যাশ ভেঙেছি! আমি? কার কাছে কী শুনে কী বলছ তুমি?

সবিতা ॥ যার কাছেই শুনি না কেন, কথাটা কি মিথ্যে?

সুবীর ॥ না—না, ঘটনাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু টাকাটা আমি নিয়েছি এ খবরটা তোমাকে কে দিলো?

সবিতা ॥ তা'হলে তোমার চাকরী গেল কেন? টাকাটা কি সবই শোভনা দেবীর কল্যাণে ব্যয় হয়ে গেছে?

সুবীর ॥ এ সব কী বলছ সবিতা!

সবিতা ॥ অন্ততঃ মিথ্যে বলছি না তোমার মত।

সুবীর ॥ হ্যাঁ। এ মিথ্যে। সম্পূর্ণ মিথ্যে।

সবিতা ॥ মিথ্যেই যদি হবে তা'হলে এতদিন এ সব আমাকে বলতে পারোনি কেন?

সুবীর ॥ বলতে পারিনি নয়, বলিনি। মিথ্যে একটা কথা বলার দরকারই মনে হয়নি আমার। কিন্তু অন্য লোকের কাছে তুমি যা শুনবে, তা কি আমার কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার মনে করো না তুমি?

সবিতা ॥ জেনে নেবার চেষ্টাই তো করছি। কিন্তু এসব কি আমার জেনে নেবার কথা ? না, তোমার নিজে থেকে বলবার কথা ?

সুবীর ॥ সত্যি হলে তো বলতাম। নিজে থেকেই বলতাম। কিন্তু কোন বাজে লোক কী উদ্দেশ্যে কী কুৎসা রটিয়ে যাবে আমার নামে, তা তুমি না বললে আমি জানবো কি করে ?

সবিতা ॥ যিনি বলেছেন সেই বাজে লোকটা তোমার বাবা।

সুবীর ॥ বাবা !

সবিতা ॥ হ্যাঁ। তাঁর নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ?

সুবীর ॥ বাবা বলেছেন ? হতে পারে। কিন্তু তিনিও ভুল করেছেন। তাঁরও উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করা। তিনিও কোথায় কি মিথ্যে শুনেছেন আর মিথ্যে বলেছেন।

সবিতা ॥ হ্যাঁ। দুনিয়া সুদ্ধু সবাই মিথ্যে শোনে আর মিথ্যে বলে। একমাত্র তুমিই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।

সুবীর ॥ সবিতা, তুমি আমাকে অপমান করছ !

সবিতা ॥ অপমান করছি ! আমি ? কিন্তু কোনো মান কি আছে অবশিষ্ট ? তোমার ? তোমার বাবার ? তোমার বংশের ?

সুবীর ॥ আঃ, সবিতা !

সবিতা ॥ টাকা চুরির ব্যাপারে তোমার নাম শোনা যায় কেন ? শোভনাকে নিয়ে তোমার নামে কুৎসা রটে কেন ? তুমি আমাকে এসব কথা গোপন করেছ কেন ? বলতে পারোনি কেন ?

সুবীর ॥ আবার বলছি, দরকার মনে করিনি।

সবিতা ॥ ও। এটুকু জানবার অধিকারও বুঝি আমার নেই ?

সুবীর ।। না। নেই। অধিকার কেউ কাউকে দিতে পারে না। যোগ্যতা প্রমাণ করে ওটা নিজে নিতে হয়।

সবিতা ।। [ভীষণ আহত হয় : কান্নায় ধরা গলায় বলে] নিয়েছিলাম তো। অন্ততঃ নিতে তো চেয়েছিলাম। বিয়ের আগে প্রশান্তদের বাড়ী প্রথম যেদিন তোমার মুখে শুনেছিলাম, 'আমরা দু'জনা স্বর্গ—খেলনা গড়িব না ধরণীতে' সেই দিন থেকেই তো নিতে চেয়েছিলাম অধিকার। তুমিও তো দিতে চেয়েছিলে। কত কথা শুনিয়েছ তারপর থেকে, কত রঙীন স্বপ্ন, কত কল্পনা, ছবির মত সুন্দর সংসারের কত কল্পনা। সে সব কি মিথ্যে ? সব মিথ্যে হ'য়ে গেছে আজ ?

সুবীর ।। মিথ্যে হয়নি কিছুই। কিন্তু তুমিই সব মিথ্যে করে তুলছ। সব ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছ তুমি। তুমিই একদিন বলেছিলে না, আমি সঙ্গে থাকলে গাছ তলাতেও তুমি ইন্দ্রানী ?

সবিতা ।। এখনো তাই-ই বলতে চাই। কিন্তু তুমি—তুমি কি সেই মানুষ আছ ? মেয়েটা মরণাপন্ন, চিকিৎসা হচ্ছে না, পথ্যি জুটছে না, বুড়ো বাপ পেটের ভাতের সন্ধানে রাস্তায় বেরিয়েছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে। আর তুমি—

সুবীর ।। অফিসের নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রেম করতে যাচ্ছিলাম। তাই না ? কিন্তু তুমিও তো স্কুলের দরজা পেরিয়ে কলেজের খাতায় নাম লিখিয়েছিলে। এই বিদ্যে নিয়ে অনেক মেয়েই তো স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায় অভাবের সংসারে।

সবিতা ।। চাকরী করতে চাইনি আমি ? কবিতা একটু বড় হতেই ?

কেন দাওনি করতে ? বোধ হয় কাজটা প্রশান্ত ঠিক করে দিয়েছিল তাই, না ?

সুবীর ॥ না। এখান থেকে দমদম গিয়ে ছাত্রী ঠেঙাতে পারতে না, তাই। তাছাড়া ওভাবে তোমাকে আমি কল্পনাই করিনি। আমার কল্পনা ছিল—আমার কল্পনা ছিল এই—

[পার্টিসন থেকে ছবিটা নিয়ে]

এই ছিল আমার কল্পনা। তুমি হবে একাধারে আমার বধূ, আমার ফুলের মত সুন্দর সন্তানের মা, আমার মডেল, আমার শিল্পী-জীবনের সমস্ত সৃজনী-শক্তির প্রেরণা, আমার মূর্তিময়ী creative impulse—এই ছিল আমার কল্পনা—

সবিতা ॥ কল্পনা! তোমার কল্পনা আর তোমার বাস্তবে কোনো মিল আছে ? এই রকম একটা ছবি এঁকে ঐ শোভনাকে present কোরো, সে খুসী হবে।

[ছবিটা ওর হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

সুবীর ॥ ছি ছি ছি—ছিঃ। তুমি এত ছোট! এ কী নিয়ে আমি কল্পনার জাল বুন্‌ছিলাম এতদিন! এই তোমার শিক্ষা ? এই তোমার কালচার ? এই তোমার মনের চেহারা ? ছি ছি ছি। ধিক তোমাকে।

সবিতা ॥ ধিক তোমাকে। যে শিক্ষা-কালচার আর উঁচু মনের এত গর্ব করছ তাই নিয়ে একটা কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করতে তো তোমার মত মহান শিল্পীর বাধে নি ?

সুবীর ॥ একথা তুমি সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করে বলতে পারছ ?

সবিতা ॥ কেন পারব না? ব্যাপারটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতেও তো পারছ না তুমি।

সুবীর ॥ হুঁ। কেন দেব? ব্যাপারটা যে সত্যি। শোভনাকে ভালবাসতাম। হাজার টাকা চুরি করে তার জন্যেই খরচ করেছি। মালিক আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার মেয়ের সর্বনাশ করেছি বলেই তো—

সবিতা ॥ স্বীকার করছ? স্বীকার করছ তুমি?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। করছি বৈকি। এই কথাটাই তো তুমি শুনতে চাইছিলে আমার কাছে এতক্ষণ ধরে।

সবিতা ॥ তোমার সঙ্গে এর পরে কী করে এক ঘরে বাস করব আমি?

সুবীর ॥ দরকার কি? প্রশান্ত তো এসেছিল দেখলাম।

সবিতা ॥ কী বলছ তুমি!

সুবীর ॥ [ঝোলাটা কাঁধে নিতে নিতে] নতুন কিছু নয়। মেয়েটা— [এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়] মেয়েটার ওষুধ পথ্যি আমি পাঠিয়ে দেব। [এগিয়ে যায়]

সবিতা ॥ কোথায় যাচ্ছ তুমি?

সুবীর ॥ জানি না?

সবিতা ॥ কখন ফিরবে?

সুবীর ॥ জানি না।

সবিতা ॥ শোনো—

সুবীর ॥ না [বেরিয়ে যায়]

সবিতা ॥ শোনো—শোনো—[এগিয়ে যায়]

[দূর থেকে সুবীরের কণ্ঠ শোনা যায়: 'না'। সবিতা ফিরে এসে মোড়ায় বসে: জলভরা চোখ মেলে উর্ধ্বপানে তাকায়। তার মনে পড়ে সুবীরের উদাত্ত কণ্ঠস্বর:

'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে—'। চমকে ওঠে। আবার তার মনের তারে ঘা দিয়েই যেন সুবীরের কণ্ঠ ভেসে আসে: 'উড়াব ঊর্ধে প্রেমের নিশান, দুর্গম পথমাঝে—'। সবিতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রশান্ত ও ডাঃ ঘোষ দ্রুতপদে এসে ঢোকেন।]

প্রশান্ত ॥ কি হলো বৌদি ? সুবীরদা ওরকম করে বেরিয়ে গেলেন ?

সবিতা ॥ [তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়] আসুন ডাঃ ঘোষ—

ডাঃ ঘোষ ॥ আসতে পারিনি বলে মাফ করবেন মিসেস সেন। ভীষণ ব্যস্ত ছিলুম। চলুন, চলুন, আগে রোগী দেখি।

[সবাই ভেতরে যায়। দুজন স্ট্রেচার-বেয়ারা এসে দাঁড়ায় স্ট্রেচার নিয়ে। ডাঃ ঘোষ আর প্রশান্ত একটু পরেই বেরিয়ে আসে]

একটা glucose দিয়ে হাসপাতালে নিতে পারলেই ভালো হতো প্রশান্ত। তোলা-নাবানোতে একটা exhaustion তো হবেই। দুর্বল হয়ে পড়েছে খুব বেশি।

প্রশান্ত ॥ আমি নিয়ে আসব ? মিনিট দশেক লাগবে—

ডাঃ ঘোষ ॥ না, থাক। কোরামিন আছে আমার কাছে। ওখানে নিয়ে গিয়ে glucose দেব। ব্যাগটা দাও—quick—

[প্রশান্ত ব্যাগটা দেয়। ডাক্তার ভেতরে যায়। প্রশান্ত পায়চারি করে। সবিতা বেরিয়ে আসে]

সবিতা ॥ তুমি চলে এলে কেন ঠাকুরপো ?

প্রশান্ত ॥ এমনি। বাচ্চাদের ইনজেকসন দেওয়া আমার কাছে একটু যেন কেমন shocking লাগে। তাই তো ডাক্তারি পাশ করা আর হয়ে উঠছে না। আপনি যান না—আপনি ওর কাছে গিয়ে বসুন—

[সবিতা যাচ্ছিল—ডাক্তার বেরিয়ে এলেন]

সবিতা ॥ ভালো হবে তো ডাক্তারবাবু ?

ডাঃ ঘোষ ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি নার্ভাস হলে তো চলবে না। তোমরা নিয়ে এসো প্রশান্ত। আমি সোজা hospital-এই যাচ্ছি।

প্রশান্ত ॥ আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল হ'তো স্যার।

ডাঃ ঘোষ ॥ আরে না-না, কিছু দরকার হবে না। তাছাড়া তুমিও তো এবার finalটা দিচ্ছ finally ? দু'দিন বাদেই ডাক্তার। কোনো ভয় নেই মিসেস্ সেন। নিয়ে আসুন ওকে হাসপাতালে—ও ভালো হয়ে যাবে।

[প্রশান্ত ভিজিটটা দেয় একটু সরে গিয়ে]

প্রশান্ত ॥ আপনার আজকের ইয়েটা স্যার—

ডাঃ ঘোষ ॥ Many thanks, দেখো প্রশান্ত, যদিও ভয়ের কিছু নেই, তাহলেও একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো। If she can stand this injection—well, I am hopeful.

[ডাক্তার বেরিয়ে যান। প্রশান্ত একটু বিব্রত বোধ করে—ডাক্তারকে কিছু বলতে যায়—ফিরে আসে। তারপর সহজ হবার চেষ্টা করে]

প্রশান্ত ॥ চলুন, চলুন বৌদি। ওহে, তোমরা ভেতরে এসো। রোগী তোলো।

[স্ট্রেচার-বেয়ারারা পার্টিসনের ভেতরে যায়। নিবারণবাবু থলেতে জিনিষপত্র নিয়ে আসেন]

নিবারণ ॥ কি ব্যাপার ? য়্যাম্বুলেন্স গাড়ী! এই যে প্রশান্ত এসেছ। ডাঃ ঘোষ গেলেন দেখলাম। কী বললেন ?

সবিতা ॥ [খুব খুশী হয়ে] বাবা, কবিতাকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি। ডাক্তার ঘোষ বললেন, হাসপাতালে গেলেই ও ভালো হয়ে যাবে।

নিবারণ ॥ ভালো হয়ে যাবে বৈকি মা, নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। ভগবানের নাম করে তুমি দিদিকে নিয়ে যাও। আমি বিকেলে গিয়ে দেখে আসব। এ খুব ভালো হলো মা, খুব ভালো হলো। ভাগ্যিস প্রশান্ত সময়মত এসে পড়েছিল—

প্রশান্ত ॥ এই, খুব সাবধানে বিছানাসুদ্ধু তোলো। হ্যাঁ, আস্তে। একটুও যেন নড়াচড়া না লাগে। খুব সাবধান। আচ্ছা। এইবার আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসো—আসুন, বৌদি, সঙ্গে কিচ্ছু নেবার দরকার নেই—

[স্ট্রেচার নিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। সবিতা ছুটে গিয়ে মেয়ের একটা ডল পুতুল শুধু নিয়ে আসে। হঠাৎ প্রশান্ত বলে ওঠে]

এই রাখোতো, রাখোতো—শীগগীর—নাবাও—

[স্ট্রেচার নাবানো হয়। প্রশান্ত নিজের ষ্টেথো দিয়ে ওর বুক দেখে। নাড়ী দেখে]

সবিতা ॥ কী হলো ঠাকুরপো, কী হলো ?

নিবারণ ॥ কী হলো বাবা ? প্রশান্ত, কী হলো ?

সবিতা ॥ ওর চোখ দুটো অমন স্থির হয়ে গেল কেন ঠাকুরপো ?

প্রশান্ত ॥ [ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়] আর হাসপাতালে যাবার দরকার হলো না বৌদি। কবিতা চলে গেল।

[সবিতা চীৎকার করে ওঠে। তারপর দু'চোখ বুজে নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে]

নিবারণ ॥ হায় হায়, এ কী সর্বনাশ হলো। দিদি—দিদি—দিদি আমার—[হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন]

সবিতা ॥ [চোখে জল নেই, দৃষ্টি অস্বাভাবিক বিস্ফারিত] আমি কাঁদতে পারছি না কেন? আমি কাঁদতে পারছি না কেন? কী করি? আমার কবিতা মরে গেল আর আমি কাঁদতে পারছি না! আমাকে কাঁদিয়ে দাও, ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, কেউ আমাকে একটু কাঁদিয়ে দাও, কাঁদিয়ে দাও—কাঁদিয়ে দাও—

[বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে]

পর্দা নেমে আসে

॥ বিরাম ॥

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[বিরামের পর যবনিকা উঠলে দেখা যায়ঃ গভীর রাত্রে গাছতলার সেই বেদীটার ওপর সুবীর ঘুমিয়ে আছে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ। দূরে কোথাও একটা গ্রাম্য-কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো। অত্যন্ত সন্তর্পণে একজন চৌকিদার ও একজন পুলিশ প্রবেশ করলো। পুলিশের এক হাতে টর্চ অন্য হাতে লাঠি, চৌকিদারের হাতে কেরোসিনের লণ্ঠন। তারা পরস্পরের অত্যন্ত সন্নিকটে থেকে দূর থেকে লণ্ঠন তুলে সুবীরকে দেখতে লাগলো।]

পুলিশ ॥ [একটু চাপা আওয়াজ] আরে, এ তো নিদ্ যাতা—

চৌকিদার ॥ নাহি নাহি। ভড়কি ধরা হ্যায়—[ওরও কণ্ঠ নীচু পর্দায়]

পুলিশ ॥ ক্যা ?

চৌকিদার ॥ ভড়কি, ভড়কি জানতা নাহি ?

পুলিশ ॥ নেহি। আরে বাবা, চোর হো চাহে ডাকু হো, কুচ্ করতা তো নেহি।

চৌকিদার ॥ কর্তা ভো নাহি। কিন্তু যখন করেগা ? তখন কে সামলায় গা ? তখন তো আমার নামে সাতটা রিপোর্ট পড়েগা, একেবারে চাকরী লেকে টানাটানি।

পুলিশ ॥ ঠিক হ্যায়। যায়কে পুছো কোন্ হ্যায় ? হাম হিঁয়া খাড়া রহতা। কুচ্ ডর নেহি।

চৌকিদার ॥ আমি যাব ? ওরে বাবা। [সামনে, যেখানটায় সুবীর শুয়ে আছে সেই দিকে তাকায়—তারপর করুণভাবে বলে]

তুমিই যাও না বাবা। তুমি তো আমার ওপরঅলা হ্যায়।

পুলিশ ॥ হাঁ-হাঁ। উপরওয়ালা তো সাচমুচ হ্যায়। বাকি উপরওয়ালা হুকুম করেগা, ঔর নীচেওয়ালা তামিল করে গা। [হুকুমের স্বরে] যাও—

চৌকিদার ॥ যাতা হ্যায় বাবা, যাতা হ্যায়। অত ধমকাধমকি কাহে করতা হ্যায়? [একটু এগোয়] ওরে বাবা, এ ব্যাটাচ্ছেলেকে ডেকে এনে তো এক ফ্যাসাদ করলুম দেখছি—

[আর একটু এগোয়, আরো একটু। সুবীর 'মাগো' বলে পাশ ফিরে শোয়। চৌকিদার দৌড়ে ফিরে এসে পুলিশকে জড়িয়ে ধরে পেছন থেকে।]

ওরে বাবারে— গেছিরে—

পুলিশ ॥ [দৌড়ে পালাচ্ছিল] এ গোবিন্দ কেয়া করতা? ছোড়দো—হাম্‌কো ছোড়দো—ছোড়দো—

চৌকিদার ॥ আমাকে ফেল্‌কে পালিয়ে যেও না বাবা। ও বাবা ওপরঅলা। এব্রে তুমিই এগোয়ে গে লড়াইটা করো না। লক্ষ্মী বাপ আমার, যাও—

পুলিশ ॥ আরে, একহাত্‌মে টর্চ, দুস্‌রেমে লাঠি, লঢ়ে কৈসে?

চৌকিদার ॥ অ। তাওতো বটে। হুঃ। কিন্তু লোকটা যাই হোক, এখনো ঘুমোচ্ছে। এত চেল্লাচেল্লিতে জাগলো না তো!

পুলিশ ॥ হাঁ। তো ডরতা কিঁউ? তোম একদম বুদ্ধু হ্যায়।

চৌকিদার ॥ হুঁ? আমি বুদ্ধু হ্যায়? আর তুমি? তুমিও তো দৌড়ে পেলিয়ে যাচ্ছিলে বাপ? তা যাও না, এব্রে তুমিই এগোও না?

পুলিশ ॥ হাঁ। হাম খুদই যাতা। কেয়া হ্যায়? তোম হামারা পিছে পিছে আও। বুদ্ধু কঁহিকা—আও—

[এগিয়ে যায়। চৌকিদার এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকে।]

চৌকিদার ॥ [দূর থেকে] হু ঁ-সি-য়া-র—

পুলিশ ॥ [সভয়ে পিছিয়ে এসে] কে-কেয়া বোল্‌তা?

চৌকিদার ॥ কিছু নাহি বোলতা। খালি বোলতা কি, একটু হুঁসিয়ার হোকে যেও।

পুলিশ ॥ হাঁ। তো তুমারা বোল্‌নে কা কেয়া হ্যায়? দেখো, ঐসে পিছেসে মত্‌ বোলা করো। আদমীকা জী-জীউ ডর যাতা। সম্‌ঝো কি নেহি?

[চৌকিদার মাথা নাড়ে। ও আবার এগোয়। সুবীর স্বপ্নের ঘোরে হেসে ওঠে]

আরে রামজী, এ তো দানা হ্যায়—এ গোবিন্দ, আরে বাপ্‌রে—

[দুজনেই দৌড়ে পালিয়ে যায়। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[আলো জ্বললে দেখা যাবে : একটা কারখানার ফটক। তার মাথার ওপর অর্ধচন্দ্রাকার সাইনবোর্ড : 'Neo-Medical Factory (P) Ltd., আর পাশে বাড়ীর নম্বর—১০১। বি। ফটকের পাশে টুলের ওপর দ্বারোয়ান বসে আছে। উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে কয়েকজন শ্রমিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো]

১ম শ্রমিক ॥ আচ্ছা, আমরাও সহজে ছাড়ছিনে। দেখে নিচ্ছি।

২য় প্রমিক ॥ স্ট্রাইকের নোটিশ পেয়েই ছাঁটাই-এর নোটীশ ?

৩য় প্রমিক ॥ আমাদের তিনজনের নাম ওপরে ছিল তো স্ট্রাইকের নোটীশে, তাই প্রথমদফায় আমাদেরই ছাঁটাই করলে—

১ম শ্রমিক ॥ আরে ঐ ম্যানেজারটাই হচ্চে নাটের গুরু। ওটাকে এবার—

২য় শ্রমিক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডাইরেক্টররা কি কিছু দেখে, না জানে ? তাদের যা বোঝাচ্ছে, তাই বুঝছে—

৩য় শ্রমিক ॥ চলো আগে ইউনিয়ন অফিসে, তারপর যা হয় ঠিক করা যাবে—

সকলে ॥ চলো, চলো— [নিবারণবাবুর প্রবেশ]

নিবারণ ॥ ওবাবা, শোনো শোনো—এটা কি একশ' একের বি ?

১ম শ্রমিক ॥ হ্যাঁ। হ্যাঁ। [চলে যাচ্ছিল]

নিবারণ ॥ শোন বাবা, এখানে সুবীর সেন বলে কেউ কাজ করে ?

২য় শ্রমিক ॥ এনকোয়ারিতে যান, আমরা একটু ব্যস্ত আছি—

[নিবারণবাবু ভেতরে চলে যান]

১ম শ্রমিক ॥ [যেতে যেতে থেমে গিয়ে] আরে ভদ্দরলোক কার কথা জিজ্ঞেস করলো ?

২য় শ্রমিক ॥ কি জানি, সুবীর সেন না কি বললো।

১ম শ্রমিক ॥ আরে সেই নতুন ভদ্রলোক—মেশিন ডিপার্টমেণ্টের।

৩য় শ্রমিক ॥ যিনি কাল ওদের ওষুধের ভেজাল ধরে ফেলেছিলেন ?

১ম শ্রমিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। এ হে, ভদ্দরলোককে বলে দিলে হতো রে ? ওখান থেকে হয়ত ভাগিয়েই দেবে।

২য় শ্রমিক ॥ তাহলে একটু দাঁড়া। হয়ত বুড়ো বাপই হবে।

[ওরা ফিরে এসে দাঁড়ায়]

১ম শ্রমিক ॥ আরে ঐ ভদ্দরলোকটী বেশ রীতিমত লেখাপড়া জানে।

৩য় শ্রমিক ॥ মেশিনে কালিওয়ালা হয়ে ঢুকেছে ?

১ম শ্রমিক ॥ কি করবে ? কত বি, এ, এম-এ পাশ ট্রামের কণ্ডাক্টরী করছে না ? যা হয়েছে দেশের হাল।

২য় শ্রমিক ॥ আচ্ছা, ঐ ভদ্দরলোক নাকি ওদের কি একটা জোচ্চুরী ধরে ফেলেছিল, ব্যাপারটা কি, জানিস ?

১ম শ্রমিক ॥ জানি। সাতটা ওষুধ মিশিয়ে যে পেটেণ্ট ওষুধটী তৈরী হবার কথা, তিনটী দিয়েই তা শেষ হচ্ছে। মানে প্রায় শুধু রং গোলা জল শিশি ভর্তি করে লেবেল এঁটে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। বুঝেছ ?

২য় শ্রমিক ॥ তাই নাকি ? এতো তাহলে রীতিমত মার্ডার কেস ? ইউনিয়নে এখবরটাও তো—

৩য় শ্রমিক ॥ শুধু ইউনিয়নে নয় পুলিসেও—

[ঠিক এই সময় একজন গুণ্ডাকৃতি লোক দ্বারোয়ানের পাশে এসে দাঁড়ায়]

১ম শ্রমিক ॥ চুপ্। দেখেছিস!

২য় শ্রমিক ॥ গুণ্ডা!

৩য় শ্রমিক ॥ ওরা তৈরী হয়েছে।

১ম শ্রমিক ॥ হ্যাঁ। আর দেরি নয়। চল্ ইউনিয়নে খবরগুলো পৌঁছে তারপর যা হয় করা যাবে।

সকলে ॥ হ্যাঁ, তাই চলো—

[ওরা বেরিয়ে যায়। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মিঃ চ্যাটার্জি পাইপ টানতে টানতে হন্ হন্ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন]

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ দ্বারোয়ান—

দ্বারোয়ান ॥ জী সরকার—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ আজ কুছ গোলমাল হো সেক্তা। মালুম হ্যায়?

দ্বারোয়ান ॥ জী হাঁ হুজুর। হামলোক সব তৈয়ার হ্যায়।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হাঁ, হরবখত্ হুঁসিয়ার রহ্না। কোম্পানী কা ইজ্জৎ তোমারা হাতমে—

[দ্বারোয়ান সেলাম করে]

দেখো তো কৈ আতা হ্যায় কি নেহি—?

দ্বারোয়ান ॥ জী হাঁ হুজুর, এক আদমী আরহা হ্যায়।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ যাও আপনা জাগা পর যাও। কালী হুঁসিয়ার থাক্বি। লোকটাকে চিনে রাখ্বি ভাল করে—

[সুবীর আসে : ময়লা জামা প্যাণ্ট, কালিমাখা]

এই যে, এসো, এসো। তোমারই নাম তো—?

সুবীর ॥ সুবীর সেন।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ Yes! Yes! তা দেখ—তুমি বলেই বল্ছি ভাই—don't mind—বয়সে তুমি আমার চেয়ে—

সুবীর ॥ ঠিক আছে। কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন সেই কথাটা—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ Yes ! বলছিলাম যে, চেম্বারে আমার সঙ্গে দেখা করতে যে তুমি আপত্তি করেছ, এটা ভালোই হয়েছে। কেউ কিছু মনে করতে পারত। ওতে আমি কিছু মনে করিনি।

সুবীর ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে কি জন্য ডেকেছেন ?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ বলছি বলছি। ইয়ে দেখ—[পাইপ থেকে ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে থাকেন] তোমার ব্যাপারটা জেনে আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি। এই তো চাই আজ দেশে। কোনো কাজই ছোট নয়। গান্ধীজীর প্রথম কথাই ছিল : Dignity of Labour ! তা তুমি আগে পরিচয় দাও নি কেন ?

সুবীর ॥ আপনার প্রয়োজন ছিল একজন কুলীর, আর আমার কিছু অর্থের। পরিচয় দিলে কি কুলীর কাজটা আমাকে দিতেন ?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ Well said—very well said—কিন্তু 'কিছু অর্থ' কেন ? বেশি টাকা রোজগার করতে কি তুমি চাও না ?

সুবীর ॥ চাইলেই বা কে দিচ্ছে বলুন ? তা ছাড়া খুব বেশি লোভও নেই আমার। যা পাচ্ছি এই একলার পক্ষে যথেষ্ট।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ একলার পক্ষে ! ও, বে-থা করোনি বুঝি ? Good, that's very good.

সুবীর ॥ না। বিয়ে—করেছিলাম।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ করে—ছিলে ! ও। I am sorry ! এই বয়সে স্ত্রীবিয়োগ। বড় আঘাত পেয়েছ !

সুবীর ॥ আজ্ঞে না। স্ত্রী বেঁচেই আছেন। বাবা-মা আছেন—সবাই আছে। আমি একলাই থাকি।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ I see ! মানে family-র সঙ্গে কোনো connection, for some reason or other রাখোনি ? That's really very good of you, জীবনে উন্নতি করবার পক্ষে এই পরিবার যে কী প্রচণ্ড বাধা—

সুবীর ॥ বাধা ?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ O yes, certainly আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া কদ্দূর করেছ, by the way—?

সুবীর ॥ ডিগ্রী একটা পেয়েছিলাম। তবে আর্ট স্কুলের পরীক্ষায়ই ফল ভালো হয়েছিল—মানে, ছবি আঁকাই আমার জীবনের—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ I see ! you are an artist ! আর কাজ করছ machine-এ ? What an irony of fate ! ভাগ্যিস কাল তোমার লেখাপড়া জানার কথাটা—য়্যাঁ ? তা না হলে কতকাল যে তোমাকে machine-এ কালি বুলোতে হতো তার ঠিক নেই। আচ্ছা তুমি Patent department-এ গিয়েছিলে কেন ? এমনিই ? না, কেউ তোমাকে পাঠিয়েছিল ?

সুবীর ॥ হরিসাধনবাবু পাঠিয়েছিলেন। যে ওষুধটা ওখানে তৈরী হচ্ছিল তার লেবেলটা ছাপা হচ্ছিল আমাদের department-এ। Final proof-এর ওপর ওদের print orderটা আনতে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ওষুধের ফরমূলাটা টেবিলের ওপরেই ছিল। দেখলাম, সবগুলো ওষুধ মেশানো হচ্ছে না, অথচ কর্ক এঁটে শিশি সীল করে দেওয়া হচ্ছে। তাই হঠাৎ—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হঠাৎ ভুলে গেলে যে তুমি একজন কুলী আর ওরা সব কেমিস্ট। ভুলে গিয়ে ভুলটা ধরিয়ে দিলে?

সুবীর ॥ হয়ত এটা আমার পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ Exactly. আমরাও কি সে কথা ভাবি না? কিন্তু তোমার মত শিক্ষিত ছেলের এটাও মনে হওয়া উচিত ছিল, যে রঙীন পদার্থ টা শিশিতে ভরা হচ্ছিল তাতেই হয়ত সবগুলো ওষুধ মেশানো ছিল?

সুবীর ॥ না, না, তা কি করে হবে? মিক্সিংটা যে আমার সামনেই হচ্ছিল—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হতে পারে, হতে পারে। ভুল সবারই হতে পারে। Any way, company তোমার ওপর অত্যন্ত খুসী হয়েছে। তোমাকে [এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখেন]— কী, ভাগ্য বিশ্বাস করো?

সুবীর ॥ আজ্ঞে না। আমি বিশ্বাস করি, আমার ডান হাতের শক্তিতে।

মিঃ চ্যাটার্জী। হুঁ? কিন্তু ধরো, আমাদের Publicity department-এ শ'দেড়েক টাকা starting দিয়ে senior artist-এর post-টা যদি তোমাকে এখুনি দিই তাহলে সেটাকে কী বলবে? ভাগ্য বলবে না?

সুবীর ॥ আজ্ঞে না। মনে করব, আপনারা গুণের মর্যাদা দিলেন। আমার যোগ্যতা দিয়ে আমি আপনাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব।

মি; চ্যাটার্জী ॥ Good—very well said, তুমি কাল থেকেই ওখানে join করো। ক্যাশ থেকে এখুনি শ'খানেক

টাকা নিয়ে যাও, আমি slip পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে একেবারে fresh হয়ে come like an artist—কেমন ?

সুবীর ॥ ছবি আঁকা আমার জীবনের স্বপ্ন। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব মিঃ চ্যাটার্জী—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে। That's all for mutual benefit—কোম্পানী তোমাকে দেখবে, তুমি কোম্পানীকে দেখবে—বুঝেছ ? আচ্ছা চলি—[ফটকের ভেতর গিয়ে আবার ফিরে আসেন] ইয়ে, দেখ সুবীর। একটা strike-এর নোটীশ কয়েকজন শ্রমিক দিয়েছে। অবিশ্যি তাদের কয়েকটাকে আমি সরিয়ে দিয়েছি already, কিন্তু কে কে এর পাণ্ডা একটু লক্ষ্য রেখোতো। আজ সন্ধ্যের পর একবার আমার কোয়ার্টার্সে এসো না ? Say, at about 8-30 ? Would that suit you ?

সুবীর ॥ আপনি আমাকে—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি ? আর ঐ Patent Department-এর ভুল ধরার ব্যাপারটায় তুমিই ভুল করেছিলে [সুবীর ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকায়] মানে, একটু ভুল দেখেছিলে আর কি ? এই কথাই সবাইকে জানিয়ে দিও, কেমন ?

সুবীর ॥ আপনি কী বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী ? আমি মিথ্যে কথা বলব ?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ। একটু না হয় বললেই for the interest of the company, as well as, for your own ?

সুবীর ॥ মিঃ চ্যাটার্জী, দেখুন, নতুন কাজ যেটা দিতে চাইছেন, দিলে প্রাণ দিয়ে করব। কিন্তু মিথ্যে কথা আমি কখনো বলি না। ওটা পারব না। আর স্ট্রাইকের খবর দেবার কথা যা বলছেন, রাত্রে আপনার বাড়ীতে গিয়ে ওটাও পারব না। মাফ করবেন।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ আমাদের কথামত না চল্‌লে নতুন কাজটাই বা তোমাকে দেব কেন আমরা? পঞ্চাশ থেকে একশ' পঞ্চাশে লিফ্‌ট, এটা যে স্বাভাবিক অবস্থায় হয় না, তোমার মত বুদ্ধিমান ছোকরার এটুকু বোঝা উচিত।

সুবীর ॥ অস্বাভাবিক অবস্থায় মিথ্যে কথা বলে আর স্পাই-গিরি বা দালালী করে যদি সে লিফ্‌ট নিতে হয় আমি তা চাই না।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ ভালো করে ভেবে দেখো সুবীর। জীবনে এরকম সুযোগ কদাচিৎ-ই আসে।

সুবীর ॥ আপনিও খুব ভালো করে ভেবে দেখুন চ্যাটার্জী সায়েব। এরকম সুযোগের মাথায় লাথি মেরে হাসতে হাসতে চলে যায়, এরকম লোকও আপনি জীবনে কদাচিৎ-ই দেখেছেন।

[চলে যাচ্ছিল]

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ সুবীর—

সুবীর ॥ বলুন—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ [এগিয়ে ওর খুব কাছে দাড়ান, দাঁতে দাঁত চেপে বলেন] আমাদের কথা যদি না শোনো তাহলে কী হারাবে ধারণা করতে পার?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। পারি। এই দেড় শ' টাকার চাকরীটা হবে না।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ তার চেয়েও বেশি।

সুবীর ॥ ও, তা হলে এই পঞ্চাশ টাকার কুলিগিরিটাও গেল।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ তার চেয়েও বেশি।

সুবীর ॥ কী বলতে চান আপনি ? [চ্যাটার্জীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। কালি গুণ্ডা ও দ্বারোয়ান এগিয়ে আসে]

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ [প্রচণ্ড রাগ ও অপমানের জ্বালা দমন করে] সব কথা আগে থেকে স্পষ্ট করে না-ই বা জানলে। তবে তোমার এই ভুল ধরার ব্যাপার নিয়ে যেন কোনো বাজে gossiping না হয় কারখানায়। বুঝলে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ? যাও, যেখানে কাজ করছিলে সেখানে চলে যাও। At once—

[বলে নিজেই বেগে কারখানার ভেতরে চলে যান। নিবারণবাবু কারখানার ভেতর থেকে আসেন]

নিবারণ ॥ না, দেখা হলো না দ্বারোয়ান-জী, দেখা হলো না। কে ? সুবীর ? সুবীর ? [দ্রুত এগিয়ে যান সুবীরের দিকে]

সুবীর ॥ বাবা ? বাবা, কবিতা কেমন আছে বাবা ? কবিতা—?

[নিবারণবাবু কি যেন একটা বলতে গেলেন, পারলেন না। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। তিনি বসে পড়েন, সুবীর তাঁকে ধরে]

কী হলো ? বাবা, কী হলো ?

নিবারণ ॥ [ধীরে ধীরে উঠে] ওরে সুবীর, তোর কবিতা—[কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল]

সুবীর ॥ কবিতা নেই ? আমার কবিতা নেই !!

নিবারণ ॥ যেদিন তুই চলে এলি সেই দিনই। যাকে দিয়ে ওষুধ গ্লুকোজ আর ফল পাঠিয়েছিলি সে যখন এলো তখন আমরা সব শেষ করে ফিরেছি। [কয়েক সেকেণ্ড নিস্তব্ধতা] চার বছর, চার বছর ধরে ওই মেয়েটাকে নিয়ে আমার দিন কেটেছে। এত অভাবের মধ্যেও সে আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে রেখেছিল। ঐটুকু মেয়ে। কত বুদ্ধি। সব বুঝত। এই অসুখের মধ্যেই একদিন বলেছে দাদুমণি, আমি বড় হয়ে চাকরী করব, তোমাকে অনেক টাকা দেব, রসগোল্লা দেব, কমলালেবু দেব—কিন্তু শেষ সময় আমি তার মুখে একফোঁটা বার্লির জলও দিতে পারিনিরে—[আবার কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়]

সুবীর ॥ [দুচোখ ভরা জল] রাত্রে কমলালেবু খেতে চেয়েছিল ঘুমের ঘোরে। বলেছিলাম সকালে এনে দেব। দিতে পারিনি। গ্লুকোজ ছিল না, ওষুধ দিতে পারিনি, ডাক্তার আনতে পারিনি—মেয়েটাকে আমিই মেরে ফেললাম বাবা, আমিই মেরে ফেললাম।

নিবারণ ॥ না বাবা, না। ও থাকবার জন্যে আসেনি। অমন মেয়ে কি আমাদের ভাগ্যে টেঁকে? নইলে ডাক্তারও এসেছিল, ইনজেকসনও দেওয়া হয়েছিল, হাসপাতালে নেবারও ব্যবস্থা হয়েছিল—

সুবীর ॥ হ্যাঁ, প্রশান্তকে দেখেছিলাম।

নিবারণ ॥ প্রশান্তই সব করেছিল, যথেষ্ট করেছিল। কিন্তু তুই আর বাড়ী গেলি না কেন বাবা?

সুবীর ॥ সেই দিন অনেক রাত্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভেতরে যেতে পারলুম না। তারপর আরো কয়েকদিন

চোরের মতো, অপরাধীর মতো রাত বারোটা একটার সময় বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরেছি—কিন্তু—

নিবারণ ॥ যে ছেলেটিকে ফল-ওষুধ এই সব দিয়ে পাঠিয়েছিলি তার সঙ্গে তোর দেখা হয় নি আর ?

সুবীর ॥ না। কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা করতে আমার ভয় করে। তাই এই প্যাঁচার মত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছি।

নিবারণ ॥ না বাবা, ভয় দূর থেকেই ভয়ংকর—কিন্তু তার মাঝখানে গিয়ে পড়লে একেবারে নির্ভয়। এই ভয় পেয়েই তো তোরা বিয়ের পর আলাদা বাসা করেছিলি। খবর পেয়ে আমিও ভয় পেয়েছিলাম—অভিমান হয়েছিল—রাগ হয়েছিল, কিন্তু যখন নিয়ে এলুম তোদের তখন তো আর কারো কোনো ভয় রইল না, লজ্জা, সঙ্কোচ—কিছুই রইল না। বৌমা আমার কী শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে, কত আদর-যত্ন ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তোমার মা-মণির শিক্ষা-দীক্ষা নেই, একেবারেই গ্রাম্য মেয়ে, কত দুঃখ দিয়েছে তাকে—তবু মায়ের আমার মুখে কথাটী নেই। বল্‌তো ঃ মা-মণির কথায় আমি রাগ করি নি বাবা। আমি জানি ওঁর মনটা নরম। অভাবের জন্যেই ওঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখবেন, সংসার সচ্ছল হলেই উনি আবার বদলে যাবেন। সেই বৌমাও যে এমন করে—

সুবীর ॥ সবিতার কী হয়েছে ?

নিবারণ ॥ শ্মশান থেকেই তিনি প্রশান্তর গাড়ীতে উঠে তাদের বাড়ী চলে গেছেন।

সুবীর ॥ প্রশান্তর সঙ্গে চলে গেছে সবিতা !

নিবারণ ॥ হ্যাঁ বাবা। আমি কত বোঝালুম, অনুনয় করলুম, লোকনিন্দার ভয় দেখালুম, হাতে ধরে মাপ চাইলুম। কিছুতেই তিনি টললেন না। যাকগে, যা হবার তা হবেই। তুই বাড়ী চল খোকা—

সুবীর ॥ য়্যাঁ? কী বলছেন? বাড়ী যাব? না বাবা, বাড়ী আর আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

[অন্য দিকে সরে যায়]

নিবারণ ॥ [ওর কাছে গিয়ে] ওরে খোকা, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। মেয়েটা চলে গেল, বৌমা গেল, তোর মা-মণি বাপের বাড়ী চলে গেল, তুই বাড়ী ফিরবি নে, তাহলে সেই শ্মশানপুরীতে ধুনী জ্বালিয়ে আমিই বা থাকঁবো কি করে?

সুবীর ॥ না বাবা, পৃথিবীতে আমি একা। আমাকে একাই বাঁচতে হবে, নয়তো মরতে হবে। অন্য কাউকে সঙ্গে জড়ালে হয়ত তাকেই শেষ করে দেব। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন বাবা—

নিবারণ ॥ ক্ষমা? [ম্লান হেসে] হ্যাঁ, ক্ষমা করেছি। ছেলেবেলা থেকে ছেলেরা বাপের ওপর যত অন্যায় করে অবিচার করে হতভাগা বাপেরা তা ভুলে যায়। কিন্তু বাপের এতটুকু অন্যায় ছেলেরা সয় না। দুনিয়া আজ এইখানেই তো এসে পোঁছেচে। বুঝতে পেরেছি আমাকে তুই ক্ষমা করতে পারিসনি।

সুবীর ॥ বাবা। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে ক্ষমা করবার কোনো কথাই নয়। যেমন করে হোক, কিছু কিছু টাকা আমি আপনাকে—

নিবারণ ॥ টাকা! তোর কাছে কি আমি টাকা চেয়েছি। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি শুধু টাকারই? আর কিছু নেই? আমার একমাত্র সন্তান তুই, মা-হারা। তোর মা বেঁচে থাকলে তুই এমনি করে বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারতিস?

সুবীর ॥ বাবা—চুপ করুন—চুপ করুন। দয়া করে ঐ কথাটা অন্তত আমায় ভুলে থাকতে দিন। ওবাড়ী আমি কিছুতেই যাব না। যেতে পারব না।

নিবারণ ॥ ও। আচ্ছা। এই নে, মনিঅর্ডারের সেই কুড়ি টাকাটা। কারখানার ঠিকানাটার সঙ্গে আমি গেঁথেই রেখেছি। এই যে—এই নে—

[দুখানা দশ টাকার নোট বের করে ধরেন]

সুবীর ॥ বাবা, এ কী করছেন আপনি?

নিবারণ ॥ যার জন্য পাঠিয়েছিলি তার কাজে তো লাগলো না বাবা। নে, ফিরিয়ে নে। এটা সারাক্ষণ কাঁটার মত আমার বুকে বিঁধছে—

সুবীর ॥ আপনি ভুল করছেন বাবা—আমাকে ভুল বুঝছেন—

নিবারণ ॥ না না, ভুল বুঝিনি। সমাজ সংসার আজ এমনিই হয়েছে। সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক নেই, বাপ ছেলের সম্পর্ক থাকবে কি করে? থাক, ছেলের অভিমানই বড় হয়ে থাক। বাপের অভিমান? না, বাপের অভিমান নেই, বাপের কোনো অভিমান নেই—

[নোট দু'খানা ফেলে দিয়ে নিবারণবাবু চলে গেলেন। সুবীর নিস্তব্ধ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। দারোয়ান এগিয়ে এলো]

দ্বারোয়ান ॥ কেয়া হুয়া ভাই, এ বুঢ্ঢা কৌন হ্যায় ?

[নোট দু'খানা দ্বারোয়ান তুলে নিয়ে ওর হাতে দেয়]

সুবীর ॥ আমার বাবা ।

দ্বারোয়ান ॥ বহুৎ বিগড় গিয়া বুঢঢা, ক্যা হুয়া ?

সুবীর ॥ সে অনেক কথা । তুমি ভেতর থেকে আমার জামা-কাপড়টা এনে দেবে ? মেসিন ঘরে আছে ।

দ্বারোয়ান ॥ কাহে ? আজ কাম নেহি করোগে ?

সুবীর ॥ না । কোনোদিনই না ।

দ্বারোয়ান ॥ আরে নেহি ভাই । নোকরী মৎ ছোড়না । দেখতা নেহি, জমানা য়্যায়সা হুয়া কি, নোকরী মিলনাহি বহুৎ মুশকিল হ্যায়—

সুবীর ॥ তা হোক । কিন্তু পাওনা মাইনেটা—

দ্বারোয়ান ॥ হাঁ হাঁ, আজ কাম নেহি করনেসে হপ্তা কি তংখাহি তোমারা চলা যায়ে গা—

সুবীর ॥ তাহলে যাই । আজকের দিনগত পাপক্ষয়টা শেষ করি ।

দ্বারোয়ান ॥ হাঁ, যাও ভাই, কাম করো, কাম করো । কাম মৎ ছোড়না--য়াঁ ?

[সুবীর ভেতর চলে যায় । কালীগুণ্ডাও তার পেছনে পেছনে যায় । দ্বারোয়ান খৈনী টিপ্‌তে থাকে । অন্য-দিক দিয়ে প্রশান্ত ঢোকে]

প্রশান্ত ॥ আরে, এই তো ১০১-এর বি । বৌদি, আসুন, পেয়েছি—

[সবিতা আলুথালু বেশে প্রবেশ করে]

সবিতা ॥ পেয়েছ ? বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে । ওকে আগে

থেকে কিছু বোলো না ঠাকুরপো। ওকে এই দিকে পাঠিয়ে দাও, এই দিকে—

[মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।]

প্রশান্ত ॥ কিন্তু ভেতরে যেতে হবে বোধ হয়। দ্বারোয়ান কি আর ওকে চিনবে? নতুন লোক তো। আপনি একটু দাঁড়ান বৌদি। আমি ভেতর থেকে খোঁজ নিয়ে আসি।

সবিতা ॥ [ঘোমটা ফেলে দিয়ে ভীষণ রেগে বলে] না। কক্ষনো না। তুমি আমাকে এখানে ফেলে রেখে পালাচ্ছ। শয়তান ভিলেন, স্কাউণ্ড্রেল, নিশ্চয় তোমার কোনো মতলব আছে।

প্রশান্ত ॥ ছি বৌদি, ছি। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এরকম করে? আপনি একজন নাম-করা শিল্পীর স্ত্রী।

সবিতা ॥ [নরম হয়ে যায়] ও। হ্যাঁ হ্যাঁ। তা হলে?

প্রশান্ত ॥ তাহলে আপনি এখানে বসুন, আমি খুঁজে দেখে আসি—

সবিতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। তাই কর। তুমি এখানে বোসো, আমি খুঁজে দেখে আসি—

প্রশান্ত ॥ না, না। আপনি বসবেন, আমি খুঁজে দেখব।

সবিতা ॥ ও। আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে।

[এক পাশে সরে এসে মাটিতে বসে পড়ে]

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ। কিন্তু একদম চুপ করে। কেমন?

সবিতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। একদম চুপ করে থাকবো। দেখো না। কোনো কথাই বলব না। কথা বলবার দরকার কি আমার? খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে পারব না। নিশ্চয়ই পারব। কথা বললে জীবনী শক্তির অপচয় হয়, আয়ুক্ষয় হয়। মহাত্মা গান্ধী নাকি সপ্তাহে একদিন কথাই বলতেন না।

লোকে কেন যে এত কথা বলে? কথা বলতে আমার একদম ভাল লাগে না—

প্রশান্ত॥ কিন্তু আপনি তো কথার উড়ন তুবড়ী ছাড়ছেন—

সবিতা॥ য়্যাঁ? ও—ওপ্ [প্রশান্ত মুখে আঙুল দিয়ে মুখ বন্ধ করবার ইঙ্গিত করলে ও ঠিক তেমনি করে মুখ বন্ধ করে]

দ্বারোয়ান॥ ক্যা হুয়া বাবুজী?

প্রশান্ত॥ য়্যাঁ। ও। আচ্ছা দেখ, এই কারখানায় কেউ ছবি আঁকার কাজ করে?

দ্বারোয়ান॥ ছবি? তস্‌বীর? নেহি বাবু সাব। এতো এক দাওয়া কি কারখানা হ্যায়। হরকিসিম্ কা দাওয়া বনতি হ্যায়।

প্রশান্ত॥ একজন লোকের খোঁজ করছি আমরা—

দ্বারোয়ান॥ কৌন আদমী? নাম কেয়া?

প্রশান্ত॥ সুবীর সেন বলে একজন আর্টিষ্ট। চেনো?

দ্বারোয়ান॥ আর্টিস তো মালুম নেহি বাবুজী, বাকি সুবীর? হাঁ হাঁ সুবীর-ই হোগা, য়্যায়সা দুবলা আদমী?

প্রশান্ত॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

দ্বারোয়ান॥ ও তো আভি অন্দর গিয়া। ও তো মেসিনমে কাম করতা—

প্রশান্ত॥ মেশিনে কাজ করে? তা হবে হয়ত। তুমি লোকটিকে একবার দেখাতে পারো?

দ্বারোয়ান॥ নেহি, বাবু সাব। ইয়ে গর-কানুন—

প্রশান্ত॥ ইয়ে লেও তোমারা পানি খানেকো লিয়ে [একটা টাকা দেয়]

দ্বারোয়ান॥ সেলাম, বাবু সাব। [টাকাটা ট্যাকস্থ করে] লেকিন, আভি তো নেহি হো সেকতা সাব। জেরাসে ঘুমকে আইয়ে না? এক বাজে টিফিন টাইম পর ম্যয় জরুর

বোলা তুঙ্গা—

প্রশান্ত ॥ একটায় টিফিন ?

দ্বারোয়ান ॥ জী হাঁ সাব।

প্রশান্ত ॥ কিন্তু তুমি ওকে ঠিক এইখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে। কেমন ?

দ্বারোয়ান ॥ ঠিক হ্যায়, হুজুর—

[আবার সেলাম করে। প্রশান্ত সবিতার কাছে আসে—সে সমানে বিড় বিড় করে কথা বলে চলেছে।]

সবিতা ॥ 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল—' সে কত যুগ আগেকার কথা। সে আর আমি।

'আমরা তুজনা ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে—
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।'

এই যে ঠাকুরপো, বোসো না, বোসো। আচ্ছা, তুমি মেঘদূত পড়েছ, মেঘদূত ?

প্রশান্ত ॥ বাংলা তর্জমায় পড়েছি। কিন্তু বৌদি।

সবিতা ॥ বোসো না ঠাকুরপো, বোসো, তোমায় দেখলে ও না, ভীষণ খুসী হবে। বোসো—[প্রশান্ত বসতে যায়] না, না, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও। তোমায় দেখলে ও হয়ত ভীষণ রেগে যাবে। [হঠাৎ কান্নায় ভরে আসে গলা] ওকে আর আমি রাগাবো না, তুঃখ দেব না, মিছিমিছি অপমান করব না। ও যতক্ষণ না আসে আমি এখানে চুপটী করে বসে থাকবো। দেখ না ঠাকুরপো দেখ, আমি এখন একদম ভালো হয়ে গেছি—। একদম ভালো হয়ে

গেছি—না? একদম ভালো হয়ে গেছি, তাই না?

[মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে]

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ। ভালো হয়ে গেছেন বৈকি। কিন্তু বৌদি, দ্বারোয়ান বললো, একটায় টিফিন। তার আগে দেখা হবে না। তা একটার তো এখনো অনেক দেরী। চলুন ততক্ষণ আমরা চান করে খেয়ে দেয়ে আসিগে। মা নইলে আবার ভাববে—

সবিতা ॥ না, না। কেউ কিছু ভাববে না। আমি এসেছি ওর সঙ্গে দেখা করতে, এর মধ্যে ভাববার কি আছে? তুমি বোসো তো, বোসো না—[হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়] আমরা ততক্ষণ এখানে বসে বসে গল্প করি। জানো ঠাকুরপো—

প্রশান্ত ॥ [সহসা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে] সর্বনাশ হয়েছে বৌদি, সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হয়েছে। উঠুন, উঠুন, শীগ্‌গীর উঠুন—

সবিতা ॥ [ভয় পেয়ে উঠে পড়ে] কী? কী? কী হয়েছে?

প্রশান্ত ॥ আর কী হয়েছে। ভুলে গেছি। পার্ট ভুলে গেছি। এখন কী বলি?

সবিতা ॥ কী? কী বলছ তুমি?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে। আজ সুবীরদার সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা হবে না? কতকাল পরে প্রথম দেখা, য়্যাঁ?

সবিতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশান্ত ॥ তা বেশ ভাল কাপড় পরে চুলটুল বেঁধে খোঁপায় ফুলটুল

দিয়ে ভাল করে সাজতে হবে না ? না, এই রকম বিশ্রী—নোংরার মতন—

সবিতা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। নোংরামি ও একদম পছন্দ করে না। আর ফুল ? ফুল তো ওর সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ।

প্রশান্ত ॥ তা হবে না ? শিল্পীর মন। এ কি আর আমাদের রোগী-ঘাটা মড়া-কাটা মন ? তা দেখুন, সে সব কিছু করা হয়নি। কী যে ভুলো মন হয়েছে আমার ! নাঃ আমারই মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। চলুন, এখন দৌড়োই বাড়ীতে। তা না হলে দিব্যি এখানে বসে দুজনে কেমন আরাম্‌সে গল্প করা যেত এই রোদ্দুরে ? য়্যাঁ ?—

সবিতা ॥ ভাগ্যিস মনে পড়েছে তোমার। কী যে হতো তা না হ'লে ! চলো, সাজবো। ঠিক বলেছ, সাজবো। চলো, চলো, শীগগীর করে চলো—

[প্রশান্তর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওরা বেরিয়ে যাবার পরই কারখানার ভেতরে প্রচণ্ড গোলমাল, চীৎকার সুরু হয়—'ট্যাক্সি ডাকো, গুণ্ডা, খুন খুন করেছে, 'ধর ব্যাটাকে ধর'— এই সব কথা শোনা যায়। কালী গুণ্ডা ছুটে বেরিয়ে যায়। তার পেছনে সুবীরকে ধরাধরি করে কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে আসে। অনেক লোক ভীড় করে এসে দাঁড়ায়।]

প্রথম ॥ আরে, একটা ন্যাকড়া ট্যাকড়া কিছু আছে ? এটা যে একেবারেই ভিজে গেল রক্তে—

[দ্বিতীয় শ্রমিক নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে দেয়—সেইটা দিয়ে প্রথম শ্রমিক সুবীরের ডান হাতের

আঙুলগুলো চেপে ধরে—আগের ন্যাকড়াটা ফেলে দেয়।]

দ্বিতীয় ॥ জানো জমাদার, ঐ লোকটা গুণ্ডা, আমি ওকে চিনি। ওই একে ধাক্কা দিয়ে করাতের ওপর ফেলে দিয়েছে।

প্রথম ॥ চলো আগে লোকটাকে তো বাঁচাই। ওসব ফয়সালা পরে হবে।

দ্বিতীয় ॥ চলো, বড় রাস্তায় গেলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। তোমরা কেউ ইউনিয়ন অফিসে খবরটা দিও হে—

[ওরা বেরিয়ে যায়। ম্যানেজার হনহন করে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসেন ভেতর থেকে।]

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ নিয়ে গেল! ফার্স্টএড না দিয়েই নিয়ে গেল! এদের সবেতেই বাড়াবাড়ি। যান, সব ভেতরে যান। সামান্য একটা accident হয়েছে, তাতে এত দেখবার কী আছে? যান—এই যাও না—যে যার কাজে যাও— এই দ্বারোয়ান ফটক বন্ধ করো। এই লেও চাবি। [সবাই চলে যায় ভেতরে] কৈ আনেসে বোল দেনা কি মজতুর লোগোনে মারপিট কিয়া, উসওয়াস্তে আজকে লিয়ে কারখানা বন্ধ হো গিয়া। তোম ভিতরওয়ালা আদমী সবকো পিছে ফটকসে নিকাল দো। হাম থানামে যারহা হ্যায়—

[দ্বারোয়ান ফটকে তালা বন্ধ করে চলে যায়। চ্যাটার্জী তালাটা একবার টেনে দেখেন। তারপর থানায় যাবার জন্যে এগোতেই সবিতা ও প্রশান্ত ফিরে এসে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়]

সবিতা ॥ এসো না, এসো। এসো। এই তো এক ভদ্রলোক। একেই জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, সাড়ে এগারোটা আর একটা—এর মধ্যে তফাৎ কতটুকু? সময়টা এখানে বসেই কাটিয়ে দেওয়া ভালো না? বলুন না? য়্যাঁ? বলুন না? বলুন—

[চ্যাটার্জী যতবার পাশ কাটিয়ে যেতে যান সবিতা ততবার তাঁকে আটকায়]

চ্যাটার্জী ॥ Sorry—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রশান্ত ॥ [এগিয়ে এসে] দেখুন, আপনি এই কারখানার—

চ্যাটার্জী ॥ জেনারেল ম্যানেজার। কি চাই আপনাদের?

প্রশান্ত ॥ না, চাইনা কিছুই। আমরা একটা খোঁজ নিতে এসেছি।

চ্যাটার্জী ॥ কি বস্তুর?

সবিতা ॥ বস্তুর! [খিলখিল করে হেসে ওঠে] মানুষকে বলে বস্তু। [হাসিতে ফেটে পড়ে]

প্রশান্ত ॥ না, মানে, আমরা জানতে চাই, মানে আপনি বলতে পারেন—

সবিতা ॥ [প্রশান্তকে সরিয়ে এগিয়ে এসে] আপনি বলতে পারেন, আমি সাদা থান পরব? না লাল ডুরে শাড়ী পরব? কোনটাতে সে বেশি খুসী হবে? বলতে পারেন, আমি বিধবা? না প্রোষিতভর্তৃকা? কথাটার মানে জানেন তো? [হাসতে থাকে]

চ্যাটার্জী ॥ কী আপদ। Excuse me—আমি 'একটু ব্যস্ত আছি।

[পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যান]

প্রশান্ত ॥ আচ্ছা দেখুন, এখানে কি কোনো গোলমাল হয়েছে এক্ষুনি?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ। শ্রমিকরা নিজেরা মারামারি করেছে।

প্রশান্ত ॥ তাই নাকি? সেই জন্যে ফটকে তালা পড়লো? তা কেউ আহত—

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ! তা হয়েছে বৈকি। খুন জখম না হলে কি মারপিট জমে? তা আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন বলুন তো? কার খোঁজ করছেন আপনারা?

প্রশান্ত ॥ সুবীর সেন বলে একজন আর্টিস্টের। চেনেন? ইনি তাঁরই স্ত্রী। দেখতেই তো পাচ্ছেন অবস্থা। আমরা বড় বিপদাপন্ন।

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ আমিও কম নই। তা কী নাম বললেন? সুবীর সেন? ইনি তাঁরই স্ত্রী? আর আপনি? স্ত্রীর ভ্রাতা নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রশান্ত ॥ আপনি হাসছেন?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ I am sorry। না। ও নামে কাউকে তো মনে করতে পারছি নে off hand—

প্রশান্ত ॥ কোথায় খোঁজ করি ওর জন্যে বলতে পারেন?

মিঃ চ্যাটার্জী ॥ হ্যাঁ। রেডিও স্টেসন, পুলিশ স্টেসন, হসপিটাল, মর্গ, and last of all কোনো শ্মশানে-টশানে—য়্যাঁ? আচ্ছা চলি—Bye Bye—[হাসতে হাসতে চলে যান]

সবিতা ॥ পাগল, পাগল! লোকটা বদ্ধ পাগল। বলে কিনা শ্মশানে। শ্মশানে ও যাবে কেন? ও কি মরে গেছে নাকি? সে তো কবিতা। মরে গেছে তো আমাদের কবিতা—

প্রশান্ত ॥ ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। বাড়ী চলুন।

সবিতা ॥ দূর। বোসো না এখানে। দেখবে কী মজা হবে। ও

এসে, আমাদের দেখে একেবারে চমকে যাবে। বোসো—

প্রশান্ত ॥ বৌদি, আপনার কথায় ফিরে এসেছি খানিকদূর গিয়ে। এবার আমার কথা শুনতেই হবে। একটায় টিফিন। চলুন খেয়ে দেয়ে ঠিক একটায় ফিরে আসব। Please—

সবিতা ॥ না। যাব না। তুমি যাবে যাও।

প্রশান্ত ॥ কারখানায় একটা মারপিট হয়েছে শুনলেন না? এখুনি হয়ত পুলিশ এসে পড়বে—

সবিতা ॥ আসুকগে। পুলিশ আমার কী করবে। আমি কি চোর? না, ডাকাত। বোসো দিকিনি এখানে—বোসো না—

[টেনে বসিয়ে দেয়। হাত থেকে রুমালটা নিয়ে দেখতে থাকে]

এটা তোমার রুমাল বুঝি?

প্রশান্ত ॥ না। ও পাড়ার পদি-পিসির। কী ফ্যাসাদেই পড়লুম।

সবিতা ॥ ধেৎ। তা এর কোনে তোমার নাম লিখে দেয় নি তোমার বউ? ও। তোমার তো বিয়েই হয়নি। তুমি তো ছেলেমানুষ।

প্রশান্ত ॥ বিয়ে হলেও আমার বউ ওসব করতো না। ওসব সেকেলে ফ্যাসান—

সবিতা ॥ হ্যাঁ। তাই বৈকি। তাই বৈকি? জানো, আমি ওর রুমালের কোনে 'এস-ফোর' লিখে দিতাম। আমি। বলো, আমি সেকেলে?

প্রশান্ত ॥ 'এস-ফোর' কেন?

সবিতা ॥ সবিতা সেন আর সুবীর সেন লিখতে কটা 'এস' লাগে? কটা? তোমাকে না, কান ধরে আর এই বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে হয়?

[সত্যি সত্যি কান টেনে ধরে]

প্রশান্ত ॥ উ হু-হু, দাঁড়াচ্ছি, দাঁড়াচ্ছি। [উঠে দাঁড়ায়] বাব্বাঃ। তা হলে আপনিও উঠুন—উঠুন—

সবিতা ॥ ধেৎ, এটা কি স্কুল, না পাঠশালা ? বোসো। বোসো— [টেনে বসায়]

প্রশান্ত ॥ বাপ্‌রে, ওঠ-বোস করতে করতেই মলুম যে !

সবিতা ॥ শোনো না, শোনো। একটা মজার গল্প। বিয়ের আগে আমি যখন স্কটিশে পড়তাম না তখন হোস্টেল পালিয়ে রোজ ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। রোজ আমি আগে আর ও পরে আসতো। দেরি হবার জন্যে রোজ বকুনি খেতো, আর রোজ মাফ চাইতো। ছেলেদের বকতে মেয়েদের বেশ ভালো লাগে, তাই না ?

প্রশান্ত ॥ কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

সবিতা ॥ ধেৎ, শোনই না। একদিন হয়েছে না কি, ইডেন গার্ডেনে ঐ প্যাগোডার পাশে জলের ধারে আমি একলা বসে আছি। একটা চ্যাংড়া ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে একটা হিন্দী সিনেমার গান গাইছে আর ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ভয় করছে। মানে, ভয়ও করছে, আবার একটু ভালও লাগছে। কোনো মেয়ের দিকে কোনো ছেলে যদি চায়, একটু বিশেষ ভাবেই চায়, মেয়েদের ভালো লাগে না ? য়্যাঁ ? বলো না ? ভালো লাগে না ?

প্রশান্ত ॥ তা আমি কি করে বলবো ? আমি কি মেয়েছেলে নাকি ?

সবিতা ॥ যাঃ, ফাজিল। শোন না, তারপর হয়েছে না কী, ও এসেছে। এসে পেছন দিক থেকে ছেলেটার সার্টের কলার না ধরে মেরেছে ঠাস করে এক চড়।

[প্রশান্তর সার্টের কলার ধরে ঠাস করে সত্যি সত্যি এক চড় বসিয়ে দেয়]

প্রশান্ত ॥ [লাফ দিয়ে উঠে পড়ে] বাব্বাঃ। হাতে জোরও আছে দেখছি। চলুন বৌদি, বাকিটা গাড়ীতে বসে যেতে যেতে শুনবো। উঠুন—please—

[হাত ধরে টেনে তোলে]

সবিতা ॥ [হাত ছাড়িয়ে নিয়ে] হাত ছাড়ো। হাত ছাড়ো। আমি না পরস্ত্রী? আমার হাত ধরো কোন্ সাহসে? নন্‌সেন্স, ভিলেন, স্কাউণ্ড্রেল—

প্রশান্ত ॥ ও। আমি নন্‌সেন্স, ভিলেন, স্কাউণ্ড্রেল। বেশ। তা হলে আমি চলেই যাই। আমার দায় পড়েছে পরস্ত্রীর স্বামীকে খুঁজে মরতে। থাকুন এখানে একলা পড়ে। আমি চলেই যাই— [এগিয়ে যায় একটু]

সবিতা ॥ এই। শোনো, শোনো। তুমি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছ? বা-রে! আমি বুঝি একা পড়ে থাকব? আমার বুঝি ভয় করে না?

প্রশান্ত ॥ তা আমি কি করব? আমি তো আপনার কেউ নই। আমি তো নন্‌সেন্স ভিলেন স্কাউণ্ড্রেল। [মুখ ফিরিয়ে হাসতে থাকে]

সবিতা ॥ [ওর কাছে গিয়ে হাত ধরে] না, ঠাকুরপো, তুমি রাগ করো না, তুমি লক্ষ্মী ভাইটি আমার। মাঝে মাঝে কী যে হয় আমার। কিছুতেই ঠিক করে কথা বলতে পারি না, লোকের সঙ্গে ঠিক করে behave করতে পারি না। মাথার ভেতরটায় যেন কেমন করে।

[দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে]

প্রশান্ত ॥ আমি রাগ করি নি বৌদি। আপনার ওপর কি রাগ করতে পারি? চলুন— [প্রশান্ত এগোয়]

সবিতা ॥ চলো—চলো— [অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে যায়]

প্রশান্ত ॥ না না, ওদিকে না, এই দিকে—

সবিতা ॥ ও। চলো। ওমা, এটা কী? এটা?

[একটা রক্তমাখা ন্যাকড়া হাতে তোলে]

প্রশান্ত ॥ ফেলে দিন, একটা রক্তমাখা ময়লা ন্যাকড়া—

সবিতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। রক্তই তো! কী সুন্দর লাল টুকটুকে রক্ত! আরে, এ যে আমার হাতে লেখা 'এস্-ফোর্'!! [একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণার আওয়াজ করে চোখ বুজে সেই রুমালসুদ্ধ হাতেই নিজের মাথাটা চেপে ধরে—তারপর আস্তে আস্তে চোখ খোলে, অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে সুরু করে] এ রক্তও আমার চেনা, ঠাকুরপো, এ রক্তও আমার চেনা! হা! হা! হা! হা!

প্রচণ্ডবেগে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে

মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার

—:০:—

॥ শেষ দৃশ্য ॥

[সেই গাছতলায় শুয়ে আছে সুবীর। ভোরের পাখী-দের কলরবের মধ্যে ধীরে ধীরে পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠছে। সুবীর উঠে বসলো, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো : কী সুন্দর প্রভাত! কী সুন্দর পৃথিবী! সে যেন আপন মনের সঙ্গেই কথা বলতে সুরু করলো]

সুবীর ॥ '......কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে ; কভু আম্র মুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর :
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর,
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি। কথনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধুলাতে—
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম। সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে ॥'

কিন্তু যাবার সময় হলো কি বিহঙ্গের? আজ কার জীবনে সূর্যোদয় সফল হলো? কে সে ভাগ্যবান? কে?

[উনুন বালতি ও মাথায় ঝুড়ি ভর্তি দোকানের মালপত্র নিয়ে দশরথ আর কেষ্ট এসে ঢুকলো]

কেষ্ট ॥ আমরা বাবু, আমরা। আপনি জেগেই রয়েছেন! হিঁক—

দশরথ ॥ আরে হঁ হঁ। ইখানে কুনো ভদ্র মনুষ্যরে ঘুম হয়? [মালপত্র নামায় মাথা থেকে] তা আপুনি ইস্টিসনেরে যান নাই বাউ?

সুবীর ॥ নাঃ। এখানেই বেশ ছিলাম। শুধু ঘুমিয়েছি আর—স্বপ্ন দেখেছি। সকালের গাড়ীর আর কত দেরি দশরথ?

দশরথ ॥ ঠিক সুরয ঠাকুর দেখা দিবেন ইদিকে আউ উগাড়ীর ইঞ্জিনভি দেখা দিবে উদিকে। দেরি অছি। কুন তিনপো ঘণ্টা হেবে। অরে কিষ্ট, উনানটায় আগুন দিই দে—

[কেষ্ট সাজানো উনোনটায় দেশলাই ধরাতে যায়]

আঃ হা। উদিকে নেই যা। ধোঁয়া হব।

[কেষ্ট উনোনটা নিয়ে বেরিয়ে যায়]

আউ কাপ গেরাস সব সাজাই দে। মু বালতি ভর জড় নেই আসি। অঁ?

[দশরথ বালতি নিয়ে বেরিয়ে যায়। সুবীর উঠে দাঁড়িয়ে স্টেসনের দিকে তাকায়। কেষ্ট ফিরে আসে]

কেষ্ট ॥ কাল রাত্তিরি আমরা একদম ঘুমোতি পারি নি বাবু। হিঁক। ঐ যে কুঞ্জ ধাড়া বলে একটা লোক—ও আপনি তো চেনেন না—তা সে করিছে না কি, এই য়্যা-ব্বড় একদলা ধুতরো ফুলের বিচি কোঁৎ করে গিলে ফেলিছে। হিঁক। লোকটা যেন কেমন। বউডা মরে গেছে আগেই। মেয়েডা এট্টা ছোঁড়ার সাথে নিচিন্দিপুরির রথের মেলা দেখতি যায়ে আর ফিরে আসে নি। হিঁক। বলি তোর এট্টা তো পেট, তাও চালাতি পারিস নে?

সুবীর ॥ মরে গেছে? মরে গেছে লোকটা?

কেষ্ট ॥ না। মরে নাই। তয় ওর মরাই ভালো ছেলো। হিঁক।

সুবীর ॥ বলিস কি রে?

কেষ্ট ॥ হ বাবু। ওর জন্যি কাঁদবে এমন এট্টা মানুষও তো নেই।

সুবীর ॥ ও। ওর জন্যে কাঁদবার লোকও কেউ নেই, না?

[অন্যমনস্ক হয়ে যায়]

কেষ্ট ॥ হ বাবু। আর যার কাঁদবার লোক থেকেও নাই তারও মরে যাওয়াই ভালো।

সুবীর ॥ য়্যাঁ? কী বলছিস?

কেষ্ট ॥ এই আমার বাবার কথা বলতিছি বাবু। আমার বাবার তো ছেলো সবই—আমি, মা, এট্টা ছোট্ট পুচ্‌কি বোন্, আমরা তো সবাই ছেলাম। কিন্তু থেকেও নাই। ভিক্ষে ছাড়া কিছুই করতি পারি নে। তা বাবাডা না, বাবাডা একদিন রেলে কাটা পড়ে পুটুস করে মরে গেল। হিঁক—

সুবীর ॥ য়্যাঁ? রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে তোর বাবা?

কেষ্ট ॥ হ বাবু। হিঁক—

সুবীর ॥ রেলে কাটা—বড় কষ্ট—

কেষ্ট ॥ না বাবু। কষ্ট কিচ্ছু না। এট্টু সাহস। বস্। চক্ষির নিমিষে ফর্সা। হিঁক—

সুবীর ॥ তোর মা কোথায়? তিনি কাঁদেন না তোর বাবার কথা মনে করে?

কেষ্ট ॥ মা? হিঁক। মা বলেঃ আমার হাড়ে বাতাস নেগেছে। কলকাতায় এক রিফুজি কলোনীতে থাকে, আমি কিছু পাঠাই, তারাও কিছু করে। এখন একরকম বেশ চলে যায়। বাবা থাকতি তো কিছুই পারতো না। কাজেই মান্‌ষে কয়, ও মরে বাঁচিছে। হিঁক—

[দশরথ জলভর্তি বালতি নিয়ে আসে]

দশরথ ॥ উনান ধরেছে রে কিষ্ট? কেট্‌লি টো চাপাই দে। আউ জড় টো ঢাকা দেই রাখ। [কেষ্ট কেট্‌লি নিয়ে বেরিয়ে যায়] বাব্বাঃ। রাতি ভর দৌড়াদৌড়ি দৌড়াদৌড়ি, হাত-পা যেন সব অবশা হেই যাইছে।

সুবীর ॥ [অন্যমনস্ক ভাবে] কী বলছ?

দশরথ ॥ আইজ্ঞা না, ঐ কুঞ্জ ধাড়া বলি গোটে লুক, ঘোষাল ডাক্তরের ধরমশালার ওপাকে পড়ি থাকে—

সুবীর ॥ হ্যাঁ, শুনলাম। বিষ খেয়েছিল?

দশরথ ॥ হঁ বাউ। ডাক্তরবাউ ওষুধ দিইকিরি বাহির করিল। এত এত ধুতরা ফুলের বিঁচি! বাটিকিরি খাইছে! লোকটা ছিল ভল। খাটিত খাইত। বাকি উ রোগ শোক আউ অভাব—এই তিন শক্র মনুষ্যকে খাইছে। লুকটা কষ্ট পাইল খুব। রাতিভর সকলকে কষ্ট ভি দিল। কিন্তুক্‌ প্রাণটা গেল নাই। লুকটা মরি গেলেই ভল হত—

সুবীর ॥ কেন? কেন?

দশরথ ॥ কাম নাই, কাজ নাই, খাইতে পায় না। ইমন করি বাঁচি থাকি হব কঁড় বাউ? [দোকান সাজাতে থাকে]

সুবীর ॥ হ্যাঁ। তা ঠিক। এমনি করে বেঁচে থেকেই বা হবে কী?

দশরথ ॥ হঁ বাউ। [এগিয়ে আসে সুবীরের কাছে] সি বারে উ হরেন দাস বলি গুটে লুক—সে ভি ইমন করিল। মেয়ে গোটে মরি গলা বিনা চিকিচ্ছারে। বউটা গুটে দোসর মরদ ধরি ঘর থাকি চলি গলা। কাম নাই, কাজ নাই, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই—মাসেরে মধ্যে জোয়ান লুকটা ইমন চিকন হই গলা। তা ফির করিল কঁড়? একদিন দুপুর

টাইনে গলারে ফাঁস নাগাইকিরি উ আমগাছেরে ঝুলি গলা—

[দূরে একটা গাছের দিকে দেখায়। সুবীর চম্‌কে ওঠে : অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকায়]

সুবীর ॥ [অস্ফুট স্বরে] য়্যাঁ ? বলছ কি দশরথ ?

দশরথ ॥ হুঁ বাউ। ই তো মু নিজ চক্ষুরে দেখিছি। তা মু বলি কি বাউ, লুকটা মরিকিরি বাঁচি গলা—

[নিজের কাজে মন দেয়]

সুবীর ॥ ঠিকই বলেছ দশরথ। এমনি করে বেঁচে যাওয়াই সহজ এদেশে। কত লোক যে বেঁচে যাচ্ছে এইভাবে—কত লোক যে বেঁচে যাবে—শুধু আমি—শুধু আমিই কি ?

[একহাতে সজোরে নিজের গলাটা চেপে ধরে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে তাকায়—মনে মনে যেন কী একটা সংকল্প করে]

দশরথ ॥ [এগিয়ে আসে] অমন করিছেন কেন বাউ ? শরীরটা কুন খরাপ—?

সুবীর ॥ না দশরথ। ভালো আছি। খুব ভালো আছি। এত ভালো বোধ হয় জীবনে কখনো থাকি নি। ট্রেনের সময় তো হয়ে এলো, না ?

দশরথ ॥ দেরি অছি বাউ। তা আপনি ই ট্রেনেই চলি যাবেন ?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। চলেই যাব। আর এই ট্রেনেই—এই ট্রেনেই—

[দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলে]

দশরথ ॥ অরে কিষ্ট, কেট্‌লিটো চাপাই দিছিস ?

কেষ্ট ॥ [দূর থেকে] দিছি কর্তা, আগুনে তেমন জোর হচ্ছে না—

দশরথ ॥ আঃহা, তো টিকে হবা করি দে না পংখাটা নেইকিরি। কঁড় করিস তু শড়া গদ্ধা—

[পাখাটা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। সুবীর অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে : থমকে দাঁড়ায় : তাকায় রেল লাইনের দিকে : তাকায় সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে—তারপর ধীরে ধীরে নিজের মনেই বলতে থাকে—]

সুবীর ॥ '…শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে—
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত
জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্বদেহমনে
অগণিত যুগ যুগান্তরের অসংখ্য মানুষের
লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয়মুষ্টি ধুলি
আমার সমস্ত দুঃখের শেষ পরিণাম
রেখে যাব এই নামগ্রাসী আকারগ্রাসী সকল
পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ ধুলিরাশির মধ্যে ॥…'

[কেষ্ট ছুটে আসে]

কেষ্ট ॥ কী হলো বাবু? কী? অমন করিতেছেন ক্যান?

সুবীর ॥ কিছু না। ওরে কেষ্ট, একটুক্‌রো কাগজ আর একটা পেন্সিল দিতে পারিস—?

কেষ্ট ॥ এই যে বাবু নেন না, এই খাতার থেকে—এই যে এট্টা পাতা ছেঁড়াই রয়েছে—

[পেন্সিল-বাঁধা ওদের হিসেবের খাতাটা এগিয়ে ধরে : সুবীর বাঁহাতে একটা লাইন লিখে নাম সই করে]

সুবীর ॥ আমার নাম জানিস, কেষ্ট ?

কেষ্ট ॥ আজ্ঞে না তো !

সুবীর ॥ সুবীর সেন। যদি কেউ—মানে, কেউ কোনোদিন যদি আমার খোঁজ করে [বলতে বলতে গলাটা ভারী হয়ে আসে] তা হলে এই চিঠিটা তাকে দিস্।

কেষ্ট ॥ আচ্ছা বাবু, তা দেব। তা আপনি চলে যাবেন না কি ? আপনার এখানকার কাজ সব শেষ হয়ে গেল ?

সুবীর ॥ হ্যাঁ। এখানকার কাজ এবারকার মত আমার শেষ হয়ে গেল। শুধু কিছু ধার রয়ে গেলরে কেষ্ট—কিছু ধার রয়ে গেল—

কেষ্ট ॥ না বাবু। ও কথা ক্যান মনে করতিছেন ? আপনি আবার আসবেন, আবার আমাগোর সাথে দেখা হবে—

সুবীর ॥ না। নারে কেষ্ট, না। এ আসা যাওয়ার হিসেবটা আমার জানা নেই। তবে আমার আর ইচ্ছে নেই আসবার। না। আর না। এ-যাত্রাটা একেবারেই নিস্ফল হয়ে গেলরে—একেবারেই নিস্ফল হয়ে গেল—

[হঠাৎ পরমাত্মীয়ের মত কেষ্টকেই জড়িয়ে ধরে। কেষ্ট কিছু বুঝতে পারে না, সবিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দশরথ উনুন নিয়ে আসে।]

দশরথ ॥ অরে কিষ্ট, দৌড়ি ইষ্টিসনে যাইকিরি গোটে দেশলাই

বাণ্ডিল নেই আস। দেশলাই একদম নাই। এইনে পয়সা, দৌড়ি যা—[পয়সা দিতেই কেষ্ট দৌড়ে বেরিয়ে যায়]

আপুনি বস্থন বাউ, গাড়ীর এখুনো পঁদ্‌রো বিশ মিনিটি দেরী অছি। জড় গরম হেই গলা। চা করি দিই—

সুবীর ॥ [সহসা একটু বেশি কঠোর হয়ে পড়ে] না। না। কিছুতেই না। [পর মুহূর্তে শান্ত স্বরে] না, দশরথ, ঋণের বোঝা আর ভারী করতে চাই না।

[দশরথ নিজের বটুয়া থেকে দুটো আনি বের করে নিয়ে এগিয়ে আসে সুবীরের কাছে]

দশরথ ॥ বাউ, কে বলিতে পারে, আগের জন্মে আপনকার কাছে কত ধারতম্। এ জন্মে উয়ার কয়টো পয়সা শোধ হেইছে। দেনা-পাওনা ই সব উপরে বসি লিখা হেইছে বাউ। মনুষ্যরে সাধ্য কি উয়ার খবর রখিবে! হে প্রভু জগন্নাথ—[হাতজোড় করে কপালে ঠেকায় : সেই সময় আনি দুটো মাটিতে ফেলে দিয়েই নীচু হয়ে আবার কুড়িয়ে নিয়ে বলে]

আরে হঁ, হঁ, ই আনি দুটো! নিচ্চয় আপনকার পাকিট থাকি পড়িছে বাউ!

সুবীর ॥ না। আমার পকেটে তো কিছুই ছিল না।

দশরথ ॥ নিচ্চয় ছিল বাউ। রাত্তিরে আপুনি ইখানে শুইথিলা। দেখিলা? দেখিলা বাউ, ধারদেনা কিমন করি শোধ হেইছে? [আনি দুটো ওর হাতে গুঁজে দিয়ে] দিন বাউ, দিন, ইটো আপুনি আমার হাতে তুলি দিন, সকালে বউনিটো করি আউ আপনকার ভি ধারদেনা সব শোধ হেই যাক। হে প্রভু জগন্নাথ—

[সুবীরের হাত সুদ্ধু পয়সাটা কপালে ঠেকায়]

সুবীর ॥ [ওকে জড়িয়ে ধরে] দশরথ, এখনো তোমার মত মানুষ আছে এই পৃথিবীতে।

দশরথ ॥ হঁ বাউ, সে কেত্তে রকম মনুষ্য অছে। মু তো গোটে গদ্ধা অছি। আর জন্মে কেত্তে পাপ করিথিলা, এ জন্মে উয়ার টিকে খণ্ডন হউচি।

[চা তৈরী করতে সরে যায়]

সুবীর ॥ [আপনমনে বলে] চারদিকে কালো কদর্য কুৎসিৎ অন্ধকারের মধ্যে একি! এ কী বিদ্যুতের চমক!

['নিন বাউ চা খান'—বলে দশরথ এক কাপ চা ওর সামনে এগিয়ে ধরে]

দাও—দাও দশরথ, এ আমার যাবার পথের পাথেয় হয়ে রইল।

[সুবীর হাত পেতে চা নেয় : সুখেন বিপিন রতিকান্ত সোরগোল করতে করতে ঢোকে]

সুখেন ॥ দেখুন দাদা, ঝগড়াই করি আর মারামারিই করি বাঁচতে হবে একই সঙ্গে—এই যে দাদা!

রতিকান্ত ॥ আপ্‌নে এই হানেই আছিলেন নাকি সারারাত্র?

বিপিন ॥ ও বাবা, এ দেখি সে-সে-সেই লোক! দ-দ-দশরথ—

দশরথ ॥ এই যে চা একদম রেডি সুখমলমবাউ, দন্তমঞ্জনবাউ—

[দু'জনকে দু'ভাঁড় চা দেয়]

রতিকান্ত ॥ ও। আমি হালা নগদ পয়সার খরিদ্দার কিনা, আমার চা রেডি নাই! হালা উইড়্যার পো, তোমারে যেদিন ধরুম না—

[বোঁচকা নামিয়ে রেখে ওর দিকে এগোয়)

দশরথ ॥ হঁ হঁ হঁ, সিটকাপড়বাউ, আপনার ইস্পিসাল চা, মু

অলাদা করি রখিচি—লিকর কম, দুধ চিনি বেশি—আসুন বাউ—

[কাপের তলায় ডিস দিয়ে সযত্নে চা দেয়]

সুখেন ॥ তা আধার-ভেদে স্বাদেরও তারতম্য ঘটে বৈকি অনেক সময়। চা-টা কি রকম খাচ্ছেন রতি-দা—?

রতিকান্ত ॥ আপনেরাও যেমন খাইতেছেন, হালা শালপাতা ভিজানো জল। [সকলে হেসে ওঠে]

দশরথ ॥ অঁ-হু, অমন কথা বলিবেন না বাউ—মু কেত্তে যতন করি—

সুখেন ॥ ঠিক আছে দশরথ, ঠিক আছে। ভোরবেলায় বেরোবার মুখে আর সন্ধ্যেবেলা ফেরবার পথে তোমার এই শালপাতার জলই আমাদের কাছে অমৃত। [সুবীরকে] কী দাদা, আজ আপনি একেবারে স্পীকটি নট কেন? [সুবীর ওর দিকে তাকায়] কাল রাত্রে ঘোষাল ডাক্তারকে বললাম আপনার কথা। নামটা তো জানিনা, এমনিই বললাম সব কথা। শুনে তিনি বললেন, লোকটার ভেতরে আগুন আছে হে, এখনো হয়ত জ্বলতে পারে। তবে নিজের আগুনে নিজে পুড়ে মরবার আশংকাও আছে।

সুবীর ॥ তার মানে?

রতিকান্ত ॥ আর ধুর্ মশয়, লুকটা পাগল। পাগল না অইলে কাইল রাতভর বিনা পয়সায় এক বিষ-খাওয়া রোগী লইয়া যে পরিশ্রম কর্‌ছে, হালা কোন মানষে পারে না। আসলে বুড়ার বৌডা মারা যাওনের পর থিকাই যেন কেমন হইয়া গেছে—

বিপিন ॥ ও। তা হলে বো—বো—বউ থাকলে কেউ পা-পা-পাগল হয় না ?

রতিকান্ত ॥ আরে ধুর্ মশয়, তুমি বড় বাজে তক্ক উঠাও। বৌ থাকলে পাগল হয় না ঠিকই। আবার এমনও বৌ আছে, হালা হেরাই পাগল কইর‍্যা ছারে—

বিপিন ॥ দাদা বো-বো-বৌদির কথা বলছেন না তো ?

রতিকান্ত ॥ হাত্তোর, দেখ্ছনি ? দেখছনি ? মান্ষের অন্দরমহল লইয়া টানাটানি করে—

[আস্তিন গুটিয়ে বিপিনের দিকে এগোয়ঃ সুখেন থামায়]

সুখেন ॥ আহা, রাগ করবেন না দাদা, বিপিন একটু রসিকতা করছে।

রতিকান্ত ॥ হ। হেই রসিকতাও আবার ব্যাখ্যা না করলে বোঝন যায় না।

সুখেন ॥ আরে ভাই, অন্দরমহলের চেহারা তো আমাদের সবারই প্রায় একই রকম—

বিপিন ॥ না। আ-আঁ-আমি একথার প-প-প্রতিবাদ করি।

রতিকান্ত ॥ ওঃ। দেখছি, দেখছি তর্ ম্যামসায়েবরে। হ্যাঃ। যেমন শ্যাওড়া গাছের থন্ নাইমা—

[বিপিন ভীষণ রেগে যায়ঃ সুখেন রতিকান্তর মুখ চেপে ধরে—হাত সরিয়ে দিয়ে রতিকান্ত আবার বলে]

আরে মশয়, কাল রাইতেও দু'ডায় ফির মারামারি, চুলাচুলি করছে !

বিপিন ॥ মি-মি-মি-মিথ্যে কথা ! ও আমাদের সোয়ামি-ই-ই-ই-স্ত্রীর—

সুখেন ॥ প্রেমালাপ। ঠিক। তা ঠিক। চুলোচুলিই করি আর যাই করি রতি-দা, এরাই আমাদের সংসার টিকিয়ে রাখছে কিন্তু—

রতিকান্ত ॥ আরে ভাই, হেই কথা তো একশতবার। কইলকাতায় গিয়া ম্যাট্রো সিনেমার সামনে খাড়াইয়া আগে আগে ভাবছি : এই যারা কোটপ্যান্টুল পইর‍্যা ম্যামসায়েবগো হাত ধইর‍্যা ফর্ ফর্ কইর‍্যা সিনেমায় যাইতেয়াছে ইয়ারাই সুখী। হালা রাজার হালে থাহে, রাজভোগ খায়, আর এই সব পরীগো লগে থাহে! আর আমরা? আমরা হালারা শাকপাতা খাই, নরককুণ্ডে থাহি আর যত পেত্নী লইয়া ঘুমাই। [সবাই হেসে ওঠে] হাসবেন না, হাসবেন দাদারা ঐ পেত্নী লইয়াই সুখে আছেন।

সুখেন ॥ ঠিকই বলেছেন রতিদা, ঐ দেখুন,-বিপিনও আপনার কথায় হেসে ফেলেছে—

রতিকান্ত ॥ আরে মশয়, দশ বারী ঘুরি তো? কত দেখলাম, এই কয় বছরে। হ্যাঃ। ঐ যে, যত দেহেন বাবু-ভায়া সায়েব-সুবো, ও বায়রাই সাজগোজ, ভিতরে ময়লা—শান্তি নাই কারো ঘরে। কী কন দাদা? আরে, আপনে আইজ যে এক্কেবারেই চুপচাপ? অইল কী?

সুবীর ॥ না। কিছু না। আমি শুনছি। ঠিকই বলেছেন আপনি। ভেঙে গেছে মানুষের মন, ভেঙে গেছে আস্থা, বিশ্বাস—আনন্দের বোধই মরে গেছে আমাদের। কতকগুলো অনুভূতিহীন কংকাল শুধু সাজগোজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুখেন ॥ [বিপিনকে] দাদার কথাবার্তাগুলো আজ যেন একটু বেশী কড়া শোনাচ্ছে হে—

বিপিন ॥ ঘাঁ-ঘাঁ ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। চলুন গুটি গুটি স্টেসনের দিকে এ-এ-এগোই। দু' একটা মাজন বিক্রি হতেও পারে সকাল বেলা—

সুখেন ॥ হ্যাঁ, তাই চলো। হোক আর নাই হোক, চেষ্টা তো করতে হবে। আমাদের আর কি, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী খুলে পথে বেরিয়েছি, খাটলে পয়সা, না খাটলে নেই—চলো। আচ্ছা, এগোই দাদা—আবার দেখা হবে—

[দুজনে চলে যায়]

রতিকান্ত ॥ [ওদের দিকে তাকিয়ে] হুঁ। মাজন আর মলম বেইচ্যা কী পয়সা হয়, হেয়া আমার জানাই আছে। টোনাটুনির সংসার। ট্যার পাও না। হালা পাঁচখান প্যাট যদি চালাইতে অইত আমার মত তাইলে বোঝতে পারতা ঠেলাডা--

[মাসিমা বিপিনকে ডাকতে ডাকতে হন্তদন্ত হয়ে ঢোকেন]

মাসিমা ॥ বিপ্‌নে, ওরে ও বিপ্‌নে, আছিস না চলে গেছিস, হ্যারা—

রতিকান্ত ॥ কি অইল, মাসিমা ? আপনে এত হক্‌কালে ?

মাসিমা ॥ এই চিঠিটা বাবা। বিপ্‌নের হাতে দিয়ে দেবে ? আমি আর স্টেসন পর্যন্ত দৌড়তে পারছি না।

রতিকান্ত ॥ কিয়ের চিঠি ? দেন দেন—[মাসিমা চিঠিটা দিলেন]

মাসিমা ॥ ঐ যে-সেলাই কলের অফিসে কাজ করি, তাদের নামে। আজ যেতে পারব না, কালও বোধহয় পারব না। সেই খবরটা বাবা। ছুটতে ছুটতে এসেছি। আর দাঁড়াতে পারছি নে—[বসে পড়েন]

রতিকান্ত ॥ কী অইল ? আপনের কপালডা কাটলো ক্যামনে ?

মাসিমা ॥ কপাল তো অনেকদিনই ভেঙেছে বাবা। এই একুশ বছর চাকরী করছি। নিজের জন্যে নয়। নিজের খরচ আমি এই গাঁয়ে বসে কল ঘুরিয়েই রোজগার করতে পারি—

রতিকান্ত ॥ তাইলে ? পোলাপান তো নাই। আপনের আর আছে কেডা ?

মাসিমা ॥ আমার ? সবই আছেন—স্বামী আছেন, তাঁর স্ত্রী আছেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে আছে—সবই আছে।

রতিকান্ত ॥ তাই নাকি ? কৈ, থাহে কৈ তারা ? কি, আপনের টাকায় হের সংসার চলে নাকি ?

মাসিমা ॥ হ্যাঁ বাবা। পেটে ধরিনি বলে ছেলেমেয়েগুলোকে তো আর ফেলতে পারি না। তারাও বড়মা বলে জড়িয়ে ধরে। ছাড়াতে কষ্ট হয়।

রতিকান্ত ॥ কলিকালে তাজ্জব ব্যাপার দেখাইলেন আপনে। তারা কলকাতায় থাহে বুঝি ?

মাসিমা ॥ হ্যাঁ। মানিকতলায় এক বস্তিতে থাকে। মাঝে মাঝে আমি যাই। আর টাকার দরকার পড়লে ও আসে। কাল রাত্রে ফিরে দেখি, আগের ট্রেনে এসে বসে আছে বারান্দায়। অনেকদিন পরে এসেছে, রেঁধেবেড়ে খাওয়ালুম যত্ন করে। তা, খেতে বসেই ঝগড়া শুরু করলে—তারপর দুধের বাটিটা ছুঁড়ে এমন মারলে কপালে—গেঁজেল-গেঁজেল ! আমার সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খেলে। [উঠে] তুমি চিঠিটা দিয়ে দিও বাবা। যাই, আবার দুপুরের ভোগের জোগাড় করতে হবে তো ?

সুবীর ॥ [দূর থেকে] মাসিমা—

মাসিমা ॥ [হঠাৎ সুবীরকে দেখে] এ সেই কালকের লোকটা না?—

রতিকান্ত ॥ হ মাসিমা। বড় ভালো মানুষ। খুব বিদ্বান লোক

[নিজের মাথায় হাত দিয়ে বোঝায়, মাথায় গোলমাল]

সুবীর ॥ [এগিয়ে এসে] মাসিমা, আপনাকে একটা প্রণাম করব।

[পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে]

মাসিমা ॥ থাক, বাবা, থাক।

সুবীর ॥ আপনাকে না দেখে চলে গেলে পৃথিবীটা যেন সম্পূর্ণ করে দেখা হতো না, মাসিমা।

মাসিমা ॥ সুখী হও বাবা, চিরসুখী হও। মানুষের বাইরেটা দেখে ভেতরটা চেনা যায় না। কাল কী ভুলই করেছিলাম তোমাকে দেখে। ছি-ছি-ছি। আমার নিজেরই লজ্জা করছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো—

সুবীর ॥ না, না মাসিমা। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি কোনো অন্যায় করে থাকি।

মাসিমা ॥ না, বাবা। তুমি কেন অন্যায় করতে যাবে। আমিই তোমাকে ঠিক চিনতে পারিনি। চলি বাবা, তুমি চিঠিটা বিপিনকে দিয়ে দিও বাবা—যাই দেখিগে, এতক্ষণ হয়ত বাক্স-প্যাটরা ভাঙতে সুরু করেছে, মুখে আগুন, মুখে আগুন—[বেরিয়ে যান মাসিমা]

সুবীর ॥ [তাকিয়ে থাকে সেইদিকে] আশ্চর্য, আশ্চর্য মহিলা!

রতিকান্ত ॥ এই রকম মাইয়াছেলা তো আমি হালা আমার জীবনে দেহি নাই।

[দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে কেষ্ট ছুটে আসে]

কেষ্ট ॥ বাবু, বাবু, বাবু, এক কাণ্ড হয়ে গেছে। এই যে দেশলাই

কর্তা। [দশরথ এগিয়ে এসে দেশলাই নেয়: ও খুব দ্রুত হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে থাকে] ঐ যে, গোবিন্দ চৌকিদার, আর ইষ্টিসনের এটটা পুলিশ—আমারে ধরিছিল। কয় কাল রাত্তিরি তোগোর দোকানে কেডা শুয়েছিল রে? আমি বললাম, কলকাতার এক বাবু ছেলেন। তা বললে: বলি, নামডা জানিস? তা আমি নামডা বললাম। সেই সময় আমাদের ঘোষাল ডাক্তার আর কলকাতার এক বাবু সেইখেনে দাঁড়ায়ে কথা বলতিছিলেন। তেনারা এগোয়ে এসে বললেন, বলি, কি নাম বললে? কি নাম বললে? তা আমি নামডা আবার বললাম। তা সেই ভদ্দরলোকটা বললেন, বলি, এটটা হাত কাটা? তা আমি বললাম: বলি—হ। তা তিনি বললেন: বলি, আছে? আছে এখনো? তা আমি বললাম: বলি, হ' আছেন বৈকি। তা তিনি বললেন: বলি, চলো তো দেহি, চলো তো দেহি। তা আমি বললাম: বলি চলে আসেন কর্তা, চলে আসেন। বলেই আমি দেলাম ছুট, ঘোষাল ডাক্তার গেলেন ওয়েটিং ঘরের দিকে আর সেই বাবুটা— সেই বাবুটা—হুই আসতিছেন—

[ষ্টেশনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়]

সুবীর ॥ কে? কে আসছে?

দশরথ ॥ হঁ হঁ, গোটে বাবু আসিছন্তি—

সুবীর ॥ আমি চলি দশরথ। গাড়ীটা এই দিক থেকে এসে স্টেশনে থেমে ঐ দিকে যাবে, তাই না?

দশরথ ॥ হঁ বাউ। তা টিকে বসি যান, বাবুটা দৌড়ি আসিছে—

সুবীর ॥ না—না—না—[ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়েই প্রশান্তর সামনে পড়ে যায় : প্রশান্ত জড়িয়ে ধরে]

প্রশান্ত ॥ সুবীর-দা, সুবীর-দা—

সুবীর ॥ ছেড়ে দাও প্রশান্ত, ছেড়ে দাও আমাকে—আমি যাব—

প্রশান্ত ॥ কোথায়? কোথায় যাবেন?

সুবীর ॥ আপাততঃ যেদিকে দু'চোখ যায়—

প্রশান্ত ॥ তাহলে আপনি পলাশপুর এসেছেন কেন? এসেছেন, অথচ ওদের বাড়ী যাননি কেন?

সুবীর ॥ কেন এসেছি তা আমি নিজেও জানিনা। তবে কারো বাড়ী যাবার জন্যে আমি আসিনি।

প্রশান্ত ॥ শান্ত হয়ে দাঁড়ান সুবীর-দা। আপনার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। দেখছি, ডক্টর ব্যানার্জী ঠিকই বলেছেন বৌদিকে দেখে, আপনার চিকিৎসাই আগে করা দরকার, আপনারই মাথার গোলমাল হয়ে গেছে—

রতিকান্ত ॥ আপনে ঠিকই ধরছেন বাবু, কাইল রাইত হইতে আমরাও এই সন্দেহ করতে আছি।

দশরথ ॥ আরে হঁ হঁ, কালি মু এই কথা কইথিলা নারে কিষ্ট?

কেষ্ট ॥ হঁ কর্তা। কইছিলেন।

প্রশান্ত ॥ আপনি তো জানেন, কারখানার সামনে আপনার রক্তমাখা রুমাল কুড়িয়ে পাবার পর থেকে বৌদির ব্রেন একদম upset হয়ে গেছে? কোনো চিকিৎসায় কোনো ফল হচ্ছে না?

সুবীর ॥ জানি। হাসপাতালে তুমি খবরটা দিয়ে এসেছিলে।

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ। তা, আপনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এলেন কেন?

সুবীর ॥ তুমি সবিতাকে নিয়ে পরের দিন আসবে বলেছিলে, তাই।

প্রশান্ত ॥ আশ্চর্য !

সুবীর ॥ ভেবেছিলাম, পালিয়ে বাঁচব। মুক্ত আকাশের নীচে নিঃসঙ্গ একলা—বাঁচব।

প্রশান্ত ॥ পারলেন কি ? একা কেউ পারে বাঁচতে ?

সুবীর ॥ না। তা পারে না। কিন্তু আমি যে একা, সম্পূর্ণ একা। তাই আমার বাঁচা অসম্ভব।

প্রশান্ত ॥ কে বলেছে, আপনি একা ? বৌদিকে আপনি চেনেন নি।

সুবীর ॥ আশা করি, তুমি চিনেছ। তোমাদের এই চেনা সার্থক হোক।

প্রশান্ত ॥ সুবীরদা, কী বলছেন আপনি !

সুবীর ॥ ঠিকই বলছি প্রশান্ত। দেখ, সবিতাকে আমি সুখী করতে পারি নি। মেয়েরা যাতে—সুখী হোক না হোক—অন্তত খুশী হয় তার সামান্যতম উপকরণও আমার ছিল না। স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের যে-সব মহান বাণী-টানী শুনেছ সে-সব হচ্ছে ঐ। মা হবার কামনার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে সুখী-সংসারের যে ছবি থাকে তাতে শাড়ী বাড়ী গাড়ী গয়নার স্থান অনেকখানি। [প্রশান্ত প্রতিবাদ করতে যায়] আমি জানি, আমি জানি ও ওসব মুখ ফুটে চায় নি কোনোদিন। কিন্তু—না, আর মিছে তত্ত্ব আলোচনায় কোনো ফল নেই। আমি ওকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে গেলাম। তোমাকে নিয়ে ও সুখী হবে। তুমি ওকে বিয়ে কোরো—

প্রশান্ত ॥ ছি ছি ছি সুবীরদা, বৌদিকে আমি নিজের দিদির চেয়েও বড় বলে মনে করি। ছিঃ। ছেলেবেলায় একদিন একটা

ভুল করেছিলাম, সারা জীবনেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে না? তাছাড়া, বৌদি আপনাকে—আপনি চলুন, আমি প্রমাণ করব, আপনার এ সমস্ত ধারনা মিথ্যে! চলুন, ফিরে চলুন—

সুবীর ॥ কোথায়? আবার সেই সংসার! সেই জীবন? সেই সন্দেহ, অবিশ্বাস, নীচতা, সেই জানোয়ারের মত সুধু টিঁকে থাকা? না। দেখ, কবিতার জন্যে ওষুধ জোগাড় করতে পারি নি। পার্কে বসে ছবি এঁকেছি, পঞ্চাশ টাকার ছবি আট আনায় বেচেছি বাড়ী বাড়ী ঘুরে খোসামোদ করে। কুলীগিরি, ফেরি, ভিক্ষে—এর নাম জীবন? এর মধ্যে আবার ফিরে যেতে বল্‌ছ? No—never—

প্রশান্ত ॥ শুনুন, শুনুন সুবীরদা, কলকাতায় গিয়ে আপনি যেভাবে বলেন—আমি আপনার একটা ব্যবস্থা করে দেব।

সুবীর ॥ দয়া করবে? তুমি বড়লোক, তা জানি প্রশান্ত।

প্রশান্ত ॥ ছি ছি, আপনি—

সুবীর ॥ শোনো প্রশান্ত। তুমি দায়ী নও। কিন্তু তোমাতে আমাতে যে পার্থক্য সেটা অস্বীকার করেও লাভ নেই। এটাই এদেশের, এ সমাজের মূল ব্যাধি। এই বিভেদ বজায় রেখে মানুষ বড় হবে? দেশ গড়ে উঠবে? মিথ্যে কথা।

প্রশান্ত ॥ ক্ষোভের মুখে আপনি যা বল্‌ছেন, হয় তো তার মধ্যে সত্যি আছে। কিন্তু তবু, আমাকে আপনাদের জন্যে কিছু করতে দিন। পৃথিবীতে বন্ধুত্বেরও তো একটা কর্তব্য আছে?

সুবীর ॥ বন্ধুত্ব? পৃথিবীটা শুধু বাইরের চেহারাতেই শালীন।

কিন্তু এর হাড়ে-মাংসে সেই আদিম পাপ, ক্লেদ আর নোংরামি। এখানে বন্ধুত্ব কোথায়? স্বামী-স্ত্রীতে সম্পর্ক কোথায়? মানুষে মানুষে সম্পর্ক কোথায়?

[স্টেশনে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজে]

ঐ সংকেত এসেছে আমার। পথ ছাড়ো—

[আবার ছুটে যেতে চেষ্টা করে]

প্রশান্ত ॥ না। কিছুতেই আর আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না—

[প্রশান্ত আবার ধরে ফেলে]

দশরথ ॥ এখুনো দশ মিনিট দেরী অছি বাউ। আরে, ডাক্তার বাউ আসিছেন। আঃ হা, বুড়ামনুষ্য, বসি পড়িলেন। অরে কিষ্ট, দৌড়ি যা, হাত ধরি নেই আস—সিটকাপড় বাউ—

[কেষ্ট ও রতিকান্ত ছুটে বেরিয়ে যায়]

সুবীর ॥ সরে যাও প্রশান্ত, সময় নষ্ট কোরো না—

প্রশান্ত ॥ না। সময় একদিন আপনিই নষ্ট করেছেন, একের পর এক ভুল বুঝে আর ভুল কোরে। চেয়ে দেখুনঃ একটা জীবন কী ভাবে—শুধু আপনার জন্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! চেয়ে দেখুন—

সুবীর ॥ কে? কে ও? সবিতা! এ কী চেহারা!

[রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া কটা বুনো ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সবিতা আসেঃ বিড়বিড় করে কী যেন বল্‌ছে, চুলখোলা, আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে, জীর্ণ বেশ, শীর্ণ চেহারা]

প্রশান্ত ॥ নিজের ভুলের চেহারাটা দেখছেন? এগিয়ে যান। সামনে গিয়ে দাঁড়ান। Don't play the fool—

সবিতা ॥ ফুল। হ্যাঁ ফুল। এ ফুল ভালো না। দূর। বুনো গন্ধ। সেই ফুল ভালো। সেই ফুলশয্যার রাতে—খাটে —বিছানায়—ওর গলায়—আমার গলায় সে কতো ফুল—ক—তো ফুল—

প্রশান্ত ॥ বৌদি—

সবিতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। আশমানি রং-এর শাড়ী। আমি পরেছিলাম। ও পরেছিল ধুতি পাঞ্জাবী। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল আমাকে! না? হি হি হি—[হেসে ওঠে]

প্রশান্ত ॥ বৌদি, এদিকে একবার দেখুন—

সবিতা ॥ কে যেন বলেছিল? কে যেন—? দূর মরুকগে। বলেছিল, রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে, তার আবার হিন্দুয়ানী ফুলশয্যা কেন? ও বেশ বলেছিল—বলেছিল, এর মধ্যে একটা কাব্য আছে, সেটা আমাকে ভীষণ য়্যাপীল করে। আমি যেন কোন্ গানটা গাইলাম? মনে নেই। ও একটা কবিতা বললো। সেই যে, সেই কবিতাটা—ওঃ— ঐ যা, হারিয়ে গেল—হারিয়ে গেল—

প্রশান্ত ॥ মনে থাকলে ধরিয়ে দিন লাইনটা। সব সময় এই কবিতাটাই খুঁজছেন। ডাক্তাররা বলছেন, এইটেই হয়ত Missing Link—

সুবীর ॥ [কাছে গিয়ে] সবিতা, সবিতা—

সবিতা ॥ সরে যাও, সরে যাও, আমি খুঁজছি। কী খুঁজছি? কী যেন হারিয়েছি? ও কবিতা। কবিতা হারিয়ে গেছে! দূর, কবিতা তো মরে গেছে। মরা কবিতা কি ফিরে পাওয়া যায়! হি হি হি—

[খিল খিল করে হেসে ওঠে]

শেষ দৃশ্য

সুবীর ॥ বৃথা চেষ্টা প্রশান্ত। সব শেষ হয়ে গেছে।

প্রশান্ত ॥ না, না। আপনি ভালো করে সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দেখুন, চিনতে পারে কি না।

সুবীর। [আবার কাছে যায়] সবিতা, আমার দিকে চেয়ে দেখ। চিনতে পারো আমায় ?

সবিতা ॥ [দেখে] তুমি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনেছি। তোমায় চিনতে পারব না ? তুমি তো সেই ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান। যখন ভিক্টোরিয়াতে পড়তাম। তোমার গাড়ীটা আমাদের ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো—আমরা ভেতর থেকে টুস্ করে একটা ঢিল মেরে পালিয়ে যেতাম। আর তুমি 'কৌন হ্যায়, কৌন হ্যায়' বলে চেঁচিয়ে উঠতে। ভারি মজা লাগতো আমাদের। হি—হি—হি—

সুবীর ॥ পারলে না।

সবিতা ॥ তবে তুমি কে ?

সুবীর ॥ তুমিই বলো। ভালো করে ভেবে দেখে বলো। আচ্ছা একটু আগে তুমি একটা কবিতার লাইন মনে করবার চেষ্টা করছিলে না ?

সবিতা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি জানো, জানো সেটা ?

সুবীর ॥ জানি বৈকি ? আমিই তো সেটা শিখিয়েছিলাম তোমাকে।

সবিতা ॥ তুমি! দূর। তুমি হবে কেন ? সে আমি জানি, কে শিখিয়েছিল। সে আমার—সে যে আমার কী ছিল তা তাকেও আমি কোনোদিন ভালো করে বোঝাতে পারিনি। তুমি শুনবে ? শুনবে সেই কবিতাটা ? সেটা হচ্ছে—সেটা—হ্যাঁ—

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সুমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা !
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা ॥

সুবীর ॥ হলো না। ও কবিতাটাই নয়।

সবিতা ॥ তা হলে? তাহলে সে কোন্‌টা?

সুবীর ॥ শোনো, আমি বলি। সেই যে-জায়গাটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগতো শুধু সেই জায়গাটা বলি :

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাবো
চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো ;
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি—
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি ॥

[সবিতা প্রথমে অন্যমনস্ক থাকে : ক্রমশঃ চোখ দুটো স্থির হয়—তারপর আস্তে আস্তে সুবীরের দিকে ফিরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা শোনে—নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়, সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে—চেনা গলার চেনা সুরে জানা কবিতা শুনতে পাচ্ছে—চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। সুবীর বাঁ হাতে ওকে স্পর্শ করে

কবিতাটা শেষ করে। সঙ্গে সঙ্গে সবিতা চীৎকার করে ওঠে, হ্যাঁ গো, 'তুমি' আছ, আমি আছি'। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায় সুবীরের বুকের ওপর মাথা রেখেই]

সুবীর ॥ কী হলো? কী হলো প্রশান্ত?

প্রশান্ত ॥ শুইয়ে দিন। শুইয়ে দিন। একটু জল—পাখা—পাখা আছে?

[ধরাধরি করে ওরা মাটিতে শুইয়ে দেয় ওকে। দশরথ জল পাখা এগিয়ে দেয়। কেষ্ট ও রতিকান্তর কাঁধে ভর দিয়ে ডঃ ঘোষাল ঢোকেন: খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা অশীতিপর বৃদ্ধ ডঃ ঘোষালকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়]

ডঃ ঘোষাল ॥ কী হলো? কী হলো প্রশান্ত?

প্রশান্ত ॥ বৌদি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ডঃ ঘোষাল ॥ অজ্ঞান হয়ে গেছে? ওতে কিছু ভয় নেই। দেখি, দেখি—[নাড়ী দেখেন : ষ্টেথো দিয়ে বুক দেখেন] নাঃ, ঠিক আছে। চিনতে পেরেছে? চিনতে পেরেছে?

প্রশান্ত ॥ মনে হলো যেন পেরেছেন।

ডঃ ঘোষাল ॥ চিনেছে। তা হলে আর ভয় নেই। এইবার ভালো হয়ে যাবে? দেখ, তোমরা সব আজকালকার ছেলে। কিছুতেই তো তোমাদের বিশ্বাস নেই। নাস্তিকতা যেন একটা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এমন যোগাযোগ? এ কি একেবারে অমনি ঘটে? কে ওদের এমনি করে মিলিয়ে দিলে? একেবারে পথের মাঝখানে? কিন্তু তুমি কী বলো তো? কাল সারারাত এইখেনে পড়ে ছিলে? কেন? তুমি কি আমার নামটাও শোনোনি কোনোদিন ওর কাছে?

দশরথ ॥ মোরা কেত্তে কহিথিলা ডাক্তার বাউ, তা বাউ শুনিল নাই।

ডঃ ঘোষাল ॥ তারপর এটা ? এটা কী হয়েছে ?

[পকেট থেকে কেষ্টকে দেওয়া সুবীরের সেই চিঠিটা বের করেন। সুবীর কেষ্টর দিকে তাকায়]

কেষ্ট ॥ আজ্ঞে, আপনি যে বললেন, যে আপনার খোঁজ করবে তারেই চিটিখান দিয়ে দিতি হবে। তাইতো ডাক্তারবাবুরি দিয়ে দেলাম। হিঁক—

প্রশান্ত ॥ কী ওটা ?

[ডঃ ঘোষাল চিঠিটা প্রশান্তকে দেন]

ডঃ ঘোষাল ॥ দেখ, দেখ কাণ্ড। এই ছেলেটার সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা না হলে, কী হতো একবার ভাবো।

প্রশান্ত ॥ ডঃ ব্যানার্জী ওর সম্বন্ধে এই রকম একটা কথাই—

ডঃ ঘোষাল ॥ ঠিকই বলেছিলেন তিনি। মানুষের মন নিয়ে ওঁদের কারবার ঃ ওঁদের অনুমানে ভুল হয় না।

সুবীর ॥ ভুল হয়। ভুল হয়েছে। সেটা আমি প্রমাণ করব।

ডঃ ঘোষাল ॥ যদি পারো তা' হলে বেঁচে গেলে। কিন্তু অস্থিরতা, অবিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতির নামে একটা বিকৃতি—এই তো এ যুগের লক্ষণ। তোমার এই defeatism—এই inferiority complex কালের হাওয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু মা সবিতার জ্ঞান হচ্চে বলে মনে হচ্ছে। ওহে দশরথ, একটু দুধ আছে ? গরম দুধ ?

দশরথ ॥ হঁ বাউ, দুধ গরম অছি। এই নিন্ বাউ—

ডঃ ঘোষাল ॥ দাও তো, দুধটা তুমি খাইয়ে দাও চামচে করে—

[প্রশান্ত কাপটা ধরে থাকে : সুবীর দুধ খাওয়ায়]

এই মেয়েটা— বড় দুঃখী মেয়ে—এ ছাড়া আমারও নিজের

বলতে কেউ-ই আর অবশিষ্ট নেই। বিয়াল্লিশ সালে শেষবারের মত জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম বুঝলাম, আমি বুড়ো হয়ে গেছি! [আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান] আর বুঝলাম, যা করব বলে ভেবেছিলাম প্রথম যৌবনে তার কিছুই করা হয়নি। দেশের কাজে নেমে প্রথম বলি দিয়েছিলাম, নিজের পরিবার পরিজনকে—অত্যাচার সহ্য করেছে, রোগে ভুগেছে, খেতে পায়নি, মরে গেছে। আমি তো জীবনের অর্ধেক জেলেই কাটালাম। কিন্তু কাজ কি করলাম? একা। নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ—পরিত্যক্ত—একা মনে হতে লাগলো। Frustration—ঘোর frustration এলো। ঐ তোমার মতই আত্ম হননের ইচ্ছা প্রেতের মত আমাকে ঘিরে নাচতে লাগলো। তারপর একসময় হঠাৎ মনে হলো: নাঃ। আমি তো একা নই! [দশরথ ও কেষ্টকে জড়িয়ে ধরে] এইতো। এরাই আমার পরমাত্মীয়। এদের নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে। লাগলুম নতুন করে কাজে। বেঁচে গেলুম।

রতিকান্ত ॥ খালি একা বাঁচেন নাই ডাক্তারবাবু, দশজনারে নিয়ে বাঁচছেন। আপনার লগে দেখা না অইলে ভিক্ষা করতে করতেই শ্যাষ অইয়া যাইতাম।

দশরথ ॥ হঁ বাঊ, চিষ্টা। চিষ্টা ছাড়িলে চলিবে কাঁই? মোর তো বিশ্ব সংসারে কেউ নাই। ই শড়া কিষ্টাকে ধরি দোকানটো করি কোনোমতে বঁচি গলা—

ডঃ ঘোষাল ॥ এই। এই হচ্ছে কথা। তোমরা তো রবিঠাকুর পড়েছ। অনেক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, কোনো

মানুষই একা সম্পূর্ণ নয়। আর একজনের সঙ্গে তার মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। আর বহুর সঙ্গে তার 'যেখানে মিল সেখানেই সে পরিপূর্ণতায় সার্থক।

সুবীর ॥ য়্যাঁ। সার্থক। আমরাও সার্থক হবো। আমরাও নতুন করে বাঁচব। সবিতা, চলো, ওঠো—আমরা বাড়ী যাব—

সবিতা ॥ হ্যাঁ ? বাড়ী ? হ্যাঁ। বাড়ী যাব। বাড়ী যাব।

[উঠে বসে উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে তাকায়—তারপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়]

সুবীর ॥ চলো সবিতা, গাড়ী এসে পড়লো। চলো—

সবিতা। [সুবীরকে দেখে] না। না। না। তোমার সঙ্গে না। সে আসবে। তার জন্যে আমি পথের দিকে চেয়ে আছি। সে আসবেই। তাকে আমি শুধু শুধু বকেছি, মিছিমিছি দুঃখ দিয়েছি। তার পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব—

সুবীর ॥ সে তোমায় ক্ষমা করেছে, সবিতা। তুমিও তাকে ক্ষমা করো। তুমি এখনো চিনতে পারছ না আমাকে ? দেখো, আমার দিকে ভালো করে আর একবার চেয়ে দেখো—

ডঃ ঘোষাল ॥ হ্যাঁ, মা। দেখো। চেয়ে দেখো। আর মনে করবার চেষ্টা করো। ঐ যে তুমি সব সময় বলো 'মোর হার ছেঁড়া মনি নেয়নি কুড়ায়ে' ? দেখো মা দেখো, রথহীন সর্বআভরণহীন তোমার রাজার কুমারকে ভগবান একেবারে পথের ধুলোর মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন। দেখো মা, দেখো—

[সবিতা আবার সুবীরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে

থাকে। চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাত বুলিয়ে দেখে ওর মাথা, মুখ—হঠাৎ কাটা হাতে হাত পড়তেই ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে]

সবিতা ॥ এ তোমার কী হয়েছে গো? এ কী হয়েছে তোমার?

সুবীর ॥ ও কিছু নয় সবিতা। ও আমার ভুলের মাশুল। চলো, আমরা আবার নতুন করে বাঁচবো—আমি বাঁ-হাতে ছবি আঁকবো। আমি পারব। আমি কিছুতেই হার স্বীকার করব না—

[দূরে ট্রেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে]

ডঃ ঘোষাল ॥ আরে, গাড়ী যে এসে পড়লো। এ গাড়ী কি ধরা যাবে?

রতিকান্ত ॥ কিয়ের ধরা যাইবো না গাড়ী। গাড়ীর লাইগা মানুষ? না, মানুষের লাইগা গাড়ী? হালা, কোম্পানীর ইঞ্জিন আমি রুইখ্যা দিমু না? চইল্যা আহেন কর্তা, চইল্যা আহেন—[ছুটে বেরিয়ে যায়]

ডঃ ঘোষাল ॥ প্রশান্ত, তুমি দৌড়ে গিয়ে টিকিট কাটো, স্টেশন মাস্টারকে আমার কথা বোলো—[প্রশান্তও বেরিয়ে যায়] তুমি ওকে নিয়ে এসো। চলে এসো মা, চলে এসো একটু তাড়াতাড়ি—[ট্রেন এসে থামলো। ডঃ ঘোষাল বেরিয়ে গেলেন]

সুবীর ॥ চলি দশরথ। চলি ভাই, কেষ্ট। তোমাদের কথা—তোমাদের ঋণ—

দশরথ ॥ দণ্ডবৎ বাউ, দণ্ডবৎ—

কেষ্ট ॥ পেন্নাম হই বাবু—[সবিতাকে নিয়ে সুবীর বেরিয়ে যায়]

দশরথ ॥ হে প্রভু জগন্নাথ। ভল করো, ভল করো। ভল মনুষ্যরে ভল করো। আরে হুঁ হুঁ—সে সিট-কাপড় বাউ, গাড়ী রুখি দিলা। হেই দেখ্, গার্ড সায়েব ফ্লাগ উঠাই কিরি ফির নামাই দিলা। সাবাস্। সাবাস্ সিট-কাপড় বাউ। অরে কিষ্ট, কলিকাতায় যাইকরি গোটে দোকান দিলে কিমন হব রে? গোটে রিষ্টুরিন্টি? হুঁ? সে টেবিলি, চিয়ারি, বিজ্‌লি পংখ্যা, চপ্ কাট্‌লেট, দো-পিঁয়াজী—

কেষ্ট ॥ খুব ভাল হয় কর্তা। তা দোকান হলি আমারে কিন্তু দুটো টাকা মাইনে বাড়ায়ে দিতি হবে কর্তা।

দশরথ ॥ তু টংকা কড় কহিছিস্‌রে কিষ্ট? তু হবি মোর পটনার—শড়া গন্ধা, তু হবি মোর অধা অংশীদার, হুঁ—

[ছেলেটার কোমর ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে মাথায় তুলে নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে যায়।]

যবনিকা